www.abswer.com

সুভা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গদ্যটির শিখনফল

গদ্যটি অনুশীলন করে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে–

- বাক্‌প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারবে।
- শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে।
- আপনজনেরা প্রতিবন্ধীদের কীভাবে গ্রহণ করে তা অনুধাবন করতে পারবে।
- বাক্‌প্রতিবন্ধীদের আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- মায়া-মমতা ও ভালোবাসা প্রকাশে প্রতিবন্ধীদের নিজস্ব জগৎ সম্পর্কে জানতে পারবে।
- প্রতিবন্ধীদের যথার্থ বিকাশ ও আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারবে।
- প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে অনুপ্রাণিত হবে।

একনজরে লেখক পরিচিতি জেনে নিই

নাম	প্রকৃত নাম	: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
	ছদ্মনাম	: ভানুসিংহ ঠাকুর।
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ	: ৭ মে, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ)।
	জন্মস্থান	: জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ভারত।
বংশ পরিচয়	পিতার নাম	: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
	মাতার নাম	: সারদা দেবী।
	পিতামহের নাম	: প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।
শিক্ষাজীবন	রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করলেও স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেননি। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ড গেলেও কোর্স সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তবে গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞানার্জনে তাঁর কোনো ত্রুটি হয়নি।	
পেশা/ কর্মজীবন	১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার আদেশে বিষয়কর্ম পরিদর্শনে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি দেখাশুনা করেন। এ সূত্রে তিনি কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ও সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন অনন্য চিত্রশিল্পী, অনুসন্ধিৎসু বিশ্বপরিব্রাজক, দক্ষ সম্পাদক এবং অসামান্য শিক্ষা-সংগঠক ও চিন্তক। নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণে নিরুৎসাহী হলেও 'বিশ্বভারতী' নামের বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি স্থাপ্নিক ও প্রতিষ্ঠাতা।	
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ	: মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, বিচিত্রা, সেঁজুতি, জন্মদিনে, শেষ লেখা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
	উপন্যাস	: চোখের বালি, গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, নৌকাডুবি, যোগাযোগ, রাজর্ষি, শেষের কবিতা প্রভৃতি।
	নাটক	: অচলায়তন, চিরকুমার সভা, ডাকঘর, মুকুট, মুক্তির উপায়, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রাজা প্রভৃতি।
	গল্পগ্রন্থ	: গল্পগুচ্ছ, গল্পসল্প, তিনসঙ্গী, লিপিকা, সে, কৈশোরক প্রভৃতি।
	প্রবন্ধগ্রন্থ	: বিচিত্র প্রবন্ধ, শিক্ষা, কালান্তর, সভ্যতার সংকট ইত্যাদি।
	ভ্রমণকাহিনি	: জাপানযাত্রী, পথের সঞ্চয়, পারস্য, রাশিয়ার চিঠি, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র প্রভৃতি।
পুরস্কার ও সম্মাননা	'গীতাঞ্জলি' এবং অন্যান্য কাব্যের কবিতার সমন্বয়ে স্বঅনূদিত Song Offerings গ্রন্থের জন্য প্রথম এশীয় হিসেবে নোবেল পুরস্কার (১৯১৩), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯১৩), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯৩৬), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯৪০)।	
জীবনাবসান	৭ আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)।	

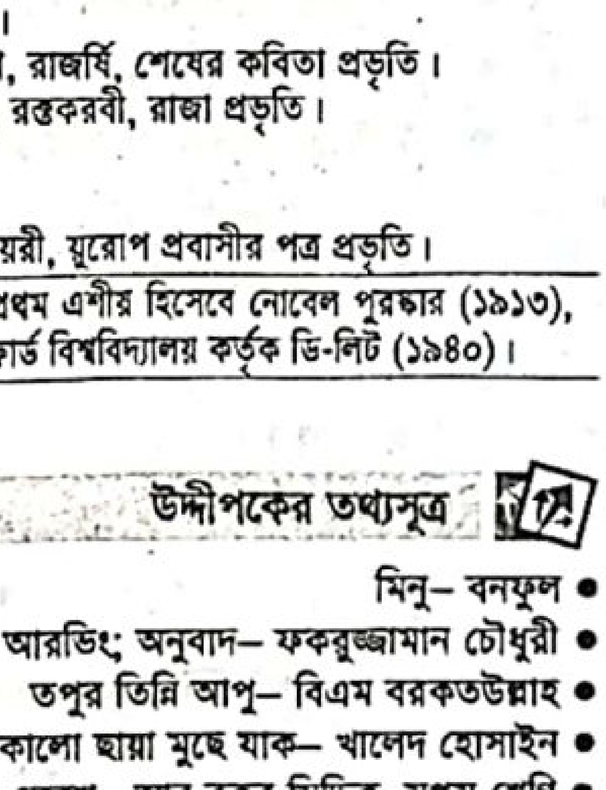

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রশ্নের পরিসংখ্যান

সৃজনশীল প্রশ্ন	৩০টি
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন	৮২টি
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন	৫৮টি
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	২২৩টি

উদ্দীপকের তথ্যসূত্র

- মিনু– বনফুল
- রিপভ্যান উইংকল– ওয়াশিংটন আরভিং; অনুবাদ– ফকরুজ্জামান চৌধুরী
- তপুর তিন্নি আপু– বিএম বরকতউল্লাহ
- কালো ছায়া মুছে যাক– খালেদ হোসাইন
- পাঠ পরিচিতি, লখার একুশে– আবু বকর সিদ্দিক, সপ্তম শ্রেণি
- অন্ধবধূ– যতীন্দ্রমোহন বাগচী

www.abswer.com

www.abswer.com

PART 02 পাঠ সহায়ক Supplement

সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন নিজে নিজে সহজে উত্তর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমৃদ্ধ বিভিন্ন পাঠের সমন্বয়ে প্রণীত

উৎস পরিচিতি (Source)

'সুভা' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' থেকে সংকলিত হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য (Objectives)

সমাজে বিকশিত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর প্রতি সকলের মমত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটানো।

রচনার বক্তব্যবিষয় (Gist)

'সুভা' গল্পে বাকপ্রতিবন্ধী কিশোরী সুভার প্রতি লেখকের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও মমতার প্রকাশ ঘটেছে। সুভা কথা বলতে পারে না। তাই সে মনের ভাব সবার মতো করে প্রকাশ করতে পারে না। বাবা-মা ও আপনজনেরা তাকে নিয়ে যে দুশ্চিন্তা করেন, তা সে বুঝতে পারে। তাই সে নিজেকে সবার কাছ থেকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করে। মা এমন মেয়ের জন্য লজ্জা ও বিরক্তি বোধ করেন, কিন্তু বাবা তাকে খুব ভালোবাসেন। সমবয়সী ছেলেমেয়েরা সুভাকে ভয় পায়। তাই সে বন্ধুত্ব পাতায় গোয়ালের দুটি গাভী সর্বশী ও পাঙ্গুলির সঙ্গে। ছাগল বিড়াল তার বন্ধু। যারা কথা বলতে পারে না সেই পোষা প্রাণীদের কাছে সুভা মুখর। আর বিপুল নির্বাক প্রকৃতির কাছে সে পায় মুক্তির আনন্দ। আরেকজন ছিল– গোঁসাইদের ছোট ছেলে প্রতাপ। নিতান্ত অকর্মণ্য এই ছেলেটির শখ ছিল– নদীতে ছিপ ফেলে মাছ ধরা। বাক্যহীন সঙ্গী হিসেবে সে সুভার মর্যাদা বুঝত। সুভা তেঁতুলতলায় বসে কখনো জলের দিকে, কখনো ছিপের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রতাপের কোনো কাজ করে দেওয়ার কথা ভাবত। সুভা প্রতাপের জন্য পান সাজিয়ে আনত। জগৎ-সংসারে সে আশ্রয় খুঁজে ফেরে প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত প্রতিবন্ধী মানুষের আশ্রয়ের জন্য একটি জগৎ তৈরি করেছেন এবং তাদের প্রতি আমাদের মনে স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা জাগাতে চেয়েছেন।

চরিত্র পরিচিতি (Character)

সুভা : 'সুভা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুভা। বাবা তার নাম সুভাষিণী রাখলেও সে কথা বলতে পারে না। মা তাকে নিজের ত্রুটিস্বরূপ গর্ভের কলঙ্ক মনে করতেন। বাবা তাকে অন্য দুই মেয়ে অপেক্ষা বেশি আদর করতেন। সুভা কথা বলতে না পারলেও অনুভব করতে পারত। তার বড় বড় কালো চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টির ভাষা বুঝতে কারও অসুবিধা হতো না। সে কাজকর্মে অবসর পেলে নদীতীরে গিয়ে বসে থাকত। মূক প্রকৃতি এবং প্রাণীর সঙ্গে তার ভাব ছিল। সে দিনে তিনবার গোয়ালঘরে গিয়ে দুটি গাভী সর্বশী ও পাঙ্গুলির সঙ্গে ভাব করত। গাভী দুটি সুভার বাহুতে শিং ঘষে তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করত। ছাগল ও বিড়ালছানাও তার স্নেহের পরশ পেত। এ ছাড়া প্রতাপ নামে তার আরেকটি বন্ধু ছিল। প্রতাপ তাকে 'সু' বলে ডাকত। নদীতে ছিপ ফেলে মাছ ধরার সময় সুভা তার কাছাকাছি তেঁতুলতলায় বসে থাকত। প্রতাপের জন্য সে প্রতিদিন একটা করে পান সাজিয়ে আনত। সে প্রতাপের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইত। সে মনে মনে প্রতাপের জন্য জলকুমারী, মণিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা হতে চাইত। আর তার জন্য সে এক অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যাশা করত। পূর্ণিমা রাতে সে নিস্তব্ধ ব্যাকুল পূর্ণিমা প্রকৃতি উপভোগ করত। বিয়ের উদ্দেশ্যে তাকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার আয়োজনের সময় প্রতাপের কথায় সে মর্মবিদ্ধ হরিণীর মতো আহত হয়। যাওয়ার দিন স্থির হলে সুভা গোয়ালঘরে বাল্যসাথিদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় অশ্রুসিক্ত হয় এবং শুক্লাদ্বাদশীর রাতে চিরপরিচিত পরিবেশ ছেড়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় সে চিরচেনা প্রকৃতি, পরিবেশ ও মাটিকে বলে তাকে যেতে না দেওয়ার জন্যে।

বাণীকণ্ঠ : 'সুভা' গল্পের অন্যতম চরিত্র বাণীকণ্ঠ সুভার বাবা। তিনি নদীর তীরে চণ্ডীপুর গ্রামের সচ্ছল গৃহস্থ। বাঁখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান নৌকাবাহী-মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি অন্য দুই মেয়ে সুকেশিনী ও সুহাসিনী অপেক্ষা সুভাষিণী তথা সুভাকেই বেশি ভালোবাসতেন। সচ্ছল অবস্থার জন্য বাণীকণ্ঠর শত্রু ছিল। তারা সুভার বিয়ে নিয়ে নানা কথা বলতে শুরু করে। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা হিসেবে তিনি সব লোকনিন্দা সহ্য করেছেন। অবশেষে সৎপাত্রে পাত্রস্থ করার জন্য মেয়েকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করেছেন। তিনি স্নেহ-মমতাবোধসম্পন্ন এবং আত্মমর্যাদার অধিকারী একজন পিতা। সংসারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সময় তিনি স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, তার মতামত নিয়েছেন। গল্পে কোথাও তার অর্থ-বিত্তের অহংকার এবং পবিারের লোকদের প্রতি দায়িত্বহীনতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি একজন যথার্থ দায়িত্বশীল ব্যক্তি।

সুভার মা : 'সুভা' গল্পের অন্যতম নারী চরিত্র সুভার মা। তিনি বাণীকণ্ঠর স্ত্রী, তিন কন্যাসন্তানের জননী। সুভা জন্ম থেকেই কথা বলতে পারে না বলে তিনি মেয়েকে নিজের ত্রুটিস্বরূপ দেখতেন। তিনি সুভাকে তার গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করতেন এবং মেয়ের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। তিনি সুভাকে বিশেষ আদর-যত্ন করতেন না। তবে লোকনিন্দা থেকে বাঁচতে মেয়েকে পাত্রস্থ করার সিদ্ধান্তে তিনি স্বামী বাণীকণ্ঠর সঙ্গে একমত হয়েছেন। মেয়েকে দূরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়ার কথায় তিনি রাজি হয়েছেন।

প্রতাপ : 'সুভা' গল্পের অন্যতম পুরুষ চরিত্র প্রতাপ। সে গোঁসাইদের ছোট ছেলে, নিতান্ত অকর্মণ্য। কাজকর্ম করে সংসারের উন্নতি করার ক্ষেত্রে তার কোনো আগ্রহ নেই। তার প্রধান শখ ছিপ ফেলে মাছ ধরা। নদীতীরে মাছ ধরতে গিয়ে সুভার সঙ্গে তার প্রায় দেখা হতো। মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনায় সুভাকে প্রতাপ সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে। সুভাকে সে আদর করে 'সু' বলে ডাকত। প্রতাপ মাছ ধরার সময় সুভার সাজিয়ে আনা পান খেত। সুভা যে তাকে পছন্দ করত সেটা প্রতাপ অনুধাবন করেনি। সুভাকে তারা বাবা কলকাতা নিয়ে যাচ্ছে শুনেও প্রতাপ তাই অবাক হয়নি। বরং হেসে বলেছে– "কী রে সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস? দেখিস আমাদের ভুলিসনে।" এখানে প্রতাপের উদাসীনতা ও অমানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে।

www.abswer.com

www.abswer.com

শব্দার্থ ও টীকা (Word Meaning)

পাঠ-১ : বোর্ডবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্য' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ডবইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

বোবা – বাকশক্তিহীন, মূক, বাকপ্রতিবন্ধী, নির্বাক।
অনুরোধ – সুপারিশ, প্রার্থনা।
সংক্ষেপ – অল্পীকরণ, বাহুল্যবর্জিত রূপ, কমানো, ছোট আকার।
দস্তুরমত – যথারীতি, বিলক্ষণ, যথেষ্ট, নিতান্ত।
অনুসন্ধান – খোঁজখবর, অন্বেষণ, গবেষণা।
বিরাজ – শোভাযুক্ত হয়ে অবস্থিতি, শোভাসহকারে অবস্থান, অবস্থান করা।
অনুভব – উপলব্ধি।
সাক্ষাৎ – মোলাকাত, দর্শন, প্রত্যক্ষ, নিকটে, সামনে, সমক্ষে।
ভবিষ্যৎ – অনাগত, পরে ঘটবে এমন।
দুশ্চিন্তা – দুর্ভাবনা, উৎকণ্ঠা।
অভিশাপ – অভিসম্পাত, শাপ, অনিষ্ট কামনা।
শিশুকাল – শৈশবকাল, বাল্যকাল, শৈশব।
গোপন – কাউকে না জানানো, লুকানো, আড়াল।
জাগরূক – জাগ্রত, সজাগ, অবিস্মৃত, সতর্ক, হুঁশিয়ার।
অসম্পূর্ণ – অপূর্ণ, অসমগ্র, আংশিক, অসমাপ্ত।
বিরক্ত – অনুরক্তিহীন, অনুরাগশূন্য, অপ্রসন্ন, অসন্তুষ্ট, উদাসীন, নিঃস্পৃহ, জ্বালাতন।
অতলস্পর্শ – তলদেশ স্পর্শ করা যায় না এমন, অতি গভীর।
নিস্তব্ধ – স্থির, নিস্পন্দ, নীরব।
রঙ্গভূমি – রঙ্গালয়, নাট্যশালা।
নিরলসা – যে নারী অলস নয়; অনলসা, আলস্যহীনা, শ্রমশীলা।
গোয়ালঘর – গোশালা, গরুর আবাসস্থল।
অবসর – অবকাশ, ছুটি, ফুরসত।
কোলাহল – অনেক মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর, শোরগোল, হৈচৈ, গোলমাল।
ইঙ্গিত – সংকেত, ইশারা, মনের ভাব প্রকাশার্থে আঙুল চালনা বা চোখের ঠার, আভাস।
ভঙ্গি – ভাব, ধরন, রকম, ঢং, অঙ্গভঙ্গি।
মধ্যাহ্ন – মধ্যদিন, দিনের মধ্যভাগ, দুপুরবেলা, দ্বিপ্রহর।
অন্তরঙ্গ – আত্মীয়, বন্ধু, সুহৃদ, বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ।
পদশব্দ – পদধ্বনি, পায়ের আওয়াজ, হাঁটার ফলে সৃষ্ট শব্দ।
মর্ম – হৃদয়, নিগূঢ় অর্থ, রহস্য, গুপ্ততত্ত্ব।
ভর্ৎসনা – তিরস্কার, নিন্দা।
মিনতি – বিনীত প্রার্থনা, আবেদন, অনুরোধ, অনুনয়।
নিরীক্ষণ – মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা, যত্নসহকারে অবলোকন, অভিনিবেশের সঙ্গে দর্শন।
সান্ত্বনা – প্রবোধ, আশ্বাস বাক্য।
আনুগত্য – বশ্যতা, অধীনতা, বাধ্যতা, অনুসরণ, তোষামোদ।
নিঃসঙ্কোচ – সঙ্কোচহীন, অকুণ্ঠ, কুণ্ঠাহীন।
অভিপ্রায় – ইচ্ছা, অভিলাষ, উদ্দেশ্য, মত, মতলব।
অকর্মণ্য – কর্মক্ষম নয় এমন, অপটু, অকেজো।
মর্যাদা – সম্মান, সম্ভ্রম, গৌরব।
ক্ষমতা – শক্তি, সামর্থ্য, পটুতা, দক্ষতা, প্রভাব।
অট্টালিকা – প্রাসাদ, পাকা বাড়ি।
পালঙ্ক – মূল্যবান শয্যাধার বা খাট।
অনুভব – উপলব্ধি, জ্ঞান, মাহাত্ম্য, অনুভূতি।
নিন্দা – কুখ্যাতি, অপযশ, কুৎসা, বদনাম, তিরস্কার।
জনরব – লোকমুখে প্রচারিত কথা, যে কথা লোকপরম্পরায় রটে, গুজব।
পরামর্শ – যুক্তি, মন্ত্রণা, উপদেশ।
উদ্‌যোগ – আয়োজন, জোগাড়, উৎসাহ।
আশঙ্কা – সংশয়, সন্দেহ, শঙ্কা, ভীতিকর, ভয়।
ব্যাধ – শিকারি জাতিবিশেষ, পশুপক্ষী বধকারী।

বানান সতর্কতা (Orthography)

অনুসন্ধান, দস্তুরমতো, দুশ্চিন্তা, অভিশাপস্বরূপ, দৃষ্টিপথ, জাগরূক, ত্রুটিস্বরূপ, অসম্পূর্ণ, বরঞ্চ, বাণীকণ্ঠ, সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট, ওষ্ঠাধর, তর্জমা, প্রসারিত, অনিমেষভাবে, দিগ্‌বিদিক, আজন্মকাল, অতলস্পর্শ, স্বচ্ছ, উদয়াস্ত, নিস্তব্ধ, রঙ্গভূমি, দ্বিপ্রহর, সঙ্গীহীন, গ্রামলক্ষ্মী, স্রোতস্বিনী, প্রফুল্ল, চক্ষুপল্লববিশিষ্ট, ক্রন্দন, মধ্যাহ্ন, বিজনমূর্তি, সবিস্তীর্ণ, সর্বশী, পদশব্দ, ভর্ৎসনা, গ্রীবা, বেষ্টন, নিরীক্ষণ, নির্বাক, অকর্মণ্য, প্রিয়পাত্র, গৃহসম্পর্কহীন, অপরাহ্ণ, বাক্যহীন, অলৌকিক, অট্টালিকা, অনির্বচনীয়, পরিপূর্ণ, উদ্‌যোগ, মর্মবিদ্ধ, অশ্রু, শষ্পশয্যা।

চৌম্বক তথ্য (Magnetic Information)

- 'সুভা' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' থেকে সংকলিত।
- বাক্‌প্রতিবন্ধী কিশোরী সুভাকে উপজীব্য করে লেখা এ গল্পে প্রতিবন্ধীদের সমস্যা ও চাহিদার কথা তুলে ধরা হয়েছে।
- মা সুভাকে গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করতেন, আর বাবা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।
- আপনজনেরা দুশ্চিন্তা প্রকাশ করত বলে সুভা নিজেকে অভিশাপস্বরূপ মনে করত।
- বাক্‌হীন বলে সুভাকে তার সমবয়সীরা ভয় করত। তাই সে গাভী দুটির সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলেছিল।
- গোঁসাইদের নিতান্ত অকর্মণ্য ছেলে প্রতাপ ছিল সুভার সঙ্গী।
- তেঁতুলতলায় বসে সুভা প্রতাপের মাছ ধরা দেখত এবং তার জন্য পান সাজিয়ে আনত।
- বাবা-মা তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য কলকাতায় নিয়ে যেতে চান, কিন্তু সুভা নিজের জগৎ ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না।
- কথা বলতে না পারলেও সুভা মনে মনে প্রতাপকে ভালোবাসত।

www.abswer.com

www.abswer.com

পাঠ বিশ্লেষণ (Text Analysis)

মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোটো মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে–
বাবা বড় দুই মেয়ের নাম রেখেছিলেন সুকেশিনী ও সুহাসিনী। তাদের নামের সাথে মিল রেখে তিনি ছোট মেয়ের নাম দেন সুভাষিণী।

এখন ছোটোটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মতো বিরাজ করিতেছে–
দস্তুরমতো অনুসন্ধান করে ও অনেক অর্থব্যয় করে বড় দুই মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ছোট মেয়েটি বাক্‌প্রতিবন্ধী বলে পিতা-মাতার হৃদয়ভার হয়ে রয়েছে। এখনও বিয়ে হয়নি বলে লোকের নিন্দামন্দ শুনতে হচ্ছে।

সে যে বিধাতার অভিশাপস্বরূপ তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে–
সুভা কথা বলতে পারে না। কিন্তু সবকিছু অনুভব করতে পারে, তা কেউ মনে করে না। আর এজন্য তার সামনেই সবাই তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে। এটি অনুভব করেই সুভা নিজেকে বিধাতার অভিশাপস্বরূপ মনে করে।

মা তাহাকে নিজের একটা ত্রুটিস্বরূপ দেখিতেন–
সব মা-ই নিজের মেয়েকে নিজের অংশ মনে করে। মেয়ের কোনো অসম্পূর্ণতা দেখলে সেটিকে নিজের ত্রুটি ভেবে লজ্জা বোধ করে। সুভার মাও সুভাকে নিজের ত্রুটিস্বরূপ দেখতেন।

মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে–
মানুষের কালো চোখকে মনের কোনো ভাব গড়ে নিতে হয় না, তর্জমাও করতে হয় না। মনের যেকোনো ভাব আপনা আপনিই এসে চোখের ওপর ছায়া ফেলে। সুভা বাক্‌হীন হলেও তার চোখ কথা বলে।

প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়–
সুভার মুখে ভাষা নেই, সে কথা বলতে পারে না। প্রকৃতিই তার হয়ে কথা বলে। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর– এ সবই যেন সুভার কণ্ঠে ভাষা পায়। প্রকৃতি যেন তার ভাষার অভাব পূরণ করে দেয়।

সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না তাহা নহে–
সুভা বাক্‌হীন ছিল বলে সাধারণ ছেলেমেয়েরা তাকে ভয় পেত। বাড়ির অনেকেই তাকে পাশ কাটিয়ে চলত। তার পরও সুভার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল দুটি গাভী– সর্বশী ও পাঙ্গুলি। সুভার আদর, ভর্ৎসনা, মিনতি এরা সহজেই বুঝতে পারত।

কোনো কার্যে আবদ্ধ না থাকাতে তাহারা সরকারি সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়–
সরকারি সম্পত্তিতে সবারই সমান অধিকার। গোঁসাইদের ছোট ছেলে প্রতাপ নিতান্ত অকর্মণ্য, বেকার। আত্মীয়রা তার ওপর বিরক্ত হলেও নিঃসম্পর্ক লোকদের সে প্রিয়পাত্র। কেননা কাজে-কর্মে, আমোদ ও অবসরে তাকে বিস্তর পাওয়া যায় সরকারি সম্পত্তির মতোই।

জটিল ও দুরূহ পাঠ সহজীকরণ

মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ–
মাছ ধরার সময় বড়শির দিকে অপলক লক্ষ রাখতে হয়। এ সময় কথা বললে মনোযোগ নষ্ট হয়। প্রতাপ মাছ ধরার সময় সুভা কাছেই থাকে। সে কথা বলতে পারে না অর্থাৎ বাক্যহীন। এরকম বাক্যহীন সঙ্গীই এ সময় সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত–
সুভার ক্ষমতা ছিল খুবই সীমিত। তারপরও সে চাইত প্রতাপের কোনো একটা বিশেষ সাহায্য করতে, কোনো একটি কাজে লাগতে। কিন্তু কিছুই সে করতে পারত না। তাই বিধাতার কাছে সে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করত।

সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছে না–
সুভার বয়স ক্রমশ বাড়ছে। নিজেকে অনুভব করতে পারছে। মনে হচ্ছে পূর্ণিমা তিথিতে সমুদ্রের জোয়ারের স্রোত এসে তাকে পরিপূর্ণ করে তুলছে। সে নিজেকে নিজে দেখছে, ভাবছে, প্রশ্ন করছে। কিন্তু কেন এ পরিবর্তন তা বুঝতে পারছে না।

এক-ঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা যায়–
সুভা বড় হয়েছে অর্থাৎ তাকে বিয়ে দেওয়ার বয়স হয়েছে। অথচ তার পিতামাতার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। কাজেই সমাজের মানুষকেই তা বলতে হবে। তাই লোকেরা নিন্দা, সমালোচনা করতে শুরু করেছে। এমনকি তাদেরকে একঘরে করবে বলেও হুমকি দিচ্ছে।

মর্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়–
একদিন বিকেলে সুভাকে দেখে প্রতাপ হেসে বলে উঠল, 'কী রে সু... তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস? দেখিস আমাদের ভুলিসনে।' কথাটি সুভার হৃদয়ে বিদ্ধ হলো। সে প্রতাপের দিকে এমন করে তাকাল যেমন করে তীরবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে তাকায়।

তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা–
সুভার বাল্যসখী, চিরপরিচিত জগৎ, নদীতীর– এসব ছেড়ে যেতে হবে ভেবে কান্না পায়। মায়া-মমতায় জড়ানো এসব ছেড়ে সে কোথাও যেতে চায় না। তাই তো নদীতীরে এসে ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ে ধরণিকে দুই বাহুতে ধরে বলতে চায়, "তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা।" ধরণিই যেন তার শেষ ভরসা।

পাঠ্যবইয়ের কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রণীত

১ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীর সাহায্য-সহযোগিতার জন্য কী কী উদ্‌যোগ গ্রহণ করা যায়। এ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জমা দাও।

উত্তর :

২৫ জুলাই, ২০২১
শ্রদ্ধেয় শিক্ষক
সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।

বিষয় : বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীর সাহায্য-সহযোগিতার জন্য যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।

জনাব,
আপনার মৌখিক আদেশের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীর ওপর সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য সেসব উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় নিচে সেগুলো প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করলাম।

www.abswer.com

www.abswer.com

আমাদের সমাজে পাঁচ ধরনের প্রতিবন্ধী রয়েছে। যেমন–

১. **বাক্‌প্রতিবন্ধী :** যারা কথা বলতে পারে না অথবা অস্পষ্ট শব্দ করে বা দু-চারটা শব্দ বলতে পারে তারা বাক্‌প্রতিবন্ধী।

২. **দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী :** যারা চোখে দেখে না তারা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী।

৩. **শ্রবণপ্রতিবন্ধী :** যারা কানে শোনে না অর্থাৎ কোনো শব্দ শোনে না বা বুঝতে পারে না তারা শ্রবণপ্রতিবন্ধী।

৪. **মানসিক প্রতিবন্ধী :** যাদের মেধার বিকাশ হয়নি অর্থাৎ তারা কিছু বুঝতে পারে না বা মনে রাখতে পারে না, সঠিকভাবে বা তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দিতে পারে না।

৫. **শারীরিক প্রতিবন্ধী :** যাদের হাত অথবা পা থাকে না বা থাকলেও বাঁকা থাকে। অর্থাৎ যাদের হাত-পা কাজ করার উপযোগী থাকে না।

পরিবারে তথা সমাজে প্রতিবন্ধীরা অধিকারবঞ্চিত, অবহেলিত এবং কখনো কখনো নির্যাতিত। অথচ তারা আমাদেরই ভাই-বোন, নিকট আত্মীয়, প্রতিবেশী, পরিজন। তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করা এবং মানুষ হিসেবে মর্যাদা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সচেতন ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই দায়িত্ব। এসব প্রতিবন্ধীকে সহযোগিতার জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক. 'প্রতিবন্ধী' শব্দটির পরিবর্তে 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ' কথাটা সর্বত্র ও সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

খ. তাদের প্রতি সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য এবং সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়ানো এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

গ. স্বাভাবিক মানুষের মতোই দৈনন্দিন জীবন, শিক্ষা ও কর্মজীবনের সব ক্ষেত্রে তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া।

ঘ. তাদের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে বিভিন্ন প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঙ. পরিবার ও সমাজে তাদেরকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে কাজ করা।

চ. তারা যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে সেজন্য তাদেরকে খেলাধুলা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আর তা কার্যকর হলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত হবে।

'ম'

প্রতিবেদক।

২ তোমার চারপাশের সমাজে সুভার মতো কারো জীবন-বাস্তবতা থাকলে তা নিজের ভাষায় লেখ।

উত্তর নির্দেশনা : তোমার চারপাশের সমাজে সুভার মতো কারও জীবন-বাস্তবতা থাকলে প্রথমে তার সম্পর্কে খোঁজখবর নাও। তারপর তাকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখ ও পর্যবেক্ষণ কর। তার পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বল এবং তার সম্পর্কে জানো। তারপর তার সাথে কথা বল, পরিচিত হও এবং বন্ধুত্ব গড়ে তোল। তাহলেই প্রতিটি পর্যায়ে তাকে জানতে ও বুঝতে পারবে এবং তার জীবন-বাস্তবতা সম্পর্কে সহজেই নিজের ভাষায় লিখতে পারবে।

PART 03 অনুশীলন Practice

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য
১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে অনুচ্ছেদের ধারায়
সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সৃজনশীল অংশ CREATIVE SECTION

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ অংশে অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি বোর্ড প্রশ্ন, সেরা স্কুলের প্রশ্ন, মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্ন এবং জ্ঞানমূলক ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর সংযোজন করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রশ্ন ও উত্তরসমূহের যথাযথ অনুশীলন তোমাদের সেরা প্রস্তুতি গ্রহণ এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রণীত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

দুই পুত্রসন্তানের পর কন্যাসন্তান পলাশ বাবুর পরিবারে আনন্দের বন্যা নিয়ে এল। নাম রাখা হলো 'কল্যাণী'। সকলের চোখের মণি কল্যাণী বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পলাশ বাবু বুঝতে পারলেন, বয়সের তুলনায় কল্যাণীর মানসিক বিকাশ ঘটেনি। কিছু বললে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে থাকে। কল্যাণীর বিয়ের কথাবার্তা চলছে। পলাশ বাবু কল্যাণীর সবই বরপক্ষকে খুলে বললেন। সব শুনে বরের বাবা সুবোধ বাবু বললেন, 'পলাশ বাবু কল্যাণীর মতো আমার ছেলেও তো হতে পারত, কাজেই কল্যাণীমাকে ঘরে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।'

ক. সুভার গ্রামের নাম কী? ১

খ. 'পিতা-মাতার নীরব হৃদয়ভার'– কথাটি দ্বারা লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম অংশের বক্তব্যে কল্যাণী ও সুভার যে বিশেষ দিকটির সঙ্গতি দেখানো হয়েছে– তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'কল্যাণী ও সুভা একই পরিস্থিতির শিকার হলেও উভয়ের প্রেক্ষাপট ও পরিণতি ভিন্ন।'– বিশ্লেষণ কর। ৪

www.abswer.com

www.abswer.com

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- সুভার গ্রামের নাম চন্ডীপুর।

খ অনুধাবন

- 'পিতা-মাতার নীরব হৃদয়ভার'– কথাটির মধ্য দিয়ে লেখক বাক্‌প্রতিবন্ধী সুভার বিয়ের বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে দিতে না পারায় পিতা-মাতার হৃদয়ের নীরব কষ্টকে বোঝাতে চেয়েছেন।
- সুভা বাণীকণ্ঠের ছোট মেয়ে। সে কথা বলতে পারে না। বাণীকণ্ঠ তার বড় দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বাক্‌প্রতিবন্ধী হওয়ায় ছোট মেয়ে সুভাকে বিয়ে দিতে পারেননি। তাই সুভার ভবিষ্যৎ নিয়ে বাণীকণ্ঠ এবং তার স্ত্রী উভয়েই চিন্তিত। সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাদের হৃদয়ে নীরব কষ্ট সৃষ্টি হয়। লেখক সেই কষ্টকেই বলেছেন– পিতা-মাতার নীরব হৃদয়ভার।

সারকথা : সুভাকে নিয়ে বাবা-মায়ের যে দুশ্চিন্তা তা বোঝাতেই লেখক প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের প্রথম অংশের বক্তব্যে কল্যাণী ও সুভার শারীরিক প্রতিবন্ধিতার দিকটির সংগতি দেখানো হয়েছে।
- শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে অনেকে সমাজে অবহেলার শিকার হয়। এতে সমাজের মানুষ হীনম্মন্যতার পরিচয় দেয়। প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহানুভূশীল হলে তবেই তারা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে এবং সমাজে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারবে।
- 'সুভা' গল্পে সুভা কথা বলতে পারে না। আনন্দের বার্তা নিয়ে পৃথিবীতে এলেও কথা বলতে না পারার বিষয়টি কিছুটা সুভার বাবা-মায়ের মনে নীরব হৃদয়ভারের জন্ম দেয়। উদ্দীপকের কল্যাণীর জন্মও পরিবারে আনন্দ নিয়ে আসে। কিন্তু তার মানসিক প্রতিবন্ধিতার দিকটি সবাইকে চিন্তিত করে তোলে। তার মানসিক বিকাশ কিছুটা কম হয়েছে। 'সুভা' গল্পের সুভাও বাক্‌প্রতিবন্ধী হওয়ায় তার পরিবারের সবার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে উদ্দীপকের বক্তব্যে কল্যাণী ও সুভার প্রতিবন্ধিতার দিকটি সংগতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সারকথা : উদ্দীপকের কল্যাণী ও 'সুভা' গল্পের সুভার প্রতিবন্ধিতার দিকটির সংগতি উদ্দীপকের প্রথম অংশের বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- কল্যাণী ও সুভা একই পরিস্থিতির শিকার হলেও উভয়ের প্রেক্ষাপট ও পরিণতি ভিন্ন– মন্তব্যটি যথার্থ।
- শারীরিক প্রতিবন্ধীরা আমাদের সমাজে বিভিন্নভাবে অবহেলার সম্মুখীন হয়। তারা আমাদের সমাজেরই অংশ, আমাদের মতোই মানুষ। তাই তাদের কল্যাণে এগিয়ে আসা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমাদের সহানুভূতি পেলে তারা জীবনের পূর্ণতা লাভ করবে।
- উদ্দীপকে কল্যাণীর মানসিক বিকাশ ঠিকভাবে ঘটেনি। বিয়ের কথাবার্তায় তার বাবা পলাশ বাবু বরপক্ষের কাছে সে সব কথা খুলে বলেন। তারা সব শুনে উদারতার পরিচয় দেন। বরের বাবা সুবোধ বাবু মহত্ত্বের পরিচয় দিয়ে কল্যাণীকে ঘরে নিয়ে যেতে চান। অন্যদিকে 'সুভা' গল্পের সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী। সে কথা বলতে পারে না। সবার কাছ থেকে অবহেলা পেলেও সুভা তার বাবার ভালোবাসা পেয়েছে। সুভার সাথে কেউ মেশে না বলে সে পোষা প্রাণীদের মাঝে নিজের একটি বিশাল জগৎ তৈরি করেছে।
- উদ্দীপকের কল্যাণী ও 'সুভা' গল্পের সুভা একই পরিস্থিতির শিকার হলেও উভয়ের প্রেক্ষাপট ও পরিণতি ভিন্ন। কল্যাণী সুবোধ বাবুর উদারতায় পেয়েছে সুন্দর ভবিষ্যতের সন্ধান। অথচ 'সুভা' গল্পের সুভার পরিণতি এতটা মানবিকতায় সিক্ত হয়নি। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকের কল্যাণী ও 'সুভা' গল্পের সুভা দুজনই শারীরিক প্রতিবন্ধিতার শিকার। সুভা ও কল্যাণী একই পরিস্থিতির মাঝে বিরাজমান থাকলেও উভয়ের প্রেক্ষাপট ও পরিণতিতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

বোর্ড পরীক্ষক প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

প্রশ্ন ২ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২০

প্রমিতা ভালো গান করে সকল পর্যায়ে বেশ সুনাম কুড়িয়েছে। তাকে নিয়ে তার পরিবারের অনেক গর্ব। হঠাৎ সড়ক দুর্ঘটনায় বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে সে। গান গাওয়া বন্ধ হয়ে যায় প্রমিতার। একসময় যারা তার বন্ধু ছিল তাঁরা একে একে কেটে পড়ে। আজ তার পাশে কেউ নেই। সেও ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, সবার থেকে চোখের আড়াল হয়ে একাকিত্বকে সঙ্গী করে দিন কাটে তার।

www.abswer.com

www.abswer.com

ক. প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝত কেন? ১

খ. সুভাকে সুভার মা বিধাতার অভিশাপ মনে করে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রমিতার নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়ে সুভার মানসিকতার কোন দিক প্রকাশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রমিতা ও সুভার প্রতি পরিজনদের আচরণ কীরূপ হলে তাদের জীবনের পরিণতি ভিন্ন হতে পারত? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- ছিপ ফেলে মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝত।

খ অনুধাবন

- কথা বলতে পারত না বলে সুভাকে তার মা বিধাতার অভিশাপ মনে করেন।
- 'সুভা' গল্পের সুভা জন্ম থেকেই বোবা। তার অনুভব ও অনুভূতি থাকলেও মা তাকে মেনে নিতে পারেনি। সে সুভাকে তার গর্ভের কলঙ্ক মনে করত। কারণ মায়েরা কন্যা-সন্তানকে নিজেদের অংশ মনে করে। ফলে মেয়ের কোনো সমস্যা বা ত্রুটিকে মায়েরা তাদের নিজেদের ত্রুটি বলে ধরে নেয়। সুভার মায়ের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। সুভা কথা বলতে পারত না বলে সুভার মা তাকে বিধাতার অভিশাপ বলে মনে করত। সে নিজের ত্রুটির কথা স্মরণ করে সুভাকে দেখলে বিরক্তি বোধ করত।

সারকথা : সুভা জন্ম থেকেই কথা বলতে পারে না। এই ত্রুটিকে সুভার মা নিজের ত্রুটি মনে করে মেয়েকে বিধাতার অভিশাপ হিসেবে ভাবত।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের প্রমিতার নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে সুভার নিজেকে বিধাতার অভিশাপ মনে করে সবার কাছ থেকে আড়াল করার মানসিকতার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।
- শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতার কারণে মানুষ পরিবার ও সমাজের নানা অবহেলার শিকার হয়। তাদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরির ফলে তারাও নিজেদেরকে গুটিয়ে নেয়। অথচ তাদের প্রতি সহনশীল ও স্বাভাবিক আচরণ করা উচিত।
- উদ্দীপকে প্রমিতার হঠাৎ দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলা এবং সেই কারণে পরিবার ও সমাজের লোকজনের অবহেলার শিকার হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এখানে প্রমিতা দুর্ঘটনায় পড়ার আগে ভালো গান করে সুনাম অর্জন করলেও বাক্‌শক্তি হারানোর পর ধীরে ধীরে পরিবারের অন্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেউ তাকে আর আগের মতো ভালোবাসে না। সবার অবহেলার কারণে সেও নিজেকে গুটিয়ে নেয়। এই দিক দিয়ে 'সুভা' গল্পের সুভার সঙ্গে প্রমিতার মিল রয়েছে। সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী কিশোরী। জন্ম থেকেই সে কথা বলতে পারত না বলে তার মা তাকে গর্ভের কলঙ্ক মনে করত। তার বয়সী ছেলে-মেয়েরা তার সঙ্গে মিশতে চাইত না। প্রতিবেশীরা তার সামনেই তার ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা কথা বলে। এসব কারণে সে নিজেকে সবার কাছ থেকে আড়াল করে রাখত। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের প্রমিতার নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে সুভার নিজেকে বিধাতার অভিশাপ মনে করে নিজেকে আড়াল করার মানসিকতার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

সারকথা : 'সুভা' গল্পের সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী বলে তার মা তাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক মনে করত। তার বয়সী ছেলে-মেয়েরাও তার সঙ্গে মিশত না। এ কারণে তার মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার যে মানসিকতা তৈরি হয়েছিল উদ্দীপকের প্রমিতার মধ্যেও সেই দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- আমার মতে, প্রমিতা ও সুভার প্রতি পরিজনদের আচরণ সহনশীল ও স্বাভাবিক হলে তাদের জীবনের পরিণতি ভিন্ন হতে পারত।
- আমাদের সমাজ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি স্বাভাবিক আচরণ করে না এবং সহানুভূতি দেখায় না। আমরা পরিবারের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষকে নানাভাবে অবহেলা করি। এতে তারা আরও বেশি কষ্ট পায়। আমাদের উচিত তাদের প্রতি সহনশীল ও স্বাভাবিক আচরণ করা।
- 'সুভা' গল্পে সুভা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক কিশোরী। সে কথা বলতে না পারলেও সবকিছু বুঝতে পারে। তার অনুভূতি সে প্রকাশ করে চোখের ভাষায় ও কাজের মাধ্যমে। অথচ সে পরিজনদের কাছ থেকে স্বাভাবিক আচরণ পায় না। তার মা তাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক মনে করে দূরে সরিয়ে রাখে, সহ্য করতে পারে না। তার বয়সী ছেলে-মেয়েরাও তার সঙ্গে মেশে না। প্রতাপও ছিপ ফেলে মাছ ধরার সময় একজন মৌন সঙ্গী ছাড়া সে তাকে অন্য কিছুই ভাবে না। উদ্দীপকের প্রমিতাও অনুরূপ অবহেলার শিকার। সে দুর্ঘটনায় পড়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলায় ধীরে ধীরে পরিবারের সবাই তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বন্ধুরাও তাকে ছেড়ে চলে যায়।
- 'সুভা' গল্পের সুভা ও উদ্দীপকের প্রমিতা তাদের পরিজনদের দ্বারা অবহেলার শিকার হয়েছে। এটা তাদের জন্য আরও কষ্টের বিষয়। পরিবার-পরিজনদের সহায়তা ও সহানুভূতি পেলে তারা সমাজের অন্য সব স্বাভাবিক মানুষের মতো বাঁচার স্বপ্ন দেখত। আশাহত হয়ে নিজেদের গুটিয়ে নিত না। কারণ বিশেষ চাহিদাসম্পন্নরা যদি তাদের কাছের মানুষদের দ্বারা অবহেলার শিকার না হয়ে তাদের যথাযথ সহানুভূতি লাভ করে, তখন তাদের নিজেদের জীবনকে এতটা দুঃসহ মনে করত না। ফলে তাদের জীবনের পরিণতি ভিন্ন হতে পারত।

সারকথা : বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে সুভা ও প্রমিতার প্রতি যদি তাদের পরিবার-পরিজনরা স্বাভাবিক আচরণ করত তাহলে তারা অন্য সবার মতো বাঁচার স্বপ্নে বিভোর হতো। নিজেদেরকে গুটিয়ে নিত না।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৩ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২০

মেঘনার তীরবর্তী গ্রামে বেড়ে ওঠা দুরন্ত কিশোর জুনায়েদ দশম শ্রেণির ছাত্র। ক্লাসে সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও অসম সাহসী এ কিশোর। সবকিছুতে তার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। খেলাধুলা, বন্ধুদের সাথে দুষ্টুমি কোনো কিছুতে সে পিছিয়ে নেই। হঠাৎ একদিন সড়ক দুর্ঘটনায় সে তার একটি পা হারায়। এতে সে মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। পড়ালেখায় মন দিতে পারছে না। তার সর্বদা মনে হতে লাগল এখন আর পড়ালেখা করে কী লাভ হবে? কিন্তু তার সহপাঠীরা তাকে উৎসাহ ও সাহস দিয়ে আবার প্রাণচঞ্চল করে তোলে। সে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। সকলে তার সফলতায় খুশি হয়।

ক. সুভা কার কাছে মুক্তির আনন্দ পায়? ১

খ. মা সুভাষিণীকে নিজের ত্রুটিস্বরূপ দেখতেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের জুনায়েদের মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার দিকটি 'সুভা' গল্পের সুভার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সহপাঠীদের মতো মানসিকতা থাকলে 'সুভা' গল্পের সুভার পরিবারকে বিড়ম্বনার শিকার হতে হতো না— মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- সুভা বিপুল নির্বাক প্রকৃতির কাছে মুক্তির আনন্দ পায়।

খ অনুধাবন

- একজন মা ছেলে অপেক্ষা মেয়েকে নিজের অংশরূপে দেখেন বলে মা সুভাষিণীকে নিজের ত্রুটিস্বরূপ দেখতেন।
- 'সুভা' গল্পে সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী। জন্ম থেকেই সে কথা বলতে পারে না। এ জন্য তার মা তাকে নিজের একটি ত্রুটিস্বরূপ দেখতেন। কারণ সমাজে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী একজন মা ছেলে অপেক্ষা তার মেয়েকে নিজের অংশরূপে দেখেন। এ জন্য মেয়ের কোনো অসম্পূর্ণতা দেখলে মা সেটিকে নিজের লজ্জার কারণ বলে মনে করেন।

সারকথা : একজন মা মেয়েকে নিজের অংশ ভাবেন বলে সুভার মা সুভাকে তার নিজের ত্রুটিস্বরূপ দেখতেন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের জুনায়েদের মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার দিকটি 'সুভা' গল্পের সুভার নিজেকে গোপন করার চেষ্টার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের সমাজ অবহেলার চোখে দেখে। এই কারণে তারা পরিজনদের মাঝে থেকেও অসহায়ের মতো জীবনযাপন করে। আমাদের উচিত তাদের দিকে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া।
- উদ্দীপকে দুরন্ত কিশোর জুনায়েদ সড়ক দুর্ঘটনায় পা হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। লেখাপড়ায় মন দিতে পারে না। ফলে সে হতাশায় নিমজ্জিত হয়। তার এই ভেঙে পড়ার সঙ্গে 'সুভা' গল্পের সুভার মনের অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে। সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী। সে যে বিধাতার অভিশাপরূপে তার বাবার ঘরে এসে জন্মগ্রহণ করেছিল তা শিশুকাল থেকেই বুঝেছিল। এ জন্য সে নিজেকে সাধারণের দৃষ্টিপথ থেকে সবসময় গোপন করে রাখার চেষ্টা করত। এভাবে সুভার এই মানসিকতার সঙ্গে উদ্দীপকের জুনায়েদের মানসিকতা সাদৃশ্যপূর্ণ।

সারকথা : উদ্দীপকের জুনায়েদ দুর্ঘটনায় পা হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। সুভাও জন্মের পর থেকে বুঝতে পারে তার অক্ষমতার কথা। হতাশায় নিমজ্জিত হওয়ার দিক থেকে দুজনের মানসিকতার সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকের সহপাঠীদের মতো মানসিকতা থাকলে 'সুভা' গল্পের সুভার পরিবারকে বিড়ম্বনার শিকার হতে হতো না— মন্তব্যটি যথার্থ।
- শারীরিক প্রতিবন্ধীরা আমাদের পরিবার ও সমাজেরই অংশ। অথচ তাদের প্রতি স্বাভাবিক আচরণ করি না। আমরা বৈষম্যপূর্ণ আচরণ করি। এতে করে তাদের জীবন হতাশা ও দুঃখময় হয়ে ওঠে। আমাদের উচিত তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।
- উদ্দীপকের জুনায়েদ দুর্ঘটনায় পা হারিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তার সহপাঠীরা তাকে উৎসাহ ও সাহস দিয়ে আবার প্রাণচঞ্চল করে তোলে। সে কৃতিত্বের সঙ্গে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তার কৃতিত্বে সবাই খুশি। 'সুভা' গল্পের সুভাও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক বালিকা। সে জন্ম থেকেই কথা বলতে পারে না। ফলে তাকে তার পরিবারের লোকজনের মনঃকষ্টের কারণ হয়ে বেঁচে থাকতে হয়। নিজেকে সে অসহায় ভাবে। কারণ উদ্দীপকের সহপাঠীদের মতো তাকে কেউ সাহস-সহানুভূতি জোগায়নি।
- উদ্দীপকের জুনায়েদকে তার সহপাঠীরা সাহস দিয়ে, মানসিক সমর্থন দিয়ে তাকে সফল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে। সেক্ষেত্রে সুভা কোনো সহায়তা বা সহমর্মিতা পায়নি। সুভা যদি জুনায়াদেরে মতো সহযোগিতা ও পরিবেশ পেত তাহলে তার পরিবারকে এমন বিড়ম্বনার শিকার হতে হতো না। এই বিবেচনায় তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকের জুনায়েদকে তার সহপাঠীরা পরামর্শ দিয়ে, সাহস দিয়ে, সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে পাশে দাঁড়িয়েছে, যেটি গল্পের সুভা কখনো পায়নি। সুভা অনুরূপ পরিবেশ ও সহযোগিতা পেলে তার পরিবারকে বিড়ম্বনার শিকার হতে হতো না।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৪ ▸ যশোর বোর্ড ২০২০

"অন্ধত্বকে জয় করেছে
কুসুমপুরের কলি।"

নিজস্ব প্রতিবেদক।। দৈনিক প্রতিভা– জন্মান্ধ হলেও কুসুমপুরের কলি আজ সঙ্গীত জগতে এক উজ্জ্বল তারকা। আর তা সম্ভব হয়েছে তার মার কারণে। অন্ধত্বের বিষয়টি জানার পরও তিনি হতাশ হননি বরং অন্য যেকোনো সন্তানের চেয়ে কলি আরো বড় হবে এই প্রত্যয়ে তাকে লেখাপড়া ও গান শেখাতে শুরু করেন; তাঁর চেষ্টা আজ সফল হয়েছে। তিনি কলির জন্য আজ গর্বিত মা।

ক. 'সুভা' গল্পে একমাত্র কে সুভার মর্যাদা বুঝত? ১

খ. 'সুভা' গল্পে 'গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের বক্তব্যে 'সুভা' গল্পের যে বৈপরীত্য লক্ষণীয় তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিচর্যা পেলে সুভাও কলির মতো হয়ে উঠত– বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- 'সুভা' গল্পে একমাত্র সুভার মর্যাদা বুঝত প্রতাপ।

খ অনুধাবন

- 'সুভা' গল্পে 'গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী' কথাটি দ্বারা চণ্ডীপুর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা ছোট নদীকে বোঝানো হয়েছে।
- সুভাদের গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। এই গ্রামের পাশ দিয়ে ছোট নদীটি বয়ে গেছে গৃহস্থঘরের মেয়েটির মতো। নিরলসভাবে তার ছুটে চলা। দুই তীরে অবস্থিত দুই গ্রামের সবার সঙ্গেই যেন নদীটির ভাব বা সম্পর্ক রয়েছে। তার জল গ্রামের সবার জন্য প্রয়োজন। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন তীর, নিচ দিয়ে যেন গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী দ্রুত পায়ে নানা মঙ্গল কাজ করে চলেছে।

সারকথা : 'গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী' বলতে চণ্ডীপুর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা ছোট নদীকে বোঝানো হয়েছে।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের বক্তব্যে 'সুভা' গল্পের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়।
- সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বাস করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন হয়ে থাকে। তারা শারীরিক অক্ষমতার জন্য অনেক সময় অবহেলার শিকার হয়। কিন্তু আমাদের উচিত তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ তৈরি করে দেওয়া।
- উদ্দীপকের কলি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন তথা অন্ধ হলেও সে শারীরিক প্রতিবন্ধিতা কাটিয়ে আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত। সংগীত জগতের উজ্জ্বল তারকা। তার এই সফলতার পেছনে কাজ করেছে তার মায়ের মানসিক দৃঢ়তা এবং মেয়েকে দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়। এই দিকটি 'সুভা' গল্পে অনুপস্থিত। জন্মের পর সুভা কথা বলতে পারে না, এ কথা জেনে মা সুভাকে তার নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করে। সংসারে যেন সে বিধাতার অভিশাপরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। তাই সব সময় সে মনে করত– 'আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি।' পিতা-মাতার মনে সবসময় সে বেদনা হিসেবে জেগে থাকে। এখানে উদ্দীপকের সঙ্গে গল্পের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয়।

সারকথা : উদ্দীপকের কলি অন্ধ হলেও সে মায়ের সহযোগিতা ও নিজের চেষ্টায় সফল। অন্যদিকে 'সুভা' গল্পে সুভার প্রতি তার মায়ের অবহেলা তথা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক। উভয় ক্ষেত্রে বৈপরীত্য এখানেই লক্ষ করা যায়।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিচর্যা পেলে সুভাও কলির মতো হয়ে উঠত– মন্তব্যটি যথার্থ।
- শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষগুলো কোনোভাবেই অবহেলার পাত্র নয়। তারা আমাদের সমাজেরই অংশ। তাদের যদি সঠিকভাবে পরিচর্যা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া হয় তবে তারাও সফলতার শীর্ষে পৌঁছাতে পারে।
- উদ্দীপকের কলি অন্ধ হলেও নিজের চেষ্টা এবং পরিবারের সবার, বিশেষ করে তার মায়ের ইচ্ছা ও আত্মবিশ্বাসের কারণে সে জীবনে সফল হতে পেরেছে। সব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। 'সুভা' গল্পের সুভাও শারীরিকভাবে অক্ষম একটি মেয়ে। সে কথা বলতে পারে না। এজন্য তার মা তাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক ভাবে। যার জন্য সে মনে করত সবাই যদি তাকে ভুলে যেত তবে সে বেঁচে যেত। সুভা যদি উদ্দীপকের কলির মতো পরিবেশ পেত তবে সেও জীবনে সফল হতে পারত।
- 'সুভা' গল্পের মাধ্যমে বাক্‌প্রতিবন্ধী এক কিশোরীর প্রতি লেখকের ভালোবাসা ও মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। সুভা উদ্দীপকের কলির মতো পরিবেশ পায়নি, কারও সহানুভূতি পায়নি। তাকে কেউ পরিচর্যা করেনি, তাই তো সে কলির মতো জীবনকে জয় করতে পারেনি। সে যদি এসব সুযোগ পেত তাহলে সেও কলির মতো হতে পারত। এসব বিচারে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকের কলি অন্ধ হলেও পরিবেশ ও পরিজনদের সহায়তায় সফল হয়েছে। গল্পের সুভাও যদি কলির মতো পরিবেশ ও পরিচর্যা পেত তবে সেও কলির মতো সফল হতে পারত।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৫ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২০

বাবা-মা হারা রেজা তার চাচা আমজাদ সাহেবের কাছে থাকে। রেজার একটি হাত ও একটি পা নেই। তবু সে থেমে থাকে না। ক্লাসে ভালো ফলাফল করায় শিক্ষকগণ তাকে স্নেহ করেন। সহপাঠীরা তাকে সহযোগিতা করে। তবে কেউ কেউ তাকে নিয়ে তামাশা করে। ফলে অনেক সময় মন খারাপ হয়। চাচা তাকে বলে, "মন খারাপ করো না, এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে তুমি সবাইকে দেখিয়ে দাও যে তুমিও পার।"

ক. সুভার মা সুভার প্রতি বিরক্ত ছিলেন কেন? ১

খ. সুভা মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করত কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের রেজার সাথে 'সুভা' গল্পের সুভার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুভার বাবা-মায়ের মানসিকতা যদি রেজার চাচার মতো হতো তবে সুভার পরিণতি অন্য রকম হতে পারত— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- জন্ম থেকে সুভা কথা বলতে পারত না বলে সুভার মা তাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করে তার প্রতি বিরক্ত ছিলেন।

খ অনুধাবন

- সুভা মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করত তার নিজের প্রয়োজনীয়তা প্রতাপকে বোঝানোর জন্য।
- প্রতাপ যখন ছিপ ফেলে জলের দিকে চেয়ে থাকত তখন সুভা তার কাজে সাহায্য করতে চাইত। সে কাজের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে চাইত যে এই পৃথিবীতে সেও একজন প্রয়োজনীয় লোক। অথচ সুভা সেসব কিছুই করতে পারত না। আর এই কারণেই সে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করত— যাতে অলৌকিক ক্ষমতাবলে কোনো একটি কাজ করে সে প্রতাপের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

সারকথা : প্রতাপের কাছে নিজের মূল্য বোঝানোর জন্য সুভা বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করত।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের রেজার সাথে 'সুভা' গল্পের সুভার সাদৃশ্য হলো শারীরিক প্রতিবন্ধিতার।
- আমাদের সমাজে শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে মানুষ নানাভাবে অবহেলা ও অবজ্ঞার শিকার হয়। অথচ তারাও আমাদের মতো মানুষ। আমাদের একটু সহানুভূতিই তাদের জীবন আরও সুন্দর হতে পারে।
- উদ্দীপকের রেজা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধকতার শিকার। তার একটি হাত ও একটি পা নেই। এ কারণে অনেকে তাকে নিয়ে তামাশা করে। ফলে তার মন খারাপ হয়। 'সুভা' গল্পের সুভাও জন্মগতভাবে বোবা। সে কথা বলতে পারে না। বাক্‌প্রতিবন্ধী সুভা পরিবার ও স্বজনদের অবহেলা ও অবজ্ঞার মধ্য দিয়েই বড় হয়েছে। তার নিজের মাও তার ওপর বিরক্ত হয়েছেন, তাকে তার গর্ভের কলঙ্ক মনে করেছেন। উদ্দীপকের রেজা ও 'সুভা' গল্পের সুভা উভয়েই শারীরিক প্রতিবন্ধী। এভাবে শারীরিক প্রতিবন্ধিতার দিক থেকে উদ্দীপকের রেজার সঙ্গে 'সুভা' গল্পের সুভার সাদৃশ্য রয়েছে।

সারকথা : উদ্দীপকের রেজা এবং 'সুভা' গল্পের সুভা উভয়েই শারীরিক প্রতিবন্ধী। আর এদিক থেকেই দুজনের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- সুভার বাবা-মায়ের মানসিকতা যদি রেজার চাচার মতো হতো তবে সুভার পরিণতি অন্য রকম হতে পারত— উক্তিটি যথার্থ।
- সমাজে যেকোনো মানুষ শারীরিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। তাই বলে তাদের অবজ্ঞা করা উচিত নয়। তারা এই সমাজেরই অংশ। সুযোগ পেলে তারাও সাধারণের মতো অসাধ্য সাধন করতে পারে।
- উদ্দীপকের রেজা বাবা-মা হারা। সে চাচার আশ্রয়ে থাকে। শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধিতার শিকার। রেজার একটি হাত ও একটি পা নেই। তার এই দুরবস্থা দেখে অনেকেই তামাশা করে। তার চাচা তাকে সাহস দেয়, অনুপ্রাণিত করেন। তিনি রেজাকে পড়ালেখা শেখান এবং তাকে এসএসসিতে ভালো ফল করে সবাইকে দেখিয়ে দিতে বলেন। প্রমাণ করতে বলেন যে সেও সবার মতোই একজন মানুষ। অন্যদিকে 'সুভা' গল্পের সুভাও শারীরিক প্রতিবন্ধিতার শিকার। কেবল বাবা ছাড়া বাকি সবার কাছ থেকে সে শুধু অবহেলা পেয়েছে। এমনকি তার নিজের মাও তাকে গর্ভের কলঙ্ক মনে করেন। লোকনিন্দার ভয়ে তার বাবা তাকে বিয়ে দিতে শহরে নিয়ে যান।
- উদ্দীপকের রেজা এবং 'সুভা' গল্পের সুভা উভয়েই প্রতিবন্ধিতার শিকার। রেজাকে তার চাচা পড়াশোনা করান। শক্তি ও সাহস জোগান জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে, যা আলোচ্য গল্পের সুভা তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে পায় না। যদি তার বাবা-মায়ের মানসিকতা রেজার চাচার মতো হতো তাহলে সুভাকে তার গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় যেতে হতো না। তার পরিণতি আরও সুন্দর হতে পারত। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকের রেজার চাচা একজন সচেতন মানুষ। তাই রেজার প্রতিবন্ধিতা থাকা সত্ত্বেও তাকে পড়ালেখা শিখিয়ে মানুষ করতে চেয়েছেন। সুভার বাবা-মায়ের মানসিকতাও যদি এমন হতো তা হলে সুভার পরিণতি অন্য রকম হতো। সুভা নিজেকে সবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখত না।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৬ ▸ সিলেট বোর্ড ২০২০

জাবিদ, জহির ও খালিদ তিন বন্ধু একই স্কুলে একই শ্রেণিতে পড়ে এবং একসাথে স্কুলে যায়। জাবিদের মাঝেমধ্যে হেঁটে বিদ্যালয়ে যেতে কষ্ট হয়। পা অবশ হয়ে আসে। পথ চলতে গিয়ে কখনো কখনো বসে পড়ে সে। জহির ও খালিদ তাকে সঙ্গ দেয়। এতে তাদের মাঝেমধ্যে স্কুলে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায়। জাবিদের মায়ের কাছ থেকে জানা যায়, ছোটবেলায় তার ভীষণ অসুখ হওয়ার পর থেকে তার এ সমস্যাটি দেখা দেয়। বিষয়টি জানতে পেরে জামিল স্যার জাবিদকে সহযোগিতার জন্য খালিদ ও জহিরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ক. 'কিশলয়' অর্থ কী? ১

খ. 'তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের জাবিদ আর 'সুভা' গল্পের সুভার মিল কোথায়? বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জামিল স্যার ও জাবিদের বন্ধুদের ভূমিকা 'সুভা' গল্পের লেখকের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- 'কিশলয়' অর্থ গাছের নতুন পাতা।

খ অনুধাবন

- নিজের চিরচেনা জগৎকে আঁকড়ে ধরে সুভা প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে।
- বাকপ্রতিবন্ধী শুভাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য তার পিতা তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চায়। কলকাতা যাওয়ার আগের দিন সুভা তার চিরপরিচিত জগৎ নদীতীরে এসে লুটিয়ে পড়ে। দুই বাহু প্রসারিত করে সে যেন ধরণিকে আঁকড়ে ধরতে চায়। কারণ সে তার এই চিরচেনা প্রকৃতি ও পরিবেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চায় না। সে চায় ধরণিও তাকে যেন জড়িয়ে ধরে রাখে। তাকে যেন যেতে না দেয়। প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মধ্য দিয়ে সুভার এই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে।

সারকথা : শুভা তার চিরচেনা জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না বলে আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

গ প্রয়োগ

- শারীরিক প্রতিবন্ধিতার দিক দিয়ে উদ্দীপকের জাবিদ আর 'সুভা' গল্পের সুভার মিল রয়েছে।
- পৃথিবীতে সব মানুষই সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে জন্মায় না। বিভিন্ন কারণে কিছু মানুষ নানা রকম শারীরিক ত্রুটি নিয়েও জন্মে। আবার অনেকে নানান দুর্ঘটনার শিকার হয়ে শরীরের অঙ্গ হারিয়ে পঙ্গু হয়ে যায়। তাই এ ধরনের মানুষের প্রতি আমাদের সদয় দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।
- উদ্দীপকের জাবিদ শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। তার দুটি পা থাকলেও তাতে কোনো শক্তি নেই। হাঁটলে পা অবশ হয়ে আসে। চলতে চলতে বসে পড়তে হয়। ছোটবেলায় অসুখ হওয়ার পর থেকে তার এ সমস্যা দেখা দেয়। 'সুভা' গল্পের সুভাও জন্ম থেকে বোবা। তার সবকিছু দেখা ও বোঝার ক্ষমতা থাকলেও নিজের ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই। তবে সে চোখ দিয়ে মনের ভাব অনেকটাই প্রকাশ করতে পারে। তাই বলা যায় যে, শারীরিক প্রতিবন্ধিতার দিক দিয়ে উদ্দীপকের জাবিদ আর 'সুভা' গল্পের সুভার সাদৃশ্য রয়েছে।

সারকথা : শারীরিক প্রতিবন্ধিতার দিক থেকে 'সুভা' গল্পের সুভা ও উদ্দীপকের জাবিদ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। শুভা কথা বলতে পারে না, জাবিদ হাঁটাচলা করতে পারে না।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকের জামিল স্যার ও জাবিদের বন্ধুদের ভূমিকা 'সুভা' গল্পের লেখকের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন– মন্তব্যটি যথার্থ।
- শারীরিকভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন একটু সহানুভূতি ও ভালোবাসা। মানুষের মমত্ববোধ ও ভালোবাসা তাদের কষ্ট দূর করতে পারে। তাদের জীবনকে সুন্দর করতে পারে।
- উদ্দীপকের জামিল স্যার ও জাবিদের বন্ধু জহির ও খালিদ মানবিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ। জাবিদের শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে বিদ্যালয়ে যেতে কষ্ট হয়। কিন্তু জহির ও খালিদ তাকে সঙ্গ দেয়। বিষয়টি জামিল স্যার জানতে পেরে জাবিদের বন্ধুদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তাদের সহযোগিতার কারণে জাবিদ বিদ্যালয়ে যেতে পারে। 'সুভা' গল্পের লেখক মূলত এই গল্পের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী মানুষের আশ্রয়ের জন্য একটি জগৎ তৈরি করেছেন। সেই সঙ্গে তাদের প্রতি আমাদের মমত্ববোধের উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন।
- 'সুভা' গল্পের লেখক কিশোরী সুভার প্রতি হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও মমত্ববোধের প্রকাশ ঘাটিয়েছেন। তিনি মূলত বলতে চেয়েছেন প্রতিবন্ধীরাও মানুষ। সবার মতো তাদেরও ভালো কিছু করার এবং সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের মতো বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। উদ্দীপকের জামিল স্যার ও জাবিদের বন্ধুরা জাবিদকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে লেখকের সেই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : 'সুভা' গল্পের লেখক গল্পের মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধীদের প্রতি যে মমত্ববোধের উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন উদ্দীপকের জামিল স্যার ও জাবিদের বন্ধুদের কর্মকাণ্ডে তাই প্রকাশ পেয়েছে।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৭ ▸ বরিশাল বোর্ড ২০২০

মেয়েটির নাম আঁখি। চোখে না দেখলেও বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে পড়াশোনা চালিয়ে যায়। বন্ধুদের অন্যতম 'তিতু' জন্মদিনের উপহার হিসেবে আঁখিকে একটি ঝুনঝুন বল উপহার দেয়। এই বলের সাহায্যে ক্রিকেট খেলার ছক্কা মেরে আঁখি তার দলকে বিজয় এনে দেয়।

ক. সুভা দুই বাহুতে কাকে ধরে রাখতে চায়? ১

খ. সুভা পিতামাতার মনে সর্বদাই জাগরূক ছিল কেন? বুঝিয়ে দাও। ২

গ. উদ্দীপকে 'সুভা' গল্পের যে বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "সুভা' গল্পের 'প্রতাপ' যদি উদ্দীপকের 'তিতু' হতো, তাহলে 'সুভা' গল্পের পরিণতি অন্য রকম হতে পারত।"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- সুভা দুই বাহুতে প্রকাণ্ড মূক মানবতাকে ধরে রাখতে চায়।

খ অনুধাবন

- জন্ম থেকে কথা বলতে না পারার কারণে সুভা পিতা-মাতার মনে সর্বদাই জাগরূক ছিল।
- 'সুভা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুভা। সে জন্মগতভাবেই বোবা। সে বিধাতার অভিশাপরূপে জন্মেছে বলে নিজেকে আড়াল করে রাখত এবং কষ্ট পেত। তার মা তাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক বলে মনে করত। সুভার কথা বলতে না পারার বেদনা তার বাবা-মা কখনই ভুলতে পারত না। তাই সুভা সর্বদাই পিতা-মাতার মনে জাগরূক ছিল।

সারকথা : কথা বলতে না পারায় সুভাকে তার বয়সী ছেলে-মেয়েরা ভুললেও তার বাবা-মায়ের মনে সর্বদা জাগরূক ছিল।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে 'সুভা' গল্পের সুভার শারীরিক প্রতিবন্ধিতার প্রতিফলন ঘটেছে।
- শারীরিক সীমাবদ্ধতা বা প্রতিবন্ধিতা ব্যক্তির ইচ্ছ-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ না করলে তাদেরকে মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করা সহজ নয়।
- 'সুভা' গল্পের সুভা জন্মগতভাবেই বোবা। কথা বলতে পারে না বলে সে নিজেকে স্রষ্টার অভিশাপ মানে করত। এজন্য সে নিজেকে সব সময় আড়াল করে রাখত। তবুও কথা বলতে না পারার কষ্ট সে কখনো ভুলতে পারত না। কারণ তার মাও তাকে গর্ভের কলঙ্ক মনে করত। অন্যদিকে উদ্দীপকের আঁখিও চোখে দেখতে পায় না। তাই বলে সে থেমে থাকেনি। সে যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে তার পড়াশোনা চালিয়ে যায়। বন্ধুর দেওয়া একটি ঝুনঝুন বল দিয়ে সে খেলতে শেখে, এক সময় সে ক্রিকেট খেলায় ছক্কা মেরে দলকে জয় এনে দেয়।

সারকথা : শারীরিক প্রতিবন্ধিতা থাকা সত্ত্বেও পরিবার ও সমাজ থেকে সাহায্য পেলে মানুষ সফল হতে পারে। উদ্দীপকে তার প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- 'সুভা' গল্পের প্রতাপ যদি উদ্দীপকের তিতু হতো, তাহলে 'সুভা' গল্পের পরিণতি অন্য রকম হতে পারত– মন্তব্যটি যথার্থ।
- আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধি বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের প্রতি সাধারণত স্বাভাবিক আচরণ করা হয় না। তাদেরকে অবহেলা করা হয়। শারীরিক সীমাবদ্ধতা সব সময় সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। যথার্থ সহায়তা ও আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ পেলে তারাও সফল মানুষ হতে পারে।
- উদ্দীপকের আঁখি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও বন্ধু তিতুর সহায়তায় সে সফল হয়েছে। সে যন্ত্রের সাহায্যে তার পড়াশোনা চালিয়ে গেছে। তিতুর দেওয়া একটি ঝুনঝুন বল দিয়ে ক্রিকেট অনুশীলন করে সে ছক্কা মেরে তার দলকে জিতিয়েছে। অন্যদিকে 'সুভা' গল্পের সুভা সেই সুযোগ পায়নি। তার পরিবার সমাজ কারও কাছ থেকেই সহানুভূতি পায়নি। এমনকি তার মা ও তাকে গর্ভের কলঙ্ক মনে করেছে। এই গ্রামের ভবঘুরে ছেলে প্রতাপই শুধু তার সাথে মিশেছে। উদ্দীপকের তিতুর মতো প্রতাপ সুভাকে সাহায্য করেনি। তাই বলা যায় প্রতাপ যদি উদ্দীপকের তিতুর মতো হতো তা হলে গল্পের পরিণতি ভিন্ন হতো।
- 'সুভা' গল্পে প্রতিবন্ধিতার কারণে সুভাকে কেউ সহজভাবে গ্রহণ করেনি। প্রতাপ তাকে 'সু' বলে ডাকত কেবল ছিপ ফেলে মাচ ধরার সময় একজন নির্বাক সঙ্গী প্রয়োজন মনে করে। অন্যদিকে উদ্দীপকের আঁখিকে তার বন্ধু তিতু সহায়তা করেছে। সে সুযোগ পেয়ে তার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : আন্তরিক সহায়তা ও সমর্থন পেলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্নরা সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারে।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৮ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২০

সুদীপ্ত ও তনয়ার একমাত্র সন্তান মৌনতা। নিটোল চোখের শান্ত মৌনতা কথা বলতে পারে না। তার প্রতি মাঝে মাঝে মায়ের বিরূপ আচরণ মনে খুব দুঃখ দেয়, কিন্তু বাবার আদর ও ভালোবাসায় সে সব দুঃখ ভুলে যায়। সুদীপ্ত কখনোই মেয়েকে বোঝা মনে করেন না বরং তার কাছে মৌনতা সৃষ্টিকর্তার এক বিশেষ উদাহরণস্বরূপ। তাই, মৌনতার সব না বলা ভাষার চাহনি তার কাছে এক গল্পগাথা।

ক. 'সুভা' গল্পে কাকে অকর্মণ্য বলা হয়েছে? ১

খ. "বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্ব আছে।"– 'সুভা' গল্পের লেখকের এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সুদীপ্ত চরিত্রটি 'সুভা' গল্পের কোন চরিত্রকে প্রতিফলিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের মৌনতার বাবা 'সুভা' গল্পের সুভার বাবারই প্রতিচ্ছবি।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- 'সুভা' গল্পে প্রতাপকে অকর্মণ্য বলা হয়েছে।

খ অনুধাবন

- "বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্ব আছে।"– 'সুভা' গল্পের লেখকের এই উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ।
- 'সুভা' গল্পে সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী। জন্ম থেকেই সে কথা বলতে পারে না। ফলে সুভার বয়সী ছেলে-মেয়েরা তার সঙ্গে মেশে না। তাই সে নিজেকে পরিবার ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সে প্রকৃতির কাছে নিজেকে মেলে ধরে। নদীর কলধ্বনি, পাখির ডাক, মাঝির গান, লোকের কোলাহল ইত্যাদি দিয়ে প্রকৃতি সুভার ভাষার অভাব পূরণ করে দেয়। সুভা যখন নদীর পাড়ে এসে বসে তখন প্রকৃতির নানা উপাদান নিজের সমস্ত ভাষা দিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো সুভার হৃদয়ে আছড়ে পড়ে। নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন সুভার চোখের ভাষা ছিল অসীম, উদার ও অতলস্পর্শ– অনেকটা গভীর স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি। সেই চোখের ভাষা তার বয়সী ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারত না। এই কারণেই লেখক প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

সারকথা : সুভা গভীর উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে তার ভাব প্রকাশ করত। তাতে প্রকৃতির মতো একটি বিজন মহত্ত্ব প্রকাশ পেত। প্রকৃতিই তার ভাষার অভাব পূরণ করে দিত।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের সুদীপ্ত চরিত্রটি 'সুভা' গল্পের সুভার বাবা বাণীকণ্ঠ চরিত্রকে প্রতিফলিত করে।
- বাবা-মায়ের কাছে সব সন্তানই সমান। তা সত্ত্বেও শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে অনেকেই পরিবার ও সমাজে অবহেলার শিকার হয়। তারা অন্য সবার মতোই সুবিধা লাভের অধিকার রাখে। তাই সবার উচিত প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করা।
- উদ্দীপকে একজন বাকপ্রতিবন্ধী বালিকার প্রতি তার বাবা-মায়ের আচরণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখানে সুদীপ্ত ও তনয়ার একমাত্র সন্তান মৌনতা কথা বলতে পারে না। কথা বলতে না পারার যে কষ্ট তা সে বাবার স্নেহ-ভালোবাসায় ভুলে যায়। বাবা সুদীপ্ত মৌনতাকে কখনো বোঝা মনে করেন না। মৌনতাকে তিনি স্রষ্টার উপহার মনে করেন। উদ্দীপকে মেয়ের বাবা সুদীপ্তর এই আচরণ 'সুভা' গল্পে সুভার প্রতি তার বাবা বাণীকণ্ঠর আচরণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই গল্পে, বাণীকণ্ঠও সুভাকে অন্য মেয়েদের অপেক্ষা বেশি ভালোবাসেন। সুভার মা সুভাকে তার গর্ভের কলঙ্ক মনে করলেও বাণীকণ্ঠ সুভাকে স্নেহ ও যত্ন করতেন। উদ্দীপকেও মৌনতাকে তার মা তনয়া সহ্য করতে না পারলেও বারা তাকে অতি স্নেহে বড় করে তুলেছে। এভাবে উদ্দীপকের সুদীপ্ত চরিত্রটির প্রতিফলন লক্ষ করা যায় 'সুভা' গল্পের বাণীকণ্ঠ চরিত্রের মধ্যে।

সারকথা : বাক্‌প্রতিবন্ধী মেয়ের প্রতি গভীর স্নেহ-মমতার দিক থেকে উদ্দীপকের সুদীপ্ত এবং 'সুভা' গল্পের বাণীকণ্ঠ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের মৌনতার বাবা 'সুভা' গল্পের সুভার বাবারই প্রতিচ্ছবি।"– মন্তব্যটি যথার্থ।
- প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্নরা আমাদের মতোই মানুষ। তাদেরও সুন্দরভাবে বাঁচার অধিকার আছে। অথচ আমাদের সমাজে তারা সেই সুযোগ পায় না। পরিবার ও সমাজে তাদের প্রতি বিরূপ আচরণ করতে দেখা যায়।
- 'সুভা' গল্পে সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী; সে কথা বলতে পারে না। এ কারণে শৈশব থেকেই সে অবহেলার শিকার। সমবয়সীরা তাকে খেলায় নেয় না, তার সঙ্গে খেলে না। মা তাকে গর্ভের কলঙ্ক মনে করেন। সেই অবস্থায় সুভার প্রধান দুই আশ্রয় তার বাবা বাণীকণ্ঠ এবং নির্বাক প্রকৃতি। সুভা তার বাবার স্নেহ-মমতায় প্রতিবন্ধিতার দুঃখ ভুলে থাকে আর প্রকৃতির কাছে মুক্তির আনন্দ খুঁজে পায়। উদ্দীপকের মৌনতার বাবা সুদীপ্তও তার বাক্‌প্রতিবন্ধী মেয়েকে অনেক স্নেহ-মমতায় আগলে রাখেন। মেয়েকে বোঝা মনে না করে স্রষ্টার আশীর্বাদ মনে করেন। মৌনতার চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি তার মনের ভাষা বুঝতে পারেন। মায়ের বিরূপ আচরণের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট মৌনতা বাবার আদরে ভুলে যায়।
- উদ্দীপকের বাক্‌প্রতিবন্ধী মেয়ে মৌনতার প্রতি বাবা সুদীপ্তের আচরণ এবং 'সুভা' গল্পে সুভার প্রতি তার বাবার আচরণ একসূত্রে গাঁথা। উভয় ক্ষেত্রেই বাকশক্তিহীন মেয়েরা বাবার স্নেহাশ্রয় লাভ করেছে এবং মায়ের অবহেলার শিকার হয়েছে। এসব দিক বিচারে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : 'সুভা' গল্পে সুভার বাবা বাণীকণ্ঠ বাক্‌প্রতিবন্ধী মেয়ে সুভাকে অন্য মেয়েদের তুলনায় বেশি ভালোবাসেন। উদ্দীপকের মৌনতার বাবা সুদীপ্তও তার মেয়েকে অনেক স্নেহ করেন। তারা উভয়েই অভিন্ন স্নেহ-মমতার অধিকারী বাবা। এই দিক থেকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৯ ▸ বরিশাল বোর্ড ২০১৯

পারমিতা জন্মান্ধ। খেলার সাথি না জুটলেও সে নিঃসঙ্গ নয়। বিকেল বেলায় সে বাড়ির দিঘির শান বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বসে। স্নিগ্ধ শীতল জলের সঙ্গে তার দরদ ভরা আলাপ চলে। এ সবের মাঝে সে মুক্তির আনন্দ খুঁজে পায়। পরবর্তীতে পারমিতাকে পাত্রস্থ করার জন্য তার পিতা-মাতাকে বেশি ভাবতে হয়নি। প্রতিবেশী আলম সাহেব পারমিতাকে তার পুত্রবধূ হিসেবে বরণ করে নেয়।

ক. প্রতাপের প্রধান শখ কী? ১

খ. সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে ভরে গেল কেন? বুঝিয়ে গেল। ২

গ. উদ্দীপকের পারমিতার মুক্তির আনন্দের সাথে সুভার চরিত্রের যে দিকের মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের পারমিতার জীবনের পরিণতির বিপরীত চিত্র সুভার জীবনে মর্মবেদনার কারণ।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- প্রতাপের প্রধান শখ ছিপ ফেলে মাছ ধরা।

খ অনুধাবন

- কলকাতায় যাওয়ার আয়োজন শুরু হওয়ায় সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে ভরে গেল।
- কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মেয়ের কথা চিন্তা করে বিদেশ যান। ফিরে এসে স্ত্রীকে সপরিবারে কলকাতায় যাওয়ার কথা বলেন। কথা বলতে না পারলেও সুভা বুঝতে পারে তার পিতা পরিচিত পরিবেশ থেকে তাকে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে। একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় সে সবসময় বাবা-মায়ের সাথে সাথে থাকতে শুরু করে। নিজের চিরচেনা পরিবেশ ও বন্ধুদের ছেড়ে নতুন জায়গায় যেতে হবে ভেবে কুয়াশা ঢাকা প্রভাতের মতো সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে ভরে যায়।

সারকথা : আপন পরিবেশ ছেড়ে নতুন জায়গায় যাওয়ার আশঙ্কায় সুভার হৃদয় অশ্রু-বাষ্পে ভরে যায়।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের পারমিতার মুক্তির আনন্দের সাথে 'সুভা' গল্পের সুভার চরিত্রের যে দিকের মিল রয়েছে তা হলো নির্বাক প্রকৃতির মাঝে মুক্তির আনন্দ ও আশ্রয়লাভ।
- প্রকৃতি মানে আমাদের চারপাশের পরিবেশ ও তার উপাদানসমূহ। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে প্রকৃতি তার প্রতি সম্পর্কের হাত বাড়িয়ে দেয়।
- উদ্দীপকের পারমিতা জন্মান্ধ। বিকেল বেলায় সে বাড়ির দিঘির শান বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বসে। স্নিগ্ধ শীতল জলের সঙ্গে তার দরদ ভরা আলাপ চলে। এসবের মাঝে সে মুক্তির আনন্দ খুঁজে পায়। উদ্দীপকের পারমিতার মতো 'সুভা' গল্পের সুভার মধ্যেও প্রকৃতির প্রতি অনুরক্ততা পাওয়া যায়। সুভার বাকশক্তি নেই। তাই মানুষের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক হয়নি। তার কথা বলার এই শূন্যতা পূরণ করেছে প্রকৃতি। সুভা তার অনুভূতি দিয়ে প্রকৃতিকে জয় করে নিয়েছে। প্রকৃতির মাঝে সে প্রাণের স্পর্শ খুঁজে নিয়েছে। প্রকৃতিই হয়ে উঠেছে তার আশ্রয়। বিপুল নির্বাক প্রকৃতির কাছে সে মুক্তির আনন্দ লাভ করেছে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের পারমিতার মুক্তির আনন্দের সঙ্গে সুভার চরিত্রের মিলের দিকটি হলো নির্বাক প্রকৃতির মাঝে মুক্তির আনন্দ ও আশ্রয়লাভ।

সারকথা : উদ্দীপকের পারমিতা ও 'সুভা' গল্পের সুভা উভয়ই প্রকৃতির মাঝে মুক্তির আনন্দ খুঁজে নিয়েছে। প্রকৃতিই তাদের আশ্রয়কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের পারমিতার জীবনের পরিণতির বিপরীত চিত্র সুভার জীবনে মর্মবেদনার কারণ।"— মন্তব্যটি যথার্থ।
- শারীরিক প্রতিবন্ধীরা আমাদের পরিবারও সমাজেরই অংশ। আমরা অনেক সময় তাদের সঙ্গে বৈষম্যপূর্ণ আচরণ করি। এতে তাদের স্বাভবিক জীবন বিঘ্নিত হয়। তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল আচরণ করা উচিত।
- উদ্দীপকের পারমিতাও 'সুভা' গল্পের সুভার মতো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন নারী। তবে তাদের পরিণতি এক নয়। আলম সাহেবের উদার মানসিকতার কারণে পারমিতা সুন্দর একটি জগৎ ও সবার কাছ থেকে ভালোবাসা পেয়েছে। অন্যদিকে সুভা তার মা ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে যে আচরণ পেয়েছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বিয়ের বয়স হলেও বিয়ে হয়নি বলে তার পিতাকে লোকে নিন্দা করেছে। শেষ পর্যন্ত সুভাকে তার আপন পরিবেশ ছেড়ে কলকাতায় যেতে হয়েছে যা তার মর্মবেদনার কারণ।
- উদ্দীপকের পারমিতার 'সুভা' গল্পের সুভার সঙ্গে শারীরিক অবস্থাগত মিল থাকলেও সুভার পরিণতি পারমিতার জীবনের পরিণতির বিপরীত। কারণ পারমিতাকে প্রতিবেশী আলম সাহেব পুত্রবধূ হিসেবে বরণ করে নিয়েছে। যা সুভার মর্মবেদনার মূল কারণ। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকের পারমিতা এবং 'সুভা' গল্পের সুভার মধ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধিতার দিক দিয়ে সাদৃশ্য থাকলেও পরিণতির দিক থেকে উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। তাদের উভয়ের পরিণতি এবং সামাজিক আচরণ বিপরীতধর্মী।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১০ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯

রিয়ার বয়স সতেরো পেরিয়ে আঠারোয় পড়েছে। ওর সমবয়সী অনেকেই বিয়ে-থা করে রীতিমতো সংসারী। কিন্তু রিয়ার জন্ম থেকেই হাত দুটো অসাড় হওয়ায় অন্যদের মতো তার সংসার করা হয়নি। রিয়ার বিধবা মা সেলিনা বেগম এতে বিচলিত নন। ছোট ছেলে পনেরো বছরের রাতুলের চেয়ে কোনো অংশে রিয়ার আদর-যত্ন তিনি কম করেন না। পাড়ার দু'একজন অবশ্য রিয়ার বিকাশের পথে জিন-ভূতের আছরকে দায়ী করে। কিন্তু ওসবকে পাত্তা দেন না সেলিনা বেগম।

ক. সুভা জলকুমারী হলে কী করত? ১
খ. প্রতাপকে নিতান্ত অকর্মণ্য লোক কেন বলা হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের সেলিনা বেগম এবং 'সুভা' গল্পের সুভার মায়ের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রিয়া কি 'সুভা' গল্পের সুভা? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- সুভা জলকুমারী হলে আস্তে আস্তে জল থেকে উঠে সাপের মাথায় মণি ঘাটে রেখে যেত।

খ অনুধাবন

- জীবনের প্রতি উদাসীন আচরণের কারণে প্রতাপকে অকর্মণ্য লোক বলা হয়েছে।
- প্রতাপকে তার বাবা-মা সংসারের দায়দায়িত্ব দিয়ে দায়িত্বশীল করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতে কোনো ভালো ফলাফল পাওয়া যায়নি। বরং প্রতাপ চলেছে তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী। সে ছিপ ফেলে মাছ ধরে। গ্রামের অন্যদের কাজকর্ম করে দিতে তার আগ্রহ ও আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই। সে অন্যের প্রয়োজন মেটাতে অত্যন্ত উদার ও সচেতন। সেই দিক থেকে সে গ্রামের সবার উপযোগী সরকারি সম্পত্তির মতো। শুধু নিজ সংসার ও বাড়ির দায়িত্বের প্রতিই সে উদাসীন। এ কারণেই 'সুভা' গল্পে প্রতাপকে নিতান্ত অকর্মণ্য লোক বলা হয়েছে।

সারকথা : কাজের প্রতি কোনো আগ্রহ না থাকার কারণে প্রতাপকে নিতান্ত অকর্মণ্য লোক বলা হয়েছে।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের সেলিনা বেগম এবং 'সুভা' গল্পের সুভার মায়ের মধ্যে সন্তানের প্রতি আচরণগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে।
- শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষেরা আমাদের অবহেলার পাত্র নয়। তারাও আমাদের সমাজেরই অংশ। অথচ আমরা তাদের অবহেলা করি, এড়িয়ে চলি। তাদের সাথে এমন অমানবিক আচরণ না করে বরং তাদেরকে আপন করে কাছে টেনে নিলে তারাও আমাদের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে।
- উদ্দীপকে একজন প্রতিবন্ধী কন্যা সন্তানের প্রতি মায়ের গভীর ভালোবাসা প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে মা সেলিনা বেগম প্রতিবন্ধী মেয়ে রিয়াকে সাদরে গ্রহণ করেছে। জন্ম থেকেই রিয়ার দু'হাত অসাড়। ফলে তার মা সেলিনা বেগম মেয়ের প্রতি যত্ন নিয়েছেন। তিনি রিয়ার অক্ষমতাকে নিজের ত্রুটি হিসেবে দেখে না, রিয়াকে তাচ্ছিল্য করেন না। তিনি ছেলেকে যেমন আদর-যত্ন করেন, রিয়াকেও তেমন আদর-যত্ন করেন। পাড়াপ্রতিবেশীরা রিয়ার ব্যাপারে কোনো কথা বললে তাতে তিনি বিশেষ বিচলিত হন না। 'সুভা' গল্পে সুভার মায়ের মাঝে এই বিষয়গুলো দেখা যায় না। সুভা জন্ম থেকেই কথা বলতে অক্ষম। সুভার এই ত্রুটিকে তার মা নিজের অযোগ্যতা মনে করেন। সুভার কথা বলতে না পারা যেন তারই গর্ভের কলঙ্ক। তিনি সুভার এই অসম্পূর্ণতাকে নিজের লজ্জার কারণ মনে করে সুভাকে সহ্য করতে পারেন না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সেলিনা বেগম এবং 'সুভা' গল্পের সুভার মায়ের প্রতিবন্ধী সন্তানের প্রতি আচরণগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

সারকথা : সেলিনা বেগম তার প্রতিবন্ধী মেয়ে রিয়ার প্রতি আন্তরিক ছিলেন, অন্য দিকে 'সুভা' গল্পের সুভার মা সুভার প্রতি আন্তরিক ছিলেন না। এখানেই তাদের দুজনের মাঝে বৈসাদৃশ্য দেখা যায়।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকের রিয়া 'সুভা' গল্পের সুভা নয়।
- সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বাস করে। তাদের মধ্যে কেউ শারীরিকভাবে সক্ষম, আবার কেউ অক্ষম। শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষ সবসময়ই অবহেলার পাত্র হয়। আমরা যদি তাদের প্রতি আন্তরিক হই এবং সহানুভূতি দেখাই, তাহলে তারা আমাদের মতোই সুন্দরভাবে বাঁচতে পারবে।
- উদ্দীপকে প্রতিফলিত রিয়া জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী। তার হাত দুটো অসাড়। ফলে তার মা তাকে সব সমস্যা থেকে আগলে রেখে পরম মমতায় বড় করেছেন। অন্যের সমালোচনা থেকে রিয়াকে আড়াল করেছেন। 'সুভা' গল্পে সুভা মুখে কথা বলতে পারত না, তবে তার মাঝে বোধশক্তি ছিল। তার বোধশক্তি দ্বারা সে অনেক কিছু বুঝে নিত। তবু সুভার মা সুভাকে নিজের কলঙ্ক ভাবতেন তিনি। সুভার ত্রুটিকে নিজের লজ্জা কলঙ্ক মনে করতেন। মা অপেক্ষা বাবা সুভাকে বেশি স্নেহ করত। প্রকৃতি ও পশুপাখির সাথে সুভার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। গ্রাম ছেড়ে কলকাতা যাওয়ার সময় তার এই সত্তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুভা নিজে নিজের অক্ষমতাকে ভুলে থাকার জন্য কল্পনাবিলাসী হয়ে উঠত। মনের অজান্তে, কল্পনার মধ্য দিয়ে সে অন্যের কাছে গুরুত্ব লাভ করত।
- উদ্দীপকের রিয়া প্রতিবন্ধিতার দিক থেকে সুভার মতো হলেও সুভার আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। সুভার প্রখর বোধশক্তি, প্রকৃতিপ্রেম ও সম্পর্ক, কল্পনাপ্রবণতা ছিল। এই দিক এবং মায়ের অনাদরের দিক থেকে রিয়া অপেক্ষা তার জীবন হয়েছে আলাদা। আর এ কারণেই বলা যায়, উদ্দীপকের রিয়া 'সুভা' গল্পের সুভা নয়।

সারকথা : উদ্দীপকের রিয়া ও 'সুভা' গল্পের সুভার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত অনেক পার্থক্য রয়েছে, যে কারণে তারা এক নয়, আলাদা।

www.abswer.com

www.abswer.com

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

প্রশ্ন ১১ ▸ ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ

জাহেদী সাহেব প্রতিবন্ধীদের জন্য মুসা মিয়া প্রতিবন্ধী স্কুল ও তাদের কর্মসংস্থানের জন্য কিংশুক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সংগঠনটি প্রতিবন্ধীদের অধিকার রক্ষায় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় জনমত গঠন করে। তিনি মনে করেন প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয় বরং সম্পদ।

ক. প্রকৃতি সুভার কিসের অভাব পূরণ করে দেয়? ১

খ. মা সুভাষিণীকে নিজের ত্রুটিস্বরূপ দেখতেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের জাহেদী সাহেব 'সুভা' গল্পের কোন দিকটি উন্মোচন করেছেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয় বরং সম্পদ'— উক্তিটি উদ্দীপক ও গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- প্রকৃতি সুভার 'ভাষার অভাব' পূরণ করে দেয়।

খ অনুধাবন

- সাধারণত মায়েরা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশরূপ মনে করেন বলে সুভাষিণীর মাও সুভাষিণীকে নিজের ত্রুটিস্বরূপ দেখতেন।
- 'সুভা' গল্পে সুভা বোবা হওয়ার কারণে মা-বাবার হৃদয়ভারের কারণ হয়েছিল। সুভার প্রতি তার মায়ের আচরণ ছিল বিরক্তিপূর্ণ। কারণ সুভা জন্ম থেকেই কথা বলতে পারত না। এই ত্রুটিকে সুভার মা নিজের গর্ভের কলঙ্ক মনে করতেন। তাই সুভাকে দেখলেই তার মনে হতো তার নিজের ত্রুটির কারণেই মেয়ের এই দুরবস্থা হয়েছে। কারণ সমাজের সংস্কার অনুসারে মেয়েদের কোনো অঙ্গ যদি ত্রুটিপূর্ণ থাকে তাহলে মায়েরা তা নিজেদের ত্রুটি হিসেবে ধরে নেয়।

সারকথা : সমাজে মেয়েদেরকে মায়ের অংশরূপ মনে করা হয় বলে সুভাষিণীর মা সুভাষিণীকে নিজের ত্রুটিস্বরূপ দেখতেন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের জাহেদী সাহেব 'সুভা' গল্পের প্রতিবন্ধীদের প্রতি মমত্ববোধের দিকটি উন্মোচিত করেছেন।
- শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীরা সমাজে অবহেলার শিকার হয়। অথচ স্বাভাবিক মানুষ যদি তাদের প্রতি সামান্য সহানুভূতি দেখায়, তাহলে তাদের অনেক কষ্ট দূর হতে পারে। তারাও স্বাভাবিক মানুষের মতো সমাজে অবদান রাখতে পারে।
- উদ্দীপকে প্রতিবন্ধীদের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও সহানুভূতির দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে জাহেদী সাহেব কিংশুক নামক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্ট করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, 'প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়, বরং সম্পদ'। উদ্দীপকের জাহেদী সাহেবের প্রতিবন্ধীদের প্রতি এই মমত্ববোধের বিষয়টি 'সুভা' গল্পের লেখকের প্রতিবন্ধীদের প্রতি মমত্ববোধের দিকটিকে নির্দেশ করেছে। 'সুভা' গল্পের লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সমাজে অবহেলিত প্রতিবন্ধীদের প্রতি গভীর ভালোবাসা অনুভব করেছেন। বাক্‌প্রতিবন্ধী কিশোরী সুভার প্রতি তাঁর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। মা সুভাকে নিয়তির দোষ বলে ভালো না বাসলেও বাবা সুভাকে অন্য দুই মেয়ে অপেক্ষা বেশি ভালোবাসেন। এখানেই প্রতিবন্ধীর প্রতি লেখকের মমত্বের দিকটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সারকথা : প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়; সুযোগ ও সহযোগিতা পেলে তারাও সমাজে স্বাভাবিক মানুষের মতো অবদান রাখতে পারে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- 'প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয় বরং সম্পদ'— মন্তব্যটি যথার্থ।
- সমাজে প্রতিবন্ধীরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। অথচ তারা আমাদের নিকট আত্মীয়, প্রতিবেশী, পরিজন। আমাদের উচিত তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করা, তাদেরকে দেশের উন্নয়নের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা।
- উদ্দীপকে প্রতিবন্ধীদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। জাহেদী সাহেব প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক মানুষের মতো কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার কথা ভেবেছেন। আর লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। অনুরূপভাবে 'সুভা' গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক মানুষের সহানুভূতি জাগিয়ে তুলে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য একটি আশ্রয়ের জগৎ তৈরি করতে চেয়েছেন। তাঁদের উভয়ের প্রত্যাশার মধ্যে প্রতিবন্ধীদের বোঝা না মনে করে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁরা চেয়েছেন যে, প্রতিবন্ধীরা সমাজে স্বাভাবিক মানুষের মতো মর্যাদা লাভ করুক এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করুক।
- 'সুভা' গল্পে সুভা কথা বলতে পারে না। তার অনুভূতি ও অনুধাবন ক্ষমতা স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে কম নয়। লেখক বলেছেন— "কালো চোখকে কিছু তর্জমা করিতে হয় না।" প্রকৃতির সঙ্গে গভীর ভাবের মধ্যে তার প্রকৃতিপ্রীতি এবং কথা না বলতে পারায় সবার অবহেলার কষ্ট ভুলে থাকার দিকটি ফুটে উঠেছে। সে মনে মনে প্রতাপকে ভালোবেসেছে। তাই তার জন্য পান বানিয়ে নিয়ে গেছে। বাবার সঙ্গে কলকাতায় যাওয়ার আয়োজনের সময়ও সে প্রতাপকে মনে মনে প্রত্যাশা করেছে। সুভার মতো সব প্রতিবন্ধীই স্বাভাবিক মানুষের মতো আচরণ ও অধিকার প্রত্যাশা করে। আর তা দিতে পারলেই তারা আর বোঝা হয়ে থাকে না। উদ্দীপকে এই বিষয়টিই নির্দেশিত হয়েছে।

সারকথা : প্রতিবন্ধীরা আমাদের সমাজেরই মানুষ। স্বাভাবিক মানুষের মতো আচরণ ও অধিকার লাভ করলেই তারা আর সমাজের বোঝা হয়ে থাকে না।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১২ ▸ আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা

দুই পা আছে কিন্তু উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। তাতে কী? আত্মবিশ্বাস তো আছে। তাই তো জীবনযুদ্ধে দমে যাননি আলমগীর হোসেন। ছোটবেলায় টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেন তিনি। তারপর থেকে হাঁটা-চলা ও কাজকর্ম করার কথা কখনো চিন্তা করতে পারেননি আলমগীর। কিন্তু শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হলেও জীবিকার তাগিদে রিকশাকে বেছে নিয়েছেন হাতিয়ার হিসেবে।

ক. সুভা জলকুমারী হলে কী করত? ১

খ. "তাহার মর্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝিত"– কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের আলমগীর হোসেনের সাথে 'সুভা' গল্পের সুভার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের আলমগীর হোসেনের পরিস্থিতি ও পরিণতি সুভার পরিণতি থেকে ভিন্ন।"– মতামত দাও। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- সুভা জলকুমারী হলে আস্তে আস্তে জল থেকে উঠে একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রেখে যেত।

খ অনুধাবন

- "তাহার মর্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝিত"– কথাটি দ্বারা সুভার পশুপ্রেম বোঝানো হয়েছে।
- সুভার অন্তরঙ্গ বন্ধুর দলের মাঝে দুটি গাভীও ছিল। তাদের নাম সর্বশী ও পাঙ্গুলি। সুভা কথা বলতে পারত না বলে কখনো তাদেরকে নাম ধরে ডাকতে পারেনি। সুভার কথা শুনতে না পেলেও তারা সুভার পায়ের আওয়াজ চিনতে পারত। তার কথাহীনতার মধ্যেই একটা করুণ সুর ছিল। আর এই করুণ সুরের মর্ম তারা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারত। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি সুভার পশুপ্রেমের প্রসঙ্গেই করা হয়েছে।

সারকথা : প্রশ্নোক্ত কথাটি দ্বারা ভাষাহীন পশুর প্রতি সুভার গভীর মমতার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

গ প্রয়োগ

- শারীরিক প্রতিবন্ধিতার দিক দিয়ে উদ্দীপকের আলমগীর ও 'সুভা' গল্পের সুভার সাদৃশ্য রয়েছে।
- পৃথিবীতে সব মানুষই সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে জন্মায় না। কিছু বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষও জন্মে। আবার অনেকে নানান দুর্ঘটনার শিকার হয়ে শরীরের অঙ্গ হারিয়ে পঙ্গু হয়ে যায়। তাই এ ধরনের মানুষের প্রতি আমাদের সদয় দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।
- উদ্দীপকের আলমগীর হোসেন শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। তার দুটো পা থাকলেও তাতে কোনো শক্তি নেই। ছোটবেলায় টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে সে পা দিয়ে হাঁটা বা উঠে দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে সে চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায়। 'সুভা' গল্পের সুভাও জন্ম থেকে বোবা। তার সবকিছু দেখা ও বোঝার ক্ষমতা থাকলেও নিজের ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই। তবে সে চোখ দিয়ে মনের ভাব অনেকটাই প্রকাশ করতে পারে। তাই শারীরিক প্রতিবন্ধিতার দিক দিয়ে উদ্দীপকের আলমগীর হোসেন ও 'সুভা' গল্পের সুভার সাদৃশ্য রয়েছে।

সারকথা : শারীরিক প্রতিবন্ধিতার দিক থেকে 'সুভা' গল্পের সুভা ও উদ্দীপকের আলমগীর পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। একজন কথা বলতে পারে না, অন্যজন হাঁটাচলা করতে পারে না। দুজনের বোধশক্তিও অভিন্ন

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের আলমগীর হোসেনের পরিস্থিতি ও পরিণতি সুভার পরিণতি থেকে ভিন্ন।"– মন্তব্যটি যথার্থ।
- মানুষের জীবনে যেকোনো পরিস্থিতিই আসুক না কেন, কোনো অবস্থায়ই হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। জীবনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য লক্ষ্য স্থির করতে হয় এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। আর এর জন্য প্রয়োজন দৃঢ় মনোবল।
- উদ্দীপকের আলমগীর টাইফয়েডে আক্রান্ত হন ছোটবেলায়। এর ফলে তার পায়ের শক্তি হারিয়ে যায়। পায়ের সব শক্তি হারিয়ে ফেললেও তিনি মনে বল হারাননি। জীবিকা অর্জনের জন্য রিকশাকে বেছে নিয়েছেন। তিনি জীবনকে নিজের পঙ্গুত্বের কাছে হেরে যেতে দেননি। 'সুভা' গল্পে সুভা জন্ম থেকেই বোবা। নিজের মনের ভাব সে মুখে প্রকাশ করতে পারে না। এ কারণে সুভার বাবা-মা তাকে নিয়ে সব সময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। বিশেষ করে মা তাকে নিজের কলঙ্ক বলে মনে করে। সুভা তা বুঝতে পেরে নিজেকে সবসময় লুকিয়ে রাখতে চায়। অসহায় সুভাকে যখন বাবা-মা শহরে নিয়ে যেতে চান, তখন তার অমত থাকলেও কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না। মনে মনে শুধু কষ্ট পায়। সুভা তার জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়নি। কারণ তার চারপাশের পরিস্থিতির কাছে সে অসহায় ছিল।
- উদ্দীপকের আলমগীর জীবনের প্রতিবন্ধকতার কাছে হেরে যাননি; জীবনকে জয় করেছেন। এ ক্ষেত্রে সুভা তা পারেনি, সে প্রতিনিয়ত নিজের প্রতিবন্ধকতার কাছে হার মেনেছে, নিজেকে অসহায় ভেবেছে। কারণ সে পরিস্থিতির শিকার ছিল। এভাবে উদ্দীপকের আলমগীর হোসেনের পরিস্থিতি ও পরিণতি সুভার পরিণতি থেকে ভিন্ন।

সারকথা : 'সুভা' গল্পে সুভা কথা বলতে পারে না বলে সে নিজের কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারেনি। আর মেয়ে বলে ছেলেদের মতো স্বাধীনতাও পায়নি। অন্যদিকে উদ্দীপকের আলমগীর হাঁটতে না পারলেও কথা বলতে পারে এবং ছেলে বলে নিজের জীবনের দায়িত্ব সে নিজেই নিয়েছে। এভাবে তারা একজন অন্যজন থেকে ভিন্ন।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১৩ ▸ বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল

বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়ে বেশ উপর থেকে পড়ে যান শিমুল। অনেক চেষ্টার পরও তার দুটি হাত কেটে ফেলা হয়। রোজগেরে শিমুল পরিবারের বোঝা হয়ে ওঠে। সকলের অবহেলা, বঞ্চনায় তার জীবন হয়ে ওঠে মৃত্যুর শামিল। দুপায়ের সাহায্যে কাজ করার চেষ্টায় শুরু হয় তার কঠোর সংগ্রাম। অবলম্বন হিসেবে বেছে নেয় রং ও তুলি। আর বিষয় হয় প্রকৃতি। সাদা ইজেলে রং-তুলির সাহায্যে প্রকৃতিকে বিভিন্নভাবে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমেই খুঁজে পায় জীবনের অর্থ ও সুখ। ছবির প্রকৃতিই হয়ে ওঠে শিমুলের আনন্দের নিরাপদ আশ্রয়।

ক. 'সুভা' গল্পের গাভী দুটির নাম কী? ১

খ. 'সুভা' গল্পে "চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূল" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপক ও 'সুভা' গল্পের মধ্যে সাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩

ঘ. প্রদত্ত উদ্দীপক 'সুভা' গল্পের বিষয়কে পুরোপুরি ধারণ করে কি? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- 'সুভা' গল্পের গাভী দুটির নাম 'সর্বশী' ও 'পাঙ্গুলি'।

খ অনুধাবন

- "চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূল" বলতে বাক্‌শক্তিহীন সুভার মনকে বোঝানো হয়েছে।
- 'সুভা' গল্পের গল্পকারের মতে প্রকৃতি যেন সুভার ভাষার অভাব পূরণ করে দেয়, প্রকৃতি সুভার হয়ে কথা বলে। নদীর কলধ্বনি, কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক প্রভৃতি যেন সমুদ্রের স্রোতের মতো এসে সুভার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের কাছে এসে ভেঙে পড়ে। মূলত প্রকৃতির হাজারো শব্দ সমারোহের মধ্যে সুভার বাক্‌হীন হৃদয় ব্যাকুল হয়। কারণ সে কথা বলতে পারে না। প্রশ্নোক্ত কথাটি দ্বারা সেই বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

সারকথা : প্রকৃতিতে নানা শব্দের কোলাহল থাকলেও সুভার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়কে মুখরিত করতে পারে না। কারণ সে নীরব, কথা বলতে পারে না।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের সঙ্গে 'সুভা' গল্পের কাহিনিগত সাদৃশ্য রয়েছে।
- আমাদের সমাজে অনেকেই আছে, যারা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ। তারা সাধারণত স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে একটু ব্যতিক্রম। এর কারণ, তাদের শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতা। তাদের মধ্যে বাক্ প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী রয়েছে। এদের ইচ্ছাশক্তি ও অনুধাবন ক্ষমতা থাকলে সুযোগের অভাবে সমাজে অবদান রাখতে পারে না।
- উদ্দীপকে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে অঙ্গহানির ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে শিমুল নামের একটি ছেলে বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়ে অনেক উপর থেকে পড়ে যায়। ফলে তার দুটি হাত কেটে ফেলতে হয়। এই অবস্থায় শিমুল পরিবারের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সবার অবহেলা আর বঞ্চনায় সে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তখন দুই পায়ের সাহয্যে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সে ছবি আঁকা রপ্ত করে। প্রকৃতিকে তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই সে জীবনের অর্থ ও সুখ খুঁজে পায়। ছবির প্রকৃতিই হয়ে ওঠে তার আনন্দের নিরাপদ আশ্রয়। 'সুভা' গল্পের সুভা নামের বোবা মেয়েটিও সংসারে একরকম অবহেলার শিকার। ছেলেমেয়েরা তার সাথে খেলাধুলা পর্যন্ত করে না। এমনকি নিজের মা তাকে 'গর্ভের কলঙ্ক' মনে করে। এমন অবস্থায় সে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। গোয়ালের নির্বাক দুটি অবুঝ গাভী তার পরম বন্ধু হয়ে ওঠে। সুভার সুখ-দুঃখ যেন গাভী দুটিই সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারে। সংসারে যেদিন তাকে নিয়ে কোনো কথা উঠত, সে কথা সুভা যখন উপলব্ধি বা অনুভব করতে পারত তখন এই দুটি অবলা প্রাণীর কাছে এসে সে আশ্রয় নিত। উদ্দীপকের শিমুলের প্রকৃতির ছবি আঁকা এবং 'সুভা' গল্পের প্রধান চরিত্রের গাভী দুটির সঙ্গে মিতালির বিষয়টি একসূত্রে গাঁথা। এভাবেই উদ্দীপক ও 'সুভা' গল্পের মধ্যে সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে।

সারকথা : উদ্দীপকের শিমুল পা দিয়ে ছবি এঁকে প্রকৃতির সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে তা 'সুভা' গল্পে অবোধ পশু ও প্রকৃতির প্রতি সুভার নিবিড় সম্পর্কের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- না, উদ্দীপকটি 'সুভা' গল্পের বিষয়কে পুরোপুরি ধারণ করে না।
- সমাজে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীরা নানাভাবে অবহেলার শিকার হয়। স্বাভাবিক মানুষ যদি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় তাহলে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের উচিত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।
- উদ্দীপকে দুর্ঘটনায় পতিত একটি ছেলের প্রতিবন্ধী হয়ে পড়া এবং তার জীবনের দুঃখ-কষ্ট তুলে ধরা হয়েছে। শিমুল নামের এই ছেলেটি বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়ে অনেক উপর থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়। তার দুটি হাত কেটে ফেলতে হয়। দুহাত হারিয়ে সে সমাজ ও পরিবারের বোঝা হয়ে পড়ে। অনেকের কাছে সে চরম অবহেলার পাত্রে পরিণত হয়। এ অবস্থায় সে নিজের দুই পায়ের সাহায্যে প্রকৃতির ছবি আঁকাকে অবলম্বন হিসেবে বেছে নেয়। এই ছবি আঁকার মধ্যেই সে জীবনের অর্থ ও সুখ খুঁজে পায়। 'সুভা' গল্পের প্রধান চরিত্র সুভার কথা বলতে না পারাকেও তার পরিবারের অনেকে মানতে পারে না। সে নিজের অসম্পূর্ণতা নিয়েও সংকোচে থাকে। এমন অবস্থায় বাবার স্নেহ পেলেও শুভা সবার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারে না। তখন সে কেবল গ্রামেরই এক বেকার যুবক প্রতাপের মাছ শিকার করার সঙ্গী হয় এবং নিজেদের দুটি পোষা গাভী তার একান্ত আপন হয়ে ওঠে।
- উদ্দীপকের শিমুলের জীবনকাহিনির সঙ্গে 'সুভা' গল্পের সুভার জীবনকাহিনি ও সংগ্রাম আপাতদৃষ্টিতে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও তারা সেই অর্থে পরস্পরের সমগোত্রীয় নয়। তাই বলা যায়, প্রদত্ত উদ্দীপকটি 'সুভা' গল্পের বিষয়কে পুরোপুরি ধারণ করে না।

সারকথা : উদ্দীপকের শিমুল এবং 'সুভা' গল্পের সুভার জীবনকাহিনি ভিন্ন। তাদের মধ্যে কথা বলার দিকটি বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। এদিক থেকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — বিষয়বস্তুর ধারায় প্রণীত

প্রশ্ন ১৪ ▸ উদ্দীপকের বিষয় : শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জীবনে মানবিক বোধের প্রয়োজনীয়তা-এর আলোকে প্রণীত।

মা-মরা মেয়ে মিনু। বাবা জন্মের আগেই মারা গেছে। সে মানুষ হচ্ছে এক দূরসম্পর্কের পিসিমার বাড়িতে। বয়স মাত্র দশ, কিন্তু এই বয়সেই সবরকম কাজ করতে পারে সে। সবরকম কাজই করতে হয়। লোকে অবশ্য বলে যোগেন বসাক মহৎ লোক বলেই অনাথা বোবা মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়েছেন। মহৎ হয়ে সুবিধাই হয়েছে যোগেন বসাকের। পেটভাতায় এমন সর্বগুণান্বিতা চব্বিশ ঘণ্টার চাকরানী পাওয়া শক্ত হতো তাঁর পক্ষে।

[তথ্যসূত্র : মিনু – বনফুল]

ক. সুভা মনে মনে কী হতে চাইত? ১

খ. "কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত"– বাক্যটির প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের মিনু 'সুভা' গল্পের কোন চরিত্রকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের মিনুর জীবন-জগৎ ও 'সুভা' গল্পের সুভার জীবন-জগৎ পুরোপুরি এন নয়।" মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- সুভা মনে মনে জলকুমারী হতে চাইত।

খ অনুধাবন

- গোয়ালের গাভী দুটির সাথে সুভার সম্পর্ক বোঝাতে প্রশ্নোক্ত বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে।
- সুভা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক বালিকা। সে কথা বলতে পারে না বলে তার কোনো বন্ধু বা সাথি নেই। তার সমবয়সী সবাই তাকে এড়িয়ে চলে। সুভা তাই তাদের গাভী সর্বশী ও পাঙ্গুলির সাথে সখ্য গড়ে তোলে। তারা সুভার মুখে কখনো কথা শোনেনি কিন্তু তার পায়ের শব্দ তারা চেনে। সুভার না বলা কথাগুলো এরা সহজে বুঝতে পারে, যা সমাজের স্বাভাবিক মানুষ বুঝতে চাইত না। লেখক এখানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের অনুভূতির তীব্রতার দিকটি উন্মোচন করেছেন।

সারকথা : সঙ্গী-সাথিহীন সুভার গাভী দুটির সাথে অনুভূতির আদান-প্রদান প্রসঙ্গে বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের মিনু 'সুভা' গল্পের সুভা চরিত্রকে নির্দেশ করে।
- আমাদের সমাজে বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের অবহেলার চোখে দেখা হয়। সমাজের লোকজন মনে করে তারা কোনো কাজের নয়। অথচ সুযোগ পেলে তারাও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে এবং সমাজে অবদান রাখতে পারে।
- উদ্দীপকে এক বাক্‌প্রতিবন্ধী মেয়ের কথা বলা হয়েছে। মেয়েটির নাম মিনু। সে কথা বলতে না পারলেও তার এই শারীরিক প্রতিবন্ধিতা কোনো কাজেই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। সুস্থ মানুষের মতো সেও সব কাজ করতে পারে। উদ্দীপকের এ দিকটি 'সুভা' গল্পের সুভার কর্মকান্ডের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। 'সুভা' গল্পের সুভাও কথা বলতে পারে না। এতে তার কাজের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হয় না। অনুভূতিসম্পন্ন সুভা সব বুঝতে পারে। কথা বলতে না পারায় অন্যেরা তার সঙ্গে মেশে না বলে সে কষ্ট পায়। উদ্দীপকের মিনু তার দূরসম্পর্কের পিসিমার বাড়িতে কাজ করে। যতটুকু খাবার পায় তাতেই সে তৃপ্ত থাকে। সুভাও মায়ের অবহেলার শিকার হয়ে চুপ থাকে। এভাবে উদ্দীপকের মিনু 'সুভা' গল্পের সুভা চরিত্রকে নির্দেশ করে।

সারকথা : চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উদ্দীপকের মিনু ও 'সুভা' গল্পের সুভা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের মিনুর জীবন-জগৎ ও 'সুভা' গল্পের সুভার জীবন-জগৎ পুরোপুরি এক নয়।"– মন্তব্যটি যথার্থ।
- সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বাস করে। তাদের মধ্যে শারীরিকভাবে অক্ষমরা সবসময়ই অন্যের অবহেলার শিকার হয়। অথচ তারা আমাদের মতোই মানুষ। একটু সহানুভূতি পেলে তারাও সমাজে অবদান রাখতে পারে।
- উদ্দীপকে বাক্‌প্রতিবন্ধী কিশোরী মিনুর কথা বলা হয়েছে। সে অন্যের বাড়িতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সে কথা বলতে না পারলেও অনুভূতিসম্পন্ন। তার সঙ্গে 'সুভা' গল্পের সুভার মিল পাওয়া যায়। সুভাও কথা বলতে পারে না কিন্তু যথেষ্ট অনুভূতিসম্পন্ন। তাদের উভয়েরই কথা বলতে না পারার যন্ত্রণা ও কষ্ট এক। উদ্দীপকের মিনু অন্যের বাড়িতে আশ্রিতা ও গৃহকর্মী। আর 'সুভা' মায়ের অবহেলা এবং বাবার আদরে লালিত নিজের বাড়িতে থাকা মেয়ে। সমবয়সীরা কেউ তার সঙ্গে তেমনভাবে মেশে না বলে দুটি অবোধ পশু সর্বশী ও পাঙ্গুলি তার বন্ধু। এছাড়া নিতান্ত অকর্মণ্য ছেলে প্রতাপকে সে বন্ধু ভাবে। উদ্দীপকের মিনুর এ ধরনের কোনো বন্ধু নেই।
- 'সুভা' গল্পে বাক্‌প্রতিবন্ধী সুভার পারিবারিক পরিচয়, প্রতিবন্ধী হওয়ায় পরিবারে তার অবস্থান, সমাজের চোখে সুভার মূল্যায়ন, নির্বাক সঙ্গী হিসেবে প্রতাপের কাছে সুভার গুরুত্ব, প্রতাপের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সময় সুভার অনুভূতি, বাক্‌প্রতিন্ধী মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র সন্ধানে সুভার বাবার চেষ্টা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে বাক্‌প্রতিবন্ধী হিসেবে সুভার সঙ্গে মিনুর সাদৃশ্য থাকলেও গল্পের অন্যান্য বিষয় উদ্দীপকে নেই। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : 'সুভা' গল্পের সুভার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে উদ্দীপকের মিনুর মিল থাকলেও সুভার পারিবারিক পরিচয় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে কোনো মিল নেই। এ দিক থেকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১৫ ▸ উদ্দীপকের বিষয় : সংসার উদাসী মানুষের আচরণ ও বৈশিষ্ট্য-এর আলোকে প্রণীত।

রিপের এই আড্ডাবাজ মনোভাব গ্রামের অলস বন্ধুরা মেনে নিলেও তার স্ত্রী কিন্তু মেনে নিল না। নিজের কোনো দোষ খুঁজে পায় না রিপ। দোষের মধ্যে শুধু সে কখনো বিশেষ কাজ করত না। পরিশ্রম বা অধ্যবসায়ের ভয়ে কিন্তু সে অমন করত না। কারণ প্রায়ই সে এক টুকরো ভিজে পাথরের উপর বসে থাকত। হাতে থাকত ইয়া বড় এক লাঠি। শান্তশিষ্টভাবে বসে বসে সে মাছ ধরত। কিন্তু ভুলেও কোনো মাছ তার বড়শিতে ধরা পড়ত না। সে একটা ফাঁদ কাঁধে করে উঁচু পাহাড় আর বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াত কাঠবিড়ালি আর বুনো কবুতর ধরার জন্য। পাড়াপড়শির সবচেয়ে কঠিন কাজটাও সে করে দিত। ঢেঁকিতে ধান ভানতে অথবা পাথরের প্রাচীর গড়তেও সে তাদের সাহায্য করত। এককথায় রিপভ্যান উইংকল অন্যের উপকার করে দেওয়ার জন্য সবসময় রাজি থাকত। [তথ্যসূত্র : রিপভ্যান উইংকল– ওয়াশিংটন আরভিং; অনুবাদ– ফকরুজ্জামান চৌধুরী]

ক. সুভাকে কে 'সু' বলে ডাকত? ১

খ. "মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের রিপভ্যান উইংকল 'সুভা' গল্পের কোন চরিত্রকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "আংশিক মিল থাকলেও উদ্দীপকটি 'সুভা' গল্পের বিষয়বস্তুকে ধারণ করে না"– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- সুভাকে প্রতাপ 'সু' বলে ডাকত।

খ অনুধাবন

- "মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"– উক্তিটি দ্বারা মাছ ধরার ক্ষেত্রে নীরব পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করা হয়েছে।
- মাছ পানির নিচে বাস করলেও পানির উপরে হওয়া সামান্য শব্দও মাছ শুনতে পায়। ছিপ দিয়ে মাছ ধরার সময় টোপ ফেলে মাছ একত্র করার চেষ্টা করা হয়। টোপের খাবারের লোভে মাছ এক স্থানে জড়ো হয় তখন ছিপে বেশি মাছ ওঠে। কিন্তু যদি পরিবেশ কোলাহলপূর্ণ হয়, তবে ভয় পেয়ে মাছ পালায়। এ জন্যই মাছ ধরার স্থানে চুপচাপ থাকতে হয়। "মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"– উক্তিটি দ্বারা নীরব ও নিশ্চুপ অবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে।

সারকথা : মাছ ধরার সময় নীরব পরিবেশ প্রয়োজন। কারণ কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ হলে মাছ ভয় পায় এবং সেখান থেকে চলে যায়।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের রিপভ্যান উইংকল 'সুভা' গল্পের প্রতাপ চরিত্রকে নির্দেশ করে।
- সংসার বড় বিচিত্র জায়গা। এখানে কে কীভাবে সুখী থাকে, কার মনের প্রত্যাশা কী তা সহজে বলা কঠিন। কেউ পরিকল্পনা মাফিক সৃজনশীল কাজ করে জীবন চালনা করতে চায়, আবার কেউবা সংসার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে।
- উদ্দীপকের রিপভ্যান উইংকল এমন একজন ব্যক্তি যার সংসারের প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিল না। শান্তশিষ্টভাবে বসে বসে সে মাছ ধরত। নিজের কাজ অপেক্ষা অন্যের কাজ করতে সে অধিক পছন্দ করত। পড়শির সবচেয়ে কঠিন কাজটিও সে করে দিত। 'সুভা' গল্পেও এমনই একজন মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। গোঁসাইদের ছোট ছেলে প্রতাপ। সে যে কাজকর্ম করে সংসারের উন্নতি করবে সে আশা তার বাবা-মা ত্যাগ করেছিলেন। সে সারা দিন ছিপ ফেলে মাছ ধরত। এ ছাড়া অন্যের কাজ করার জন্য গ্রামে তার সুখ্যাতি ছিল। উদ্দীপকের রিপভ্যান উইংকল গল্পের এই প্রতাপ চরিত্রকেই নির্দেশ করে।

সারকথা : উদ্দীপকের রিপভ্যান সংসারউদাসী একজন মানুষ, যে নিজের কাজ অপেক্ষা পড়শির কাজ করতে পছন্দ করত। 'সুভা' গল্পের প্রতাপও এমনই সংসারউদাসী ও পরোপকারী একজন মানুষ। উভয় চরিত্রের সাদৃশ্য এখানেই লক্ষযোগ্য।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- আংশিক মিল থাকলেও উদ্দীপকটি 'সুভা' গল্পের বিষয়বস্তুকে ধারণ করে না– মন্তব্যটি যথার্থ।
- অন্যের উপকার করে যারা যথার্থ সুখী হয় তারা মহৎ। অথচ এসব লোককে মানুষ সহজে চিনতে পারে না। ভুল বুঝে তাদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে। সংসারের স্বাভাবিক নিয়মে তাদের বিচার করা যায় না।
- উদ্দীপকের রিপভ্যান এমনই একজন পরোপকারী মানুষ ছিল। সে নিজের সংসারের ওপর তেমন একটা গুরুত্ব দিত না। পড়শির কাজ করতে সে বেশি উৎসাহী ছিল এবং শান্তশিষ্টভাবে বসে মাছ ধরত। এ ধরনের একটি চরিত্র 'সুভা' গল্পের প্রতাপ। সেও সারা দিন মাছ ধরার জন্য ছিপ ফেলে বসে থাকত। অন্যের কাজ করে আনন্দ পেত। উদ্দীপকটি গল্পের এই দিকটি ছাড়া অন্য কোনো ভাব ও বিষয় প্রকাশ করতে পারেনি।
- 'সুভা' গল্পটিতে বাকপ্রতিবন্ধী কিশোরী সুভার প্রতি লেখকের ভালোবাসা ও মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। লেখক মূলত এ গল্পের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী মানুষের আশ্রয়ের জন্য একটি জগৎ তৈরি করেছেন এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রতি আমাদের মমত্ববোধের উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন। গল্পের এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য লেখক অনেক ঘটনা, চরিত্র ও অনুষঙ্গ উপস্থাপন করেছেন যার মধ্যে প্রতাপ চরিত্র অন্যতম। উদ্দীপকটি শুধু উক্ত চরিত্রকে নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছে, মূলভাব ধারণ করতে পারেনি। সুতরাং বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকের রিপভ্যানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে 'সুভা' গল্পের প্রতাপ চরিত্রের ছায়া দৃশ্যমান হলেও গল্পের ভাব ও বিষয় সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১৬ ▸ উদ্দীপকের বিষয় : আবেগ-অনুভূতির মূল্যায়ন করতে না পারা-এর আলোকে প্রণীত

তিন্নি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঝাপসা চোখে তপুকে আদর করতে গেল। তপু আনন্দে ডুবে আছে। সে আদরের কোনো মূল্যই দিল না। বরং সে বলল, তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো। আমি ঠেলা দেই।
তিন্নি বরের সাথে গাড়িতে গিয়ে বসল। তপু তার সমবয়সী কয়জনকে নিয়ে মনের আনন্দে গাড়ি ঠেলছে আর সুর করে বলছে– হেঁইয়ো রে হেঁইয়ো, আপু যায় হেঁইয়ো, গাড়ি যায় হেঁইয়ো। তপু গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে কতটুকু গেল। তারপর গাড়িটা তপুর হাতছাড়া হয়ে গেল। তপু গাড়ির সাথে দৌড়ে আর কুলোতে পারছে না। সে হাতছাড়া চলন্ত গাড়ির দিকে তাকিয়ে দু'হাতের আঙুল চিমটাচ্ছে। এ আর খেলা নয়– বিদায়!

[তথ্যসূত্র : তপুর তিন্নি আপু– বিএম বরকতউল্লাহ]

ক. প্রতাপ সুভাকে আদর করে কী নামে ডাকত? ১
খ. কেন বাণীকণ্ঠকে লোকে নিন্দা করতে শুরু করে? ২
গ. উদ্দীপকে 'সুভা' গল্পের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে প্রতিফলিত বিষয়টি 'সুভা' গল্পের সামগ্রিক বিষয়কে ধারণ করে না।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- প্রতাপ সুভাকে আদর করে 'সু' বলে ডাকত।

খ অনুধাবন

- সুভার বিয়ে না দেওয়ায় বাণীকণ্ঠকে লোকে নিন্দা করতে শুরু করে।
- সুভা বাণীকণ্ঠের তৃতীয় মেয়ে। সুভা বোবা হওয়াতে তাকে বিয়ে দিতে অসুবিধা হচ্ছিল। অন্যদিকে সুভার বয়স বাড়ছিল, তবু তার বাবা তাকে বিয়ে দিতে পারছিলেন না। এই কারণে সবাই বাণীকণ্ঠকে নিন্দা করতে শুরু করেছিল। তার ওপরে বাণীকণ্ঠ সচ্ছল ছিলেন, তারা দুবেলা মাছ-ভাত খেতে পারতেন বলে তার শত্রুরও শেষ ছিল না। গ্রামের লোকজন তাদেরকে একঘরে করারও গুঞ্জন তোলে।

সারকথা : সুভার বিয়ের বয়স হওয়ার পরও তার পিতা বাণীকণ্ঠ তাকে বিয়ে না দেওয়ায় লোকে তাকে নিন্দা করতে শুরু করল।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে 'সুভা' গল্পের সুভার কলকাতা যাওয়ার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।
- মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে চেনা-জানা পরিবেশ ছেড়ে অচেনা স্থানের দিকে পা বাড়ায়। যাওয়ার সময় চিরচেনা পরিবেশ-পরিজনের জন্য বেদনাহত হয়। ব্যক্তি সেই বেদনা মুখে প্রকাশ না করলেও অনুভূতিশীল মানুষ তা সহজেই অনুধাবন করতে পারে।
- উদ্দীপকে তিন্নি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভেজা চোখে ছোট ভাই তপুকে আদর করতে যায়, তপু তিন্নির সেই অনুভূতি বুঝতে পারে না। সে গাড়ি ঠেলে দিতে দিতে আনন্দ অনুভব করে। তারপর গাড়ি যখন অপুর হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন সে বুঝতে পারে যে তা এখন আর খেলা নয়, বিদায়। এই বিষয়টি 'সুভা' গল্পের বাবা বাণীকণ্ঠের সঙ্গে সুভার কলকাতা যাত্রার দিকটি সম্পর্কিত। সুভাও কলকাতায় যাওয়ার আগে প্রতাপের কাছে তার মনোবেদনা প্রকাশ করতে চায় চোখের করুণ চাহনি দিয়ে। কিন্তু প্রতাপ তার অর্থ বুঝতে পারে না। এরপর সে তার বাল্য-সখীদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। গাভী দুটির গলা ধরে আদর করে। সুভা কথা বলতে পারে না, চোখের জলে তাদেরকে ছেড়ে যাওয়ার বেদনা বোঝায়। উদ্দীপকের তপু যেমন তার তিন্নি আপুর বিদায় বুঝতে পারে না তেমনই এরাও সুভার বিদায় বুঝতে পারে না।

সারকথা : উদ্দীপকের তিন্নি বিয়ের পর বরের সঙ্গে গাড়িতে করে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার আগে ছোট ভাই তপুকে আদর করে। তেমনই 'সুভা' গল্পের সুভাও তার সঙ্গী সর্বশী ও পাঞ্চালিকে আদর করে বাবার সঙ্গে বিয়ের উদ্দেশ্যে কলকাতায় যাত্রা করে। এদিক থেকে উভয়ে পরস্পর সম্পর্কিত।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকে প্রতিফলিত বিষয়টি 'সুভা' গল্পের সামগ্রিক বিষয়কে ধারণ করে না।"– মন্তব্যটি যথার্থ।
- প্রতিবন্ধীরা সমাজে অবহেলিত। প্রতিবন্ধীদের অভিভাবকরাও নিজেদের ভাগ্যহত বলে মনে করেন এবং প্রতিবন্ধী সন্তানকে স্বাভাবিক সন্তানের মতো গ্রহণ করতে পারেন না। সামাজিক কারণেই তাদের এমন মানসিকতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু প্রতিবন্ধীরাও অন্যদের মতো সমান অধিকার ভোগ করার দাবি রাখে। তাদের প্রতি সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের সহনশীল ও সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করা উচিত।
- 'সুভা' গল্পে সুভা বাকপ্রতিবন্ধী, সে কথা বলতে পারে না। এ কারণে শৈশব থেকেই সে অবহেলার শিকার। সমবয়সীরা তাকে খেলায় নেয় না, তার সঙ্গে খেলে না। সুভার মা সুভাকে তার গর্ভের কলঙ্ক মনে করেন। ফলে সুভা নির্বাক প্রকৃতির কাছে তার মুক্তির আনন্দ খুঁজে পায়। নির্বাক হওয়ায় বাণীকণ্ঠ মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারেন না। তাই নিরুপায় হয়ে সুভার বিয়ের কথা ভেবে তাকে নিয়ে কলকাতায় যাওয়ার আয়োজন করেন। সুভা যাওয়ার আগে তার নির্বাক সঙ্গীদের কাছে বিদায় নেয়। এই বিষয়টির সঙ্গে উদ্দীপকের তপুকে স্নেহ-আদর দিয়ে তিন্নির বিদায় নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে তিন্নি প্রতিবন্ধী বা নির্বাক নয়। এই বিষয়টি ছাড়া উদ্দীপকে ভাইয়ের জন্য বোনের এবং বোনের গাড়ি হাতছাড়া হওয়ার পর পথের দিকে ভাইয়ের তাকিয়ে থাকার অনুভূতি ছাড়া অন্য কোনো বিষয় 'সুভা' গল্পের সঙ্গে মেলে না।
- 'সুভা' গল্পে সুভার পারিবারিক পরিচয়, প্রতিবন্ধী হওয়ায় পরিবারে সুভার অবস্থান, সমাজের চোখে সুভার মূল্যায়ন, নির্বাক সঙ্গী হিসেবে প্রতাপের কাছে সুভার গুরুত্ব, প্রতাপের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এসব বিষয় উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকে তিন্নির শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার সঙ্গে 'সুভা' গল্পের সুভার বিয়ের উদ্দেশ্যে কলকাতা যাওয়ার মিল থাকলেও অন্যান্য বহু বিষয়ে সুভার সঙ্গে তিন্নির মিল নেই। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১৭ ▸ উদ্দীপকের বিষয় : প্রতিবন্ধীদের সফলতা-এর আলোকে প্রণীত

প্রতিবন্ধীরা জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় অন্যদের মতো সমতালে পা মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু যথাযথ মনোযোগ, সহযোগিতা ও সুযোগ পেলে তারাও দুঃখের অন্ধকার ছেড়ে স্বনির্ভর এক আলোচিত জীবনের অধিকারী হতে পারে, এমনকি হয়ে উঠতে পারে বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব। অন্ধত্বকে অস্বীকার করে যেমন পেয়েছেন ইলিয়াড ওডেসি রচয়িতা মহাকবি হোমার কিংবা বিটোফেন, যিনি নিজের বধিরতা সত্ত্বেও সৃষ্টি করেছেন অপূর্ব সব সুর। [তথ্যসূত্র : কালো ছায়া মুছে যাক— খালেদ হোসাইন]

ক. 'মানসী' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা? ১

খ. বাণীকণ্ঠের বিদেশে যাওয়ার কারণ কী? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের বিটোফেনের সঙ্গে 'সুভা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি গল্পের একটি চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও সমগ্র ভাব প্রকাশ করে না।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- 'মানসী' কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।

খ অনুধাবন

- বাণীকণ্ঠের বিদেশে যাওয়ার কারণ সুভার জন্য পাত্র ঠিক করা।
- বাণীকণ্ঠ সুভার বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবেন। তার মনে হয় দিন দিন সুভার বয়স বেড়ে যাচ্ছে। আর সুভা কথা বলতে না পারায় তার জন্য বর পাওয়াটাও কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সুভার বড় দুই বোনের বিয়ে হয়েছে। সমাজের মতে সুভা আইবুড়ো মেয়ে। এ কারণে সমাজেও সুভার নামে নিন্দা রটেছে। সমাজ বাণীকণ্ঠকে একঘরে করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে। এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সুভার জন্য পাত্র সন্ধান করতে বাণীকণ্ঠ বিদেশে যায়।

সারকথা : সুভার জন্য পাত্র ঠিক করতে বাণীকণ্ঠ বিদেশে যায়।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের বিটোফেনের সঙ্গে 'সুভা' গল্পের সুভা চরিত্রের কথা না বলতে পারার দিক থেকে মিল পাওয়া যায়।
- আমাদের সমাজের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুবিধাবঞ্চিতরা সবচেয়ে বেশি অবহেলার শিকার হয়। সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের একটু সহানুভূতি ও উৎসাহ তাদের কষ্ট দূর করতে পারে। তারাও মানুষের মতো সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে।
- উদ্দীপকের শারীরিক সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কথা বলা হয়েছে। যথাযথ মনোযোগ, সহযোগিতা ও সুযোগ পেলে তারাও স্বনির্ভর এক আলোচিত জীবনের অধিকারী হতে পারে। বিটোফেন কথা বলতে না পারলেও তার সৃষ্ট সুরের মাধ্যমে তিনি সব প্রতিবন্ধকতা দূর করেছেন। 'সুভা' গল্পে সুভা কথা বলতে পারে না। তার প্রতি লেখকের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে। সে কথা বলতে পারে না বলে কেউ তার সাথে মেশে না, কথা বলে না। সুভার মধ্য দিয়ে লেখক মূলত প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি দেখিয়েছেন। সুভাও নির্বাক প্রকৃতির কাছে তার মুক্তির আনন্দ খুঁজে পেয়েছে। তাই কথা বলতে না পারার দিক থেকেই উদ্দীপকের বিটোফেনের সঙ্গে 'সুভা' গল্পের সুভার মিল পাওয়া যায়।

সারকথা : উদ্দীপকের বিটোফেনের সঙ্গে 'সুভা' গল্পের সুভার বাক্‌প্রতিবন্ধিতার দিক থেকে মিল পাওয়া যায়।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকটি গল্পের একটি চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও সমগ্র ভাব প্রকাশ করে না।"— মন্তব্যটি যথার্থ।
- আমাদের সমাজের কাছে শারীরিক প্রতিবন্ধীরা সবসময়ই অবহেলিত। শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে তারা অবহেলার শিকার হয়। সুস্থ ও স্বাভাবিক সবার উচিত তাদের প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেওয়া। তাতে তারা কোনো না কোনো একটি দিক থেকে সমাজে কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত হতে পারবে।
- উদ্দীপকে বাক্‌প্রতিবন্ধী বিটোফেনের কথা বলা হয়েছে। তিনি বধির হওয়া সত্ত্বেও অপূর্ব সব সুর সৃষ্টি করেছেন। 'সুভা' গল্পের সুভাও কথা বলতে পারে না। সুভার মধ্য দিয়ে লেখক বাক্‌প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি মমত্ববোধের উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন। মা নিজের নিয়তিকে দোষ দিলেও বাবা সুভাকে অনেক ভালোবাসতেন। সে কথা বলতে পারে না বলে কেউ তার সঙ্গে সহজভাবে মিশত না, খেলত না। আর এ কারণেই সুভা পোষা কথা বলতে না পারা প্রাণীদের আপন করে নিয়েছে। নির্বাক প্রকৃতির কাছে সে নিজের একটি জগৎ কল্পনা করেছে। সেই সঙ্গে গল্পে প্রকাশ পেয়েছে প্রতিবন্ধী মানুষের অসহায়ত্ব।
- উদ্দীপকটি 'সুভা' গল্পের সুভার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গল্পে লেখক সুভা চরিত্রের মধ্য দিয়ে সব শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে চেয়েছেন। গল্পে শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রকাশিত হয়েছে। 'সুভা' গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক মানুষের সহানুভূতি জাগিয়ে তুলে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য একটি আশ্রয়ের জগৎ তৈরি করতে চেয়েছেন, যা উদ্দীপকে নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকটি 'সুভা' গল্পের বাক্‌প্রতিবন্ধী সুভার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'সুভা' গল্পে লেখক বাক্‌প্রতিবন্ধী মেয়ে সুভার মধ্য দিয়ে বিস্তৃত মনোভাব প্রকাশ করেছেন, যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই উদ্দীপকটি 'সুভা' গল্পের সমগ্র ভাব প্রকাশ করে না।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১৮ ▸ উদ্দীপকের বিষয় : শারীরিক প্রতিবন্ধিতা-এর আলোকে প্রণীত

অতি সাধারণ এক কিশোর লখা। কথা বলতে পারে না সে। কিন্তু তাতে কীই-বা আসে যায়। লখা উঁচু ডালে উঠে লাল ফুল সংগ্রহ করে শহিদ মিনারে যায় শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। কথা বলতে না পারলেও তার মুখ দিয়ে আঁ আঁ আঁ আঁ ধ্বনির মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসে বাঙালির গর্বের উচ্চারণ। [তথ্যসূত্র : পাঠ পরিচিতি, লখার একুশে– আবু বকর সিদ্দিক, সপ্তম শ্রেণি]

ক. সর্বশী ও পাঙ্গুলি কার নাম? ১

খ. প্রতাপের দ্বারা সংসারের উন্নতির আশা বাবা-মা ত্যাগ করেছিলেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের লখা 'সুভা' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'সুভা' গল্পের একটি চরিত্রকে প্রতীকায়িত করেছে মাত্র, গল্পের সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করতে পারেনি।"– মূল্যায়ন কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- সর্বশী ও পাঙ্গুলি সুভাদের গোয়ালের দুটি গাভীর নাম।

খ অনুধাবন

- প্রতাপ নিতান্ত অকর্মণ্য ছিল বলে তার বাবা-মা তার দ্বারা সংসারের উন্নতির আশা ত্যাগ করেছিলেন।
- বাবা-মায়ের নিতান্ত অকর্মণ্য ছেলে প্রতাপ। অনেক চেষ্টা করেও তাকে দিয়ে সংসারের উন্নতির কোনো কাজ করানো সম্ভব হয়নি। মা-বাবা তাকে নিয়ে প্রত্যাশা বাদ দিয়েছিলেন। সে অবহেলায় সময় কাটানোর জন্য অপরাহ্নে নদীতীরে ছিপ ফেলে মাছ ধরত। কারণ এভাবে অনেকটা সময় কাটানো যায়। আসলে প্রতাপ ছিল প্রচন্ড অলস প্রকৃতির একজন মানুষ।

সারকথা : প্রতাপের অলসতা ও অকর্মণ্যতার কারণে তার বাবা-মা তার দ্বারা সংসারের উন্নতির আশা ত্যাগ করেছিলেন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের লখা 'সুভা' গল্পের সুভা চরিত্রের প্রতিচ্ছবি।
- পৃথিবীটা অনেক সুন্দর। এই সুন্দর পৃথিবীতে শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে অনেক মানুষ সেই অনিন্দ্য সৌন্দর্য উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হয়। শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও অনেকে তাদের তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও দক্ষতা দিয়ে অনেক মহৎ কাজ সম্পাদন করে।
- উদ্দীপকের লখা কথা বলতে পারে না অর্থাৎ বাক্‌প্রতিবন্ধী কিশোর। অথচ তার এ শারীরিক প্রতিবন্ধিতা কোনো কাজেই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। অন্যান্য সুস্থ মানুষের মতো লখাও নিজেকে সব কাজে সম্পৃক্ত করতে চায়। 'সুভা' গল্পের সুভাও কথা বলতে পারে না। এ কারণে কেউ তার সাথে মেশে না। তাকে সমাজের মানুষরা স্বাভাবিক মানুষ ভাবে না। অথচ বাক্‌প্রতিবন্ধী হলেও সে সব কাজ করতে পারে। অন্যান্য সুস্থ মানুষের মতো সেও নিজেকে সব কাজে সম্পৃক্ত করতে চায়। এদিক দিয়ে উদ্দীপকের লখাকে 'সুভা' গল্পের সুভার প্রতিচ্ছবি বলা যায়।

সারকথা : উদ্দীপকের লখার মতো 'সুভা' গল্পের সুভাও কথা বলতে পারে না। আর এ কারণেই বলা যায়, লখা সুভার প্রতিচ্ছবি।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকটি 'সুভা' গল্পের একটি চরিত্রকে প্রতীকায়িত করেছে মাত্র, গল্পের সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করতে পারেনি।"– মন্তব্যটি যথার্থ।
- শারীরিক প্রতিবন্ধিতা মানুষকে স্বাভাবিক জীবন থেকে পৃথক করে দেয়। কথা বলতে না পারা এক ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধিতা। যারা বোবা তারা কর্মের মাধ্যমে তাদের না-বলা কথাগুলো প্রকাশ করে। তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত।
- উদ্দীপকের কিশোর লখা কথা বলতে পারে না। তা সত্ত্বেও সে অন্যান্য স্বাভাবিক মানুষের মতো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। 'সুভা' গল্পে লেখক সুভা নামের বাক্‌প্রতিবন্ধী এক নারী চরিত্রের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সুভা কথা বলতে পারে না বলে পরিবারের সবাই তাকে নিয়ে চিন্তিত। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। কিন্তু সুভাও সবার মতো কাজ করতে পারে। সেও নিজেকে সবার মাঝে সম্পৃক্ত করতে চায়। বাক্‌প্রতিবন্ধিতার কষ্ট সে তার কাজের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে উঠতে চায়। সে সৃষ্টিকর্তার কাছে অলৌকিক ক্ষমতাও প্রার্থনা করে যাতে সে প্রতাপের দৃষ্টিতে কাজের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। উদ্দীপকে এই দিকটি প্রতিফলিত হলেও গল্পের সামগ্রিক বিষয় এখানে প্রতিফলিত হয়নি।
- 'সুভা' গল্পে উদ্দীপকের লখার সাথে সুভার সাদৃশ্য রয়েছে। তবে এই দিকটি ছাড়াও গল্পে বেশকিছু বিষয় ও ভাবের বর্ণনা রয়েছে। প্রতিবন্ধীদের ওপর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের মনঃকষ্ট ও অসহায়ত্ব, অনুভূতির তীব্রতা, তাদের প্রতি সমাজের মনোভাব, লেখকের সহমর্মিতা– এসব বিষয় উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই বলা যায়, মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকের লখা 'সুভা' গল্পের সুভা চরিত্রের বাক্‌প্রতিবন্ধিতার বিশেষ দিকটিকে প্রতীকায়িত করেছে মাত্র। গল্পের অন্যান্য বিষয় উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই মন্তব্যটিকে যথার্থ বলা যায়।

www.abswer.com

www.abswer.com

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারায় প্রণীত

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ▸ প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝত কেন? [ঢা. বো. '২০]
উত্তর : ছিপ ফেলে মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝত।

প্রশ্ন ২ ▸ সুভা কার কাছে মুক্তির আনন্দ পায়? [রা. বো. '২০]
উত্তর : সুভা বিপুল নির্বাক প্রকৃতির কাছে মুক্তির আনন্দ পায়।

প্রশ্ন ৩ ▸ 'সুভা' গল্পে একমাত্র কে সুভার মর্যাদা বুঝত? [য. বো. '২০]
উত্তর : 'সুভা' গল্পে একমাত্র সুভার মর্যাদা বুঝত প্রতাপ।

প্রশ্ন ৪ ▸ সুভার মা সুভার প্রতি বিরক্ত ছিলেন কেন? [চ. বো. '২০]
উত্তর : জন্ম থেকে সুভা কথা বলতে পারত না বলে সুভার মা তাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করে তার প্রতি বিরক্ত ছিলেন।

প্রশ্ন ৫ ▸ 'কিশলয়' অর্থ কী? [সি. বো. '২০]
উত্তর : 'কিশলয়' অর্থ গাছের নতুন পাতা।

প্রশ্ন ৬ ▸ সুভা দুই বাহুতে কাকে ধরে রাখতে চায়? [ব. বো. '২০]
উত্তর : সুভা দুই বাহুতে প্রকাণ্ড মূক মানবতাকে ধরে রাখতে চায়।

প্রশ্ন ৭ ▸ 'সুভা' গল্পে কাকে অকর্মণ্য বলা হয়েছে? [ম. বো. '২০]
উত্তর : 'সুভা' গল্পে প্রতাপকে অকর্মণ্য বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ৮ ▸ প্রতাপের প্রধান শখ কী? [ব. বো. '১৯]
উত্তর : প্রতাপের প্রধান শখ ছিপ ফেলে মাছ ধরা।

প্রশ্ন ৯ ▸ সুভা জলকুমারী হলে কী করত? [দি. বো. '১৯]
উত্তর : সুভা জলকুমারী হলে আস্তে আস্তে জল থেকে উঠে সাপের মাথায় মণি ঘাটে রেখে যেত।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১০ ▸ 'গোরা' কোন শ্রেণির রচনা? [মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল]
উত্তর : 'গোরা' উপন্যাস শ্রেণির রচনা।

প্রশ্ন ১১ ▸ সুভার বাবার নাম কী? [সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
উত্তর : সুভার বাবার নাম বাণীকণ্ঠ।

প্রশ্ন ১২ ▸ বাণীকণ্ঠর আর্থিক অবস্থা কেমন? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]
উত্তর : বাণীকণ্ঠর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল।

প্রশ্ন ১৩ ▸ গোঁসাইদের ছোট ছেলেটির নাম কী? [কুলাউড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : গোঁসাইদের ছোট ছেলেটির নাম প্রতাপ।

প্রশ্ন ১৪ ▸ 'ঝিল্লিরব' অর্থ কী? [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]
উত্তর : 'ঝিল্লিরব' অর্থ ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ বা শব্দে মুখর।

প্রশ্ন ১৫ ▸ সুভাষিণীর বড় দুই বোনের নাম কী? [ক্লাসিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সিলেট]
উত্তর : সুকেশিনী ও সুহাসিনী।

প্রশ্ন ১৬ ▸ সুভা কোথায় বসে থাকত? [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : সুভা তেঁতুলতলায় বসে থাকত।

প্রশ্ন ১৭ ▸ সুভার পুরো নাম কী? [সরকারি এস.সি. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ]
উত্তর : সুভার পুরো নাম সুভাষিণী।

প্রশ্ন ১৮ ▸ 'সুভা' কী জাতীয় রচনা? [সরকারি কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : 'সুভা' ছোটগল্প জাতীয় রচনা।

প্রশ্ন ১৯ ▸ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'বনফুল'।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ২০ ▸ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ২৫শে বৈশাখ।

প্রশ্ন ২১ ▸ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজি কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭ই মে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ২২ ▸ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহের নাম কী?
উত্তর : প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

প্রশ্ন ২৩ ▸ কোন কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর : 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

প্রশ্ন ২৪ ▸ এশীয়দের মধ্যে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?
উত্তর : এশীয়দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

প্রশ্ন ২৫ ▸ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বনফুল' কাব্য প্রকাশিত হয় তাঁর কত বছর বয়সে?
উত্তর : ১৫ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বনফুল' কাব্য প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন ২৬ ▸ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

প্রশ্ন ২৭ ▸ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা কত সনে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ১৩৪৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন ২৮ ▸ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ১৯৪১ সালে।

প্রশ্ন ২৯ ▸ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন ৩০ ▸ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতার নাম কী?
উত্তর : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রশ্ন ৩১ ▸ বাণীকণ্ঠর ছোট মেয়ের নাম কী?
উত্তর : সুভাষিণী (সুভা)।

প্রশ্ন ৩২ ▸ ছোট মেয়েটার নাম সুভাষিণী রাখা হয়েছিল কেন?
উত্তর : বড় দুই বোনের নামের সাথে মিলের অনুরোধে ছোট মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখা হয়েছিল।

প্রশ্ন ৩৩ ▸ সুভাষিণীকে সবাই সংক্ষেপে কী নামে ডাকত?
উত্তর : সুভাষিণীকে সবাই সংক্ষেপে 'সুভা' নামে ডাকত।

প্রশ্ন ৩৪ ▸ বাণীকণ্ঠর বড় মেয়ে দুটির বিয়ে কীভাবে হয়েছে?
উত্তর : দস্তুরমতো অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বাণীকণ্ঠর বড় মেয়ে দুটির বিয়ে হয়েছে।

প্রশ্ন ৩৫ ▸ ছোট মেয়েটি পিতা-মাতার কোন অনুভূতির মতো বিরাজ করছিল?
উত্তর : ছোট মেয়েটি পিতা-মাতার নীরব হৃদয়ভারের মতো বিরাজ করছিল।

প্রশ্ন ৩৬ ▸ সুভা কথা না বলতে পারলেও কী করতে পারত?
উত্তর : সুভা কথা না বলতে পারলেও অনুভব করতে পারত।

প্রশ্ন ৩৭ ▸ সুভা সবসময় কোন চেষ্টা করত?
উত্তর : সুভা সবসময় নিজেকে সবার কাছ থেকে গোপন করার চেষ্টা করত।

প্রশ্ন ৩৮ ▸ সুভা কী মনে করত?
উত্তর : সুভা মনে করত তাকে সবাই ভুলে গেলে সে বাঁচে।

প্রশ্ন ৩৯ ▸ সুভার মা সুভাকে কীভাবে দেখতেন?
উত্তর : সুভার মা সুভাকে তার নিজের ত্রুটিস্বরূপ দেখতেন।

প্রশ্ন ৪০ ▸ মায়েরা মেয়েকে কিসের অংশরূপে দেখেন?
উত্তর : মায়েরা মেয়েকে নিজের অংশরূপে দেখেন।

প্রশ্ন ৪১ ▸ মেয়ের কোনো ত্রুটি থাকলে মায়েরা তা কীভাবে দেখেন?
উত্তর : মেয়ের কোনো ত্রুটি থাকলে মায়েরা নিজের ত্রুটি হিসেবে দেখেন।

প্রশ্ন ৪২ ▸ বাণীকণ্ঠ তিন মেয়ের মধ্যে কাকে বেশি ভালোবাসতেন?
উত্তর : বাণীকণ্ঠ তিন মেয়ের মধ্যে সুভাকে বেশি ভালোবাসতেন।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৪৩ ▸ সুভার মা কী জ্ঞান করে সুভার ওপর বিরক্ত ছিলেন?
উত্তর : সুভার মা নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করে সুভার ওপর বিরক্ত ছিলেন।

প্রশ্ন ৪৪ ▸ সুভার কথা না থাকলেও কী ছিল?
উত্তর : সুভার কথা না থাকলেও সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড় বড় দুটি কালো চোখ ছিল।

প্রশ্ন ৪৫ ▸ সুভার ওষ্ঠাধর কিসের মতো কেঁপে উঠত?
উত্তর : সুভার ওষ্ঠাধর কচি কিশলয়ের মতো কেঁপে উঠত।

প্রশ্ন ৪৬ ▸ সুভা কখনো কখনো কিসের মতো চেয়ে থাকত?
উত্তর : সুভা কখনো কখনো অস্তমান চন্দ্রের মতো অনিমেষভাবে চেয়ে থাকত।

প্রশ্ন ৪৭ ▸ সুভা অবসর পেলেই কোথায় গিয়ে বসে থাকে?
উত্তর : সুভা অবসর পেলেই নদীতীরে গিয়ে বসে থাকে।

প্রশ্ন ৪৮ ▸ গোয়ালের গাভী দুটি সুভার কে?
উত্তর : গোয়ালের গাভী দুটি সুভার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

প্রশ্ন ৪৯ ▸ সুভা নিয়মিত কয়বার গোয়ালে যেত?
উত্তর : সুভা নিয়মিত তিনবার গোয়ালে যেত।

প্রশ্ন ৫০ ▸ 'সুভা' গল্পে কোন তিথির কথা উল্লেখ আছে?
উত্তর : শুক্লা দ্বাদশী।

প্রশ্ন ৫১ ▸ সুভার ভাষাবিশিষ্ট জীব সঙ্গী কে?
উত্তর : সুভার ভাষাবিশিষ্ট জীব সঙ্গী প্রতাপ।

প্রশ্ন ৫২ ▸ বাণীকণ্ঠর ঘর কোথায়?
উত্তর : বাণীকণ্ঠর ঘর নদীর একেবারে উপরে।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ▸ সুভাকে সুভার মা বিধাতার অভিশাপ মনে করে কেন? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২০]
উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ২(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ২ ▸ মা সুভাষিণীকে নিজের ত্রুটিস্বরূপ দেখতেন কেন? [রা. বো. '২০]
উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৩(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৩ ▸ 'সুভা' গল্পে 'গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? [য. বো. '২০]
উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৪(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৪ ▸ সুভা মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করত কেন? ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. '২০]
উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৫(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৫ ▸ "তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা"– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. '২০]
উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৬(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৬ ▸ সুভা পিতামাতার মনে সর্বদাই জাগরূক ছিল কেন? বুঝিয়ে দাও। [ব. বো. '২০]
উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৭(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৭ ▸ "বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্ব আছে।"– 'সুভা' গল্পের লেখকের এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [ম. বো. '২০]
উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৮(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৮ ▸ সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে ভরে গেল কেন? বুঝিয়ে গেল। [ব. বো. '১৯]
উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৯(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৯ ▸ প্রতাপকে নিতান্ত অকর্মণ্য লোক কেন বলা হয়েছে? [দি. বো. '১৯]
উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ১০(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১০ ▸ 'মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেয়'– বাক্যটির মানে কী? [মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল]
উত্তর : "মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেয়"– বাক্যটির মানে হচ্ছে– শব্দ শুনলে মাছ চলে যায় বলে শব্দ করে না এমন নীরব সঙ্গী সবচেয়ে ভালো।
নিশ্চুপ পরিবেশে ছিপ ফেলে মাছ ধরার সুবিধার কথা ভেবে প্রতাপ মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গী কামনা করেছে। কারণ মাছ ধরার সময় শব্দ শুনতে পেলে মাছ এক জায়গায় একত্র না হয়ে অন্যত্র চলে যায়। এতে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে অসুবিধা হয়। সুভা কথা বলতে পারে না। সে প্রায়ই কোনো না কোনো কাজে নদীর তীরে যেত। সেখানে সুভার সঙ্গে প্রতাপের দেখা হতো। মাছ ধরার সময় সুভা কাছাকাছি থাকলেও প্রতাপের ছিপ ফেলে মাছ ধরতে কোনো অসুবিধা হতো না। প্রতাপেরও নিজেকে একা মনে হতো না। এ কারণেই সে মাছ ধরার সময় সুভার মতো বাক্যহীন সঙ্গী কামনা করেছে।

প্রশ্ন ১১ ▸ প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝত কেন? ব্যাখ্যা কর। [সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
উত্তর : মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ– এজন্যই প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝত।
'সুভা' গল্পে প্রতাপ নিতান্ত অকর্মণ্য ছেলে। তার বাবা-মায়ের পক্ষে অনেক চেষ্টা করেও তাকে দিয়ে সংসারের কোনো কাজ করানো সম্ভব হয়নি। মা-বাবা প্রতাপকে নিয়ে সব প্রত্যাশা বাদ দিয়েছিল। প্রতাপ অবহেলায় সময় কাটানোর জন্য অপরাহ্নে নদীতীরে ছিপ ফেলে মাছ ধরত। বড়শি দিয়ে মাছ ধরার সময় নীরব পরিবেশের প্রয়োজন। কারণ পরিবেশ কোলাহলপূর্ণ হলে ভয় পেয়ে মাছ অন্য কোথাও চলে যায়। এজন্য প্রতাপ চুপচাপ থাকে এমন কাউকে সঙ্গী হিসেবে পছন্দ করত। কারণ মাছ ধরার সময় একজন নীরব সঙ্গী থাকলে তার সময়টা ভালো কাটত। তাই বাক্যহীন সঙ্গী সুভার মর্যাদা সে বুঝত।

প্রশ্ন ১২ ▸ "সে ভাষাবিশিষ্ট জীব"– কার সম্পর্কে কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]
উত্তর : 'সে ভাষাবিশিষ্ট জীব'– কথাটি সুভার সঙ্গী প্রতাপ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুভার গুটিকয়েক সঙ্গীর মধ্যে প্রতাপই একমাত্র কথা বলতে পারে, সেই প্রসঙ্গে লেখক প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।
সুভা কথা বলতে পারে না। পরিবার ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। বাড়ির দুটি গাভী, বিড়াল, গাছপালা ও নদীর সঙ্গে সে সখ্য গড়ে তোলে। এরাও সুভার মতো ভাষাহীন। এই ভাষাহীনদের বাইরে সুভার আরেকজন সঙ্গী আছে। লেখকের মতে সে উন্নত শ্রেণির জীব, সে ভাষাবিশিষ্ট প্রাণী। তার নাম প্রতাপ, গোঁসাইদের ছোট ছেলে। তার পরিচয় দিতে গিয়েই লেখক প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

প্রশ্ন ১৩ ▸ প্রতাপের প্রতি তার বাবা-মায়ের নিরাশ হওয়ার কারণ কী? [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]
উত্তর : প্রতাপের প্রতি তার বাবা-মায়ের নিরাশ হওয়ার কারণ হলো– প্রতাপ সংসারের কাজের প্রতি যত্নবান বা মনোযোগী নয়, বরং সে বড় বেশি উদাসীন।
প্রতাপকে তার বাবা-মা সংসারের দায়িত্ব বারবার দিয়ে দেখে যে, সে কোনো কাজ করতে চায় না, কাজের প্রতি তার কোনো আগ্রহই নেই। নিতান্ত অকর্মণ্য হয়ে ঘুরে বেড়ানোতেই প্রতাপের বেশি আনন্দ। সে সারাদিন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। আর বিকেলে নদীর পাড়ে ছিপ ফেলে মাছ ধরে সময় ব্যয় করে। নিজের কাজের প্রতি তার উৎসাহ নেই। তবে অন্যের কাজের প্রতি তার উৎসাহ ছিল। মূলত প্রতাপের বাবা-মা অনেক চেষ্টা করেও প্রতাপকে ঘর-সংসারের কাজে মনোযোগী করতে পারেননি বলেই তার প্রতি তারা নিরাশ হয়েছেন।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১৪ ▸ সুভার কালো চোখকে তর্জমা করতে হয় না কেন?

[সরকারি এম.সি. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ]

উত্তর : সুভার মনের ভাব তার চোখে ফুটে ওঠে, তাই তার কালো চোখকে তর্জমা করতে হয় না।

আমরা কথার মধ্য দিয়ে যে ভাষা প্রকাশ করি তা আমাদের নিজের চেষ্টায় গড়ে নিতে হয়। ঠিক কোনোকিছু তর্জমা করার মতো, যা সবসময় ঠিক হয় না। সুভার বড় বড় কালো চোখের যে ভাষা, যে উজ্জ্বলতা তাতে অবর্ণনীয় ভাবের প্রকাশ রয়েছে। যার দিকে তাকালে আর কোনো তর্জমা করার দরকার হয় না। তার চোখ দুটোই কথা বলে। সুভার মনের ভাব তার চোখের উপরে কখনো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠত, আবার কখনো ম্লানভাবে নিভে আসত। কখনো চঞ্চল বিদ্যুতের মতো, আবার কখনো ডুবে যাওয়া চাঁদের মতো হয়ে তার মনের ভাব প্রকাশ করত। সুভার মুখের ভাষা না থাকলেও দৃষ্টির গভীরতা স্পর্শ করা যায়। তাই সুভার কালো চোখকে তর্জমা করতে হয় না।

প্রশ্ন ১৫ ▸ সুভা মনে মনে কী কল্পনা করত?

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

উত্তর : সুভা মনে মনে জলকুমারী হওয়ার কথা কল্পনা করত।

সুভা কল্পনা করত সে যদি জলপরী হতো, তাহলে জল থেকে উঠে সাপের একটা মণি ঘাটে রেখে আসত। প্রতাপ তার তুচ্ছ মাছ ধরা ছেড়ে সাপের মাথার সেই মণি নিয়ে জলে ডুব দিত। তারপর পাতালে গিয়ে দেখত রুপার অট্টালিকার সোনার পালঙ্কে সুভা বসে আছে। সে পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা। সে পাতালপুরীর রাজকন্যা না হয়ে ভুল করে বাণীকণ্ঠর পরিবারে জন্ম নিয়েছে। সে মনে মনে এসব বিষয় কল্পনা করত।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১৬ ▸ "দস্তুরমতো অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড়ো দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে"— এখানে 'অর্থব্যয়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : "দস্তুরমতো অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড়ো দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে"— এখানে 'অর্থব্যয়' বলতে পণের টাকার পরিমাণকে বোঝানো হয়েছে।

সেকালে হিন্দু সমাজে পণপ্রথা প্রচলিত ছিল। কন্যাকে পাত্রস্থ করতে হলে পণ দিতে হতো। এ পণের অঙ্ক সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করত। সামাজিক অবস্থানের তারতম্যে কন্যাপক্ষের সঙ্গে বরপক্ষের দূরত্ব যত বেশি হতো, পণের পরিমাণ তত বেশি হতো। আর দূরত্ব যত কম হতো, পণের অঙ্কও তত কম হতো। এ ছাড়া বর আর কনের সৌন্দর্য বিচারের ওপরও বিষয়টি নির্ভর করত। কনে যদি বেঁটে বা খাটো হতো, তবে পণ বেশি দিতে হতো। আর মেয়ে বরের তুলনায় সুন্দরী হলে পণের পরিমাণ কম হলেও চলত। আলোচ্য লাইনে 'অর্থব্যয়' দ্বারা এই বিষয়টিই বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন ১৭ ▸ "তখন কে জানিত সে বোবা হইবে"— ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সুভার বোবা হওয়া সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে।

'সুভা' গল্পের সুভা একটি বোবা মেয়ে। তিন বোনের মধ্যে সে ছোট। তার বড় দুই বোন সুকেশিনী ও সুহাসিনী কথা বলতে পারে। তাই দুই বোনের নামের সাথে মিল রেখে তার নাম রাখা হয় সুভাষিণী। সুভাষিণী অর্থ 'যার কথা সুন্দর'। সুভাষিণীর যখন জন্ম হয় তখন কেউ জানত না যে সে কথা বলতে পারবে না। আর যে কথা বলতে পারে না, তার নাম সুভাষিণী এই বিষয়টি অনেকটা দুঃখজনক। তাই এখানে লেখক মেয়েটির শারীরিক প্রতিবন্ধিতার সাথে তার নামের বৈপরীত্য প্রকাশ করতে এমন কথা বলেছেন।

প্রশ্ন ১৮ ▸ সুভা কেন বাবা-মায়ের হৃদয়ভারের কারণ হয়েছিল?

উত্তর : সুভা বোবা হওয়ার কারণে বাবা-মায়ের হৃদয়ভারের কারণ হয়েছিল।

সুভার বড় দুই বোন সুস্থ ও স্বাভাবিক। তাই তাদেরকে বিয়ে দিতে তার বাবা-মাকে কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি। অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে এবং ধুমধাম করে তিনি তাদের বিয়ে দেন। আর সুভা বোবা হওয়ার কারণে তার বাবা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। কারণ বোবা মেয়েকে বিয়ে দেওয়াটা অন্য দুই মেয়ের বিয়ে দেওয়ার মতো সহজ কাজ নয়। তাই সুভার বাবা-মা প্রতিনিয়ত এই বিষয়টি নিয়ে দুশ্চিন্তা করেন এবং সুভার অস্তিত্ব যেন তাদের নীরব হৃদয়ভারের মতো হয়ে অবস্থান করে।

প্রশ্ন ১৯ ▸ সুভা শিশুকাল থেকেই কী বুঝে নিয়েছিল?

উত্তর : সুভা যে বিধাতার অভিশাপস্বরূপ পিতার ঘরে জন্ম নিয়েছে সে তা শিশুকাল থেকেই বুঝে নিয়েছিল।

সুভা জন্ম থেকেই বোবা। মুখে কথা বলতে না পারলেও তার মাঝে অনুভূতি ছিল। সে তার চারপাশের সবকিছুই অনুভব করত এবং বুঝতে পারত। ছোটবেলা থেকেই তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যেসব কথাবার্তা হতো সেগুলো থেকেই সে বুঝে নিয়েছিল যে, সে বিধাতার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে জন্মায়নি। পরিবারের লোকজনের আলোচনার মধ্য থেকেই বুঝে নিয়েছিল যে, সে তার বাবার ঘরে বিধাতার অভিশাপস্বরূপ জন্ম নিয়েছে।

প্রশ্ন ২০ ▸ নদীকে গৃহস্থ ঘরের মেয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন?

উত্তর : নদীকে গৃহস্থ ঘরের মেয়ের সাথে তুলনা করার কারণ হলো— গৃহস্থ ঘরের মেয়ে নিপুণা কিন্তু তার বিস্তার সংসারের ছোট গন্ডির মধ্যে। নদীটিও তেমনই।

গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা সাধারণত কর্মে পটু হয়। স্বভাব হয় শান্ত। সংসারের প্রতি তাদের আকর্ষণ চিরন্তন। আবার মমত্বে তারা মায়ের মতো, স্বল্পভাষী, চাহনিতে সৌম্য ভাব আর নিরলস পরিশ্রমী। তার বিস্তার সংসারের ছোট্ট গন্ডির মধ্যে, বেশি দূর পর্যন্ত নয়। নদীটিও তেমনি সরু ও দীর্ঘ। মানুষের ক্ষতি করে না, কারণ বুকে ঢেউয়ের প্রাবল্য নেই। দুপাশের মানুষের প্রয়োজন ও তৃষ্ণা দুই-ই মেটায়। দুই তীরের গাছপালাকে রসসিক্ত করে প্রাণবন্ত করে তোলে। তার প্রসারতাও বেশি নয়। এই কারণেই নদীকে গৃহস্থ ঘরের মেয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২১ ▸ সুভার প্রতি তার মায়ের আচরণ কেমন ছিল?

উত্তর : সুভার প্রতি তার মায়ের আচরণ ছিল বিরক্তিপূর্ণ।

মায়েরা কন্যাসন্তানকে নিজেদের অংশ মনে করে। মেয়েদের কোনো অঙ্গ যদি ত্রুটিপূর্ণ থাকে তাহলে মায়েরা তা নিজেদের ত্রুটি হিসেবে ধরে নেয়। 'সুভা' গল্পে সুভা জন্ম থেকে বোবা ছিল। তাই মা সুভার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। এই ত্রুটিকে সুভার মা নিজের গর্ভের কলঙ্ক মনে করতেন। সুভাকে দেখলে সুভার মা নিজের ত্রুটির কথা স্মরণ করতেন বলে তিনি সুভার ওপরে বিরক্ত ছিলেন।

প্রশ্ন ২২ ▸ প্রকৃতি কীভাবে সুভার ভাষার অভাব পূরণ করেছিল?

উত্তর : প্রকৃতির বিভিন্ন শব্দ ও কোলাহল দিয়ে প্রকৃতি সুভার ভাষার অভাব পূরণ করেছিল।

নদীর কলধ্বনি, পাখির ডাক, মাঝির গান, লোকের কোলাহল ইত্যাদি দিয়ে প্রকৃতি সুভার ভাষার অভাব পূরণ করে দেয়। সে সময় পেলেই নদীর পাড়ে এসে বসত। তখন প্রকৃতির নানান উপাদান নিজের সমস্ত ভাষা নিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো সুভার হৃদয়ে আঁছড়ে পড়ত। এই ভাষার বিস্তার যেন বিশ্বব্যাপী। এভাবেই প্রকৃতি বিভিন্ন শব্দের মধ্য দিয়ে সুভার ভাষার অভাব পূরণ করেছিল।

প্রশ্ন ২৩ ▸ সুভার সাথে গাভী দুটির সম্পর্ক কেমন ছিল?

উত্তর : সুভার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল গাভী দুটি।

সুভার অন্তরঙ্গ বন্ধু গাভী দুটি হলো সর্বশী ও পাঙ্গুলি। এদের সাথে সুভার অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সুভা কখন এদের আদর করত এরং কখন ভর্ৎসনা করত— এরা সব বুঝত। সুভা নিয়মিত তিনবার গোয়ালঘরে গিয়ে এদের খোঁজ নিত। এমনকি সুভার মনের ভাষা, মর্মবেদনা এরা বুঝতে পারত। সুভার বাহুতে শিং ঘষে সুভাকে এরা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করত। সুভার কথাহীন করুণ সুর এরা ভালো করে চিনত। সুভাকে এরা বন্ধুই মনে করত।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ২৪ ▸ বিড়ালটি সুভার কাছে গিয়ে কী করত?

উত্তর : বিড়ালটি সুভার কাছে গিয়ে আদর নিত।

সুভার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম একটি প্রাণী বিড়াল। সুভা বসে থাকলে বিড়ালটি যখন তখন নিঃসংকোচে এসে তার গরম কোলে বসে সুখনিদ্রার আয়োজন করত। সুভা গলায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে বিড়ালটির ঘুমিয়ে পড়ত।

প্রশ্ন ২৫ ▸ প্রতাপ কেমন ছিল?

উত্তর : প্রতাপ নিতান্ত অকর্মণ্য ছিল।

গোঁসাইদের ছোট ছেলে প্রতাপ অকর্মণ্য বলে বাবা-মা তার ওপর থেকে সব রকম আশা ত্যাগ করেছিল। সে তার সংসারের কোনো কাজে না লাগলেও অন্য সবার সব কাজে লাগত। সে ছিপ ফেলে মাছ ধরতে পছন্দ করত। গ্রামে দু-চারটে অকর্মণ্য লোক থাকেই যারা সব সময় অন্যের উপকারে লাগে, প্রতাপ ছিল তেমনই একজন পরোপকারী ব্যক্তি।

প্রশ্ন ২৬ ▸ সুভা ও প্রতাপের সম্পর্ক কেমন ছিল?

উত্তর : সুভা ছিল প্রতাপের মাছ ধরার সঙ্গী। তাদের সম্পর্ক ভালো ছিল।

প্রতাপ ছিপ ফেলে মাছ ধরতে খুব পছন্দ করত। তেঁতুলতলায় সুভা বসে থাকত এবং প্রতাপ কিছু দূরে ছিপ ফেলে পানির দিকে তাকিয়ে থাকত। প্রতাপের জন্য সুভা একটি করে পান বানিয়ে নিয়ে যেত। সুভা খুব চেষ্টা করত প্রতাপকে কোনো একটা কাজে সাহায্য করার জন্য, যেন সে বুঝতে পারে যে সুভাও কারও কাজে লাগতে পারে। প্রতাপ মাছ ধরায় ব্যস্ত থাকলে সুভা মনে মনে অলৌকিক কোনো ক্ষমতা আশা করত, যেন সে তা দেখে অবাক হয়। সুভার সাথে প্রতাপের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

প্রশ্ন ২৭ ▸ পূর্ণিমার রাতে সুভা কী করেছিল?

উত্তর : পূর্ণিমার রাতে সুভা নিজেকে চেনার চেষ্টা করেছিল।

পূর্ণিমার রাতে একবার সুভা দরজা খুলে ভয়ে ভয়ে মুখ বের করে দিয়ে পূর্ণিমা দেখছিল। তার কাছে মনে হয়েছিল এই পূর্ণিমা রাতও যেন তার মতো একা এবং নির্বাক। সে নিজের অস্তিত্ব এবং নিজের বেড়ে ওঠা সম্পর্কে অনুভূতি লাভ করে। অনেক কিছু বুঝতে চায়, কথা বলতে চায়, পারে না। চারদিকের সমস্ত নির্জনতা যেন তাকে ছাপিয়ে ওঠে। আর এই নিস্তব্ধ প্রকৃতির মধ্যে একটি মেয়ে একা দাঁড়িয়ে থাকে, সুভা সেই বিষয়টিও অনুভব করে।

প্রশ্ন ২৮ ▸ প্রতাপের দিকে সুভা কেন মর্মবিদ্ধ হরিণীর মতো তাকিয়ে ছিল?

উত্তর : সুভার বর পাওয়া গেছে, সে বিয়ে করে চলে যাবে, বিয়ের পর যেন সুভা তাকে না ভোলে– প্রতাপের মুখে এমন কথা শুনে সুভা তার দিকে মর্মবিদ্ধ হরিণীর মতো তাকিয়ে ছিল।

প্রতাপ মাছ ধরার সময় সুভা একদিন তার কাছে গেলে প্রতাপ তাকে বলে যে, তার বর খুঁজে পাওয়া গেছে। তার বিয়ে হবে। বিয়ের পর সে যেন সবাইকে ভুলে না যায়। এ কথা শুনে সুভা প্রতাপের দিকে এমনভাবে তাকায়, যেন মর্মবিদ্ধ হরিণী শিকারির দিকে তাকিয়ে থাকে। কারণ সুভা বিয়ের জন্য রাজি ছিল না। প্রতাপের কাছ থেকে কথাটি শুনে তার মোটেই ভালো লাগেনি। অত্যন্ত কষ্ট পায় বলে সুভা এভাবে তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

বহুনির্বাচনি অংশ — MCQ SECTION

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ অংশে তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি বোর্ড প্রশ্ন, সেরা স্কুলের প্রশ্ন এবং মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর প্রদত্ত হলো। অনুশীলনের সুবিধার্থে সঠিক উত্তরের বৃত্ত (●) ভরাট না করে Self-Test আকারে নিচে উত্তর দেওয়া হয়েছে।

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রণীত

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

১. ছিপ ফেলে মাছ ধরা কার প্রধান শখ ছিল?
ক সুভাষিণীর খ বাণীকণ্ঠের গ সুকেশিনীর ঘ প্রতাপের

২. বাণীকণ্ঠের শুষ্ক কপোলে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল কেন?
i. সুভাকে বিয়ে দেবেন বলে
ii. সুভা কথা বলতে পারে না বলে
iii. মেয়েটির ভবিষ্যৎ ভেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :
সেই ছোটবেলায় মর্জিনা একটি বিড়াল ও একটি কুকুর ছানা এনেছিল। নাম দিয়েছে পুষি আর পুটু। আজ পুষি আর পুটু পুরোপুরি বড় হয়েছে। নাম ধরে ডাকলে মুহূর্তেই হাজির হয়। পুষি কোলে উঠে বসে কিন্তু পুটু একটু দূরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ায়।

৩. মর্জিনার মধ্যে সুভার যে বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, তা হলো–
ক ইতর প্রাণীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ
খ একাকিত্বের সাথি ইতর প্রাণী
গ ইতর প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধ
ঘ সবার থেকে নিজেকে আড়ালে রাখা

৪. উদ্দীপকের মূলভাব 'সুভা' গল্পের কোন বাক্যে প্রতিফলিত হয়েছে?
i. দিনে তিনবার গোয়ালঘরে যাওয়া
ii. দুই বাহু দ্বারা গলা জড়িয়ে ধরা
iii. মাঝে মাঝে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

১	ঘ	২	খ	৩	গ	৪	ঘ

www.abswer.com

www.abswer.com

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — বোর্ড পরীক্ষক প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

৫. 'সুভা' গল্পের কোন উক্তিটিতে সুভার মনের ভাব চোখের ভাষার মর্মার্থ প্রকাশ পেয়েছে? [ঢা. বো. '২০]
ক তাহার সুদীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট বড়ো দুটি চোখ ছিল
খ কালো চোখকে কিছু তর্জমা করতে হয় না
গ যাহার ভাষা নেই তাহার চোখের ভাষা অসীম
ঘ মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে

৬. 'পিতা-মাতার নীরব হৃদয়ভার' বলতে 'সুভা' গল্পে মা-বাবার হৃদয়ের কোনটিকে বোঝানো হয়েছে? [য. বো. '২০]
ক মমতা খ ভালোবাসা
গ ব্যাকুলতা ঘ দুশ্চিন্তা

৭. সুভার সঙ্গীদের মধ্যে ভাষাবিশিষ্ট জীব বলা হয়েছে কাকে? [কু. বো. '২০]
ক সর্বশী খ পাঙ্গুলি
গ প্রতাপ ঘ বাণীকণ্ঠ

৮. সুভার কোলে কে সুখনিদ্রার আয়োজন করিত? [ব. বো. '২০]
ক সর্বশী খ পাঙ্গুলি
গ ছাগলছানা ঘ বিড়ালশিশু

৯. সুভার ভাষার অভাব পূরণ করে দেয়– [দি. বো. '২০]
ক তরুর মর্মর খ গোয়ালের গাভী
গ গোঁসাইদের ছেলে ঘ বিড়াল শাবক

১০. কপোল শব্দের অর্থ কী? [ম. বো. '২০]
ক কপাল খ গাল
গ ঠোঁট ঘ নাক

১১. সুভা মুক্তির আনন্দ কোথায় খুঁজে পায়? [রা. বো. '১৯]
ক স্বচ্ছ আকাশের সৌন্দর্যে খ বিপুল নির্বাক প্রকৃতিতে
গ সর্বশী ও পাঙ্গুলির স্পর্শে ঘ প্রতাপের সঙ্গে সময় কাটিয়ে

১২. শিশুকাল থেকেই সুভা নিজেকে 'বিধাতার অভিশাপ' ভেবেছে কেন? [য. বো. '১৯]
ক সমবয়সীদের আচরণে খ কথা বলতে পারে না বলে
গ সকলের দুশ্চিন্তা প্রকাশে ঘ মায়ের বিরক্তি প্রদর্শনে

১৩. বাণীকণ্ঠের কান্নার কারণ কী ছিল? [কু. বো. '১৯]
ক গৃহত্যাগের কষ্ট খ সুভাকে পাত্রস্থ করা
গ পিতৃ হৃদয়ের কাতরতা ঘ সুভার দুরবস্থা কল্পনা

১৪. প্রতাপের প্রধান শখ কী ছিল? [সি. বো. '১৯]
ক ছিপ ফেলে মাছ ধরা খ তেঁতুলতলায় বসে থাকা
গ সুভার সাথে গল্প করা ঘ অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকা

১৫. "আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো"– সুভা কথাটি কাকে বলেছিল? [দি. বো. '১৯]
ক তার মাকে খ প্রকৃতিকে
গ নদীতটকে ঘ বাল্য-সখীকে

১৬. "আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি"– সুভার এ উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে– [রা. বো. '২০]
i. হতাশা
ii. প্রত্যাশা
iii. বেদনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. সুভা বিধাতার কাছে আলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করত– [ঢা. বো. '১৯]
i. প্রতাপের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য
ii. মায়ের বিরক্তি দূর করার জন্য
iii. বাকশক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
মধ্যবিত্ত গৃহিণী আচমা তার শারীরিক প্রতিবন্ধী ছেলে আসাদের লেখাপড়া ও খেলাধুলার জন্য বিশেষ ধরনের সামগ্রী সরবরাহ করে দিয়েছেন। আসাদ পাড়ার অন্যসব শিশুর সাথে মিলেমিশে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে। আচমা সন্তানের কর্মকাণ্ডে খুশি ও গর্বিত। [চ. বো. '১৯]

১৮. উদ্দীপকের আসাদের মধ্যে 'সুভা' গল্পের সুভার কোন বৈশিষ্ট্যটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়?
ক দুঃখ খ একাকিত্ব
গ সঙ্গীহীনতা ঘ প্রতিবন্ধিতা

১৯. উদ্দীপকের আচমার কোন দিকটি সুভার মায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
ক স্নেহ খ আশা গ হতাশা ঘ উৎকণ্ঠা

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২০. বিপুল নির্বাক প্রকৃতির কাছে সে পায় মুক্তির আনন্দ।– সে কে? [ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ]
ক প্রতাপ খ সুভা
গ সুকেশিনী ঘ বাণীকণ্ঠ

২১. যে কথা কয় না, সে কী করে? [সিলেট ক্যাডেট কলেজ]
ক কল্পনা খ অনুভব
গ দুশ্চিন্তা ঘ হৃদয়ভার

২২. নিচের কোনগুলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ? [রংপুর ক্যাডেট কলেজ]
ক মানসী, কল্পনা, সোনার তরী, চিত্রা, বিসর্জন
খ চিত্রা, কল্পনা, সোনার তরী, মানসী
গ ক্ষণিকা, বলাকা, শেষের কবিতা
ঘ ক্ষণিকা, বলাকা, চোখের বালি

২৩. 'সুভা' গল্প অনুসারে অতলস্পর্শ গভীর কী? [সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক চোখের চাহনি খ চোখের ভাষা
গ চোখের রং ঘ চেতনা

২৪. সুভা কার মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন? [মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক নিস্তব্ধ প্রভাতের মতো খ নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো
গ প্রস্ফুটিত ফুলের মতো ঘ দলছাড়া পাখির মতো

২৫. 'বিজনমূর্তি'– বলতে কী বোঝায়? [শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]
ক দূরবর্তী স্থান খ গভীর অরণ্য
গ নির্জন অবস্থা ঘ থমথমে ভাব

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন? [মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা]
ক ১৯১৩ সালে খ ১৯১৪ সালে
গ ১৯১৫ সালে ঘ ১৯১৬ সালে

২৭. সুভার পিতামাতা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল কী নিয়ে? [এস ও এস হারম্যান মেইনার কলেজ, ঢাকা]
ক সুভার অসুখ নিয়ে খ সুভার একাকিত্ব নিয়ে
গ সুভার বিয়ে নিয়ে ঘ সুভার বয়স নিয়ে

২৮. কাদের মধ্যে সমভাষা ছিল না? [সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]
ক কাঙালী ও অভাগী খ কাঙালী ও অধর
গ সুভা ও প্রতাপ ঘ সুভা ও সর্বশী

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

৫	ঘ	৬	ঘ	৭	গ	৮	ঘ	৯	ক	১০	খ	১১	খ	১২	গ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ	১৬	খ
১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	খ	২১	খ	২২	খ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	ক	২৭	গ	২৮	গ

www.abswer.com

www.abswer.com

২৯. সুভা গাভী দুটোর খোঁজে দিনের মধ্যে নিয়মিত কয়বার গোয়ালে যেত? [সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা; শেরপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজ]
ক একবার খ দুইবার
গ তিনবার ঘ চারবার

৩০. প্রতাপের ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা প্রধান শখ ছিল কেন? [আর ডি এ ল্যাব স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
ক সহজে সময় কাটানোর জন্য খ মানসিক প্রশান্তির জন্য
গ বন্ধুদের সংস্পর্শে থাকার জন্য ঘ আত্মাতৃপ্তির জন্য

৩১. বাণীকণ্ঠের অবস্থা কেমন? [পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক সচ্ছল খ অসচ্ছল
গ মধ্যবিত্ত ঘ ধনাঢ্য

৩২. মর্মবিদ্ধ হরিণীর সাথে তুলনা করা হয়েছে কাকে? [নওগাঁ জিলা স্কুল]
ক দুর্গাকে খ অন্ধবধূকে
গ সুভাকে ঘ শনিকে

৩৩. 'সুভা' ছোটগল্পে সকল সময়ে কী ঠিক হয় না? [মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর]
ক কথার ভাবানুবাদ খ চোখের ভাষা
গ অন্ধ অনুমানশক্তি ঘ অনির্বচনীয় ইচ্ছা

৩৪. 'সুভা' রবীন্দ্রনাথের কোন শ্রেণির রচনা? [আওয়ার লেডী অব ফাতিমা গার্লস হাই স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা]
ক গল্প খ নাটক
গ উপন্যাস ঘ ছোটগল্প

৩৫. সুভার বড় দু'বোনের নাম নিচের কোনটি? [আওয়ার লেডী অব ফাতিমা গার্লস হাই স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা]
ক সুবেশিনী ও সুচারুনি খ সুকেশিনী ও সুরেশনী
গ সুকেশিনী ও সুহাসিনী ঘ সুলোচনী ও সরসিনী

৩৬. "কী রে সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস?"– উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে– [মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর]
ক আদর খ সহমর্মিতা
গ ঘৃণা ঘ তিরস্কার

৩৭. বাণীকণ্ঠ চিন্তিত হয়ে উঠলেন কেন? [চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]
ক প্রতাপের আচরণ দেখে
খ মেয়ের মধ্যে প্রকৃতিপ্রেম দেখে
গ সুভার বয়স বেড়ে যাওয়ায়
ঘ সুভাকে নিয়ে লোকনিন্দার কারণে

৩৮. বাণীকণ্ঠ ঘুম থেকে উঠে শোবার ঘরে কী খাচ্ছিল? [কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক পান খ তামাক
গ ভাত ঘ জলখাবার

৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক বনফুল খ কড়ি ও কোমল
গ চিত্রা ঘ বলাকা

৪০. সুভাকে নিজের একটা ত্রুটিস্বরূপ দেখিতেন কে? [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক সুভার মা খ সুভার বাবা
গ সুভার বোন ঘ প্রতাপ

৪১. সুভা কার মনে সর্বদাই জাগরূক ছিল? [হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক পিতা-মাতার খ বাণীকণ্ঠের
গ গোঁসাইদের ঘ প্রতাপের

৪২. 'তাহার মর্ম তাঁহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝিত। এখানে 'তাহারা' বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? [ভোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক সুকেশিনী ও সুহাসিনী খ সর্বশী ও পাঞ্চালি
গ ছাগল ও বিড়াল শাবক ঘ বাণীকণ্ঠ ও তাহার স্ত্রী

৪৩. 'সুভা' গল্পের প্রতাপ বিশেষত কোন শ্রেণির জীব? [কালকাঠি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ভাষাবিশিষ্ট খ নিতান্ত অকর্মণ্য
গ উন্নত ঘ গৃহসম্পর্কহীন

৪৪. 'শুক্লা দ্বাদশী' বলতে কী বোঝায়? [দি মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]
ক চাঁদের দ্বিতীয় দিন খ চাঁদের চতুর্থ দিন
গ চাঁদের ষষ্ঠ দিন ঘ চাঁদের দ্বাদশ দিন

৪৫. 'সুভা' গল্পের অকর্মণ্য চরিত্র কে? [ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক প্রতাপ খ সুভা
গ বাণীকণ্ঠ ঘ সুভার মা

৪৬. কচি কিশলয়ের মতো কেঁপে উঠত কী? [আহম্মদ উদ্দিন শাহ্ শিশু নিকেতন স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা]
ক সুভার নেত্রপল্লব খ সুভার ওষ্ঠাধর
গ সুভার কেশদাম ঘ সুভার ভ্রুযুগল

৪৭. 'শেষের কবিতা' কোন প্রকৃতির রচনা? [আন্তঃ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল, রংপুর এরিয়া, রংপুর]
ক কাব্যগ্রন্থ খ উপন্যাস
গ প্রবন্ধ ঘ ছোটগল্প

৪৮. 'সুভা' গল্পে প্রতাপকে অকর্মণ্য সরকারি লোক বলা হয়েছে কেন? [কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক কোনো কাজ করে না তবু সবার কাজে লাগে
খ কোনো কাজ করে না, বসে বসে মাছ ধরে
গ নিতান্তই সাধাসিধা কর্মহীন একজন মানুষ
ঘ কোনো সাংসারিক কর্ম সম্পাদনে নিত্য অনাগ্রহ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৯. "কিন্তু, বেদনা কি কেহ কখনো ভোলে?"– 'সুভা' গল্পে লেখকের এরূপ উক্তি করার কারণ কী? [ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম]
i. আঘাত চিরস্থায়ী
ii. মর্মযাতনা অস্থায়ী
iii. মনঃকষ্ট থেকে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও iii

৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন– [রংপুর ক্যাডেট কলেজ]
i. সাহিত্যিক
ii. দার্শনিক
iii. ভাষাবিজ্ঞানী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৫১. সুভার চোখের ভাষা– [নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
i. অসীম উদার
ii. দুর্বোধ্য
iii. অতলস্পর্শ গভীর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫২. সুভা নিজেকে সবসময় গোপন রাখতে চেষ্টা করত, কারণ– [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
i. অত্যাচারের ভয়ে
ii. হীনম্মন্যতায় ভুগত
iii. কেউ তাকে বুঝতে চাইত না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৩. "মর্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়" সুভা সম্পর্কে এরূপ উপমা ব্যবহারের কারণ– [ব্লু-বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
i. আসন্ন বিচ্ছেদের যন্ত্রণা
ii. নতুন পরিবেশের অজানা আশঙ্কা
iii. প্রিয় ও পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

২৯	গ	৩০	ক	৩১	ক	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	ঘ	৩৫	গ	৩৬	ক	৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	খ	৪০	ক	৪১	ক
৪২	খ	৪৩	গ	৪৪	ক	৪৫	ক	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	ক	৪৯	গ	৫০	গ	৫১	খ	৫২	গ	৫৩	খ		

www.abswer.com

www.abswer.com

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
মা-বাবা হারানো মিনু জন্ম থেকেই বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী। কিন্তু জীবনকে তুচ্ছ মনে করে না সে। বিশাল প্রকৃতি জগৎ তার অকৃত্রিম বন্ধু। দৃষ্টির ভেতর দিয়েই সৃষ্টিকে গ্রহণ করেছে সে।
[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

৫৪. উদ্দীপকের মিনুর সাথে 'সুভা' গল্পের 'সুভা'র সাদৃশ্য হলো–
i. উভয়েই এতিম
ii. উভয়েই প্রতিবন্ধী
iii. উভয়েরই প্রকৃতির সাথে মিতালি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৫ ও ৫৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
পিতা হারা রাজু সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। কখনো খেতে পায়, কখনো পায় না। রাজু খেতে চাইলে অভাবের কারণে মা তাকে প্রায়ই বকাঝকা করে। রাজু এসব বিষয় গুরুত্ব না দিয়ে ফুটপাতে শুয়ে আকাশ পানে চেয়ে স্বপ্নের জাল বোনে। ভাবে সে পাখির মতো আকাশে উড়ে বেড়াতে বেড়াতে সারাদিন দুনিয়াকে উপর থেকে দেখবে। [সরকারি পি. এন. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী]

৫৫. রাজুর বৈশিষ্ট্য 'সুভা' গল্পের কোন বাক্যে ফুটে উঠেছে?
(ক) প্রকৃতি যেন তার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়
(খ) একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্র, আর একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়
(গ) যদি জলকুমারী হইত; জল হইতে উঠিয়া সাপের মণি ঘাটে রাখিত
(ঘ) তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্র কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিয়া উঠিত

৫৬. রাজুর মায়ের কার্যকলাপে সুভার মায়ের যে মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছে, তা হলো–
i. সন্তানের প্রতি দায়িত্বহীনতা
ii. নিজের অসহায়ত্ব
iii. ভাগ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — বিষয়বস্তুর ধারায় প্রণীত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

লেখক পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ১১

৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
(ক) ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে

৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
(ক) ১২৬১ (খ) ১২৬২ (গ) ১২৬৮ (ঘ) ১২৭২

৫৯. কোনগুলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ? (জ্ঞান)
(ক) মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, বিসর্জন
(খ) ক্ষণিকা, বলাকা, পুনশ্চ, শেষের কবিতা
(গ) রক্তকরবী, চোখের বালি, কল্পনা, চিত্রা
(ঘ) চিত্রা, কল্পনা, সোনার তরী, মানসী

৬০. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতার নাম কী? (জ্ঞান)
(ক) প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (খ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(গ) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান? (জ্ঞান)
(ক) ক্ষণিকা (খ) মানসী
(গ) সোনার তরী (ঘ) গীতাঞ্জলি

৬২. এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার পান কে? (জ্ঞান)
(ক) কেনজাবুরো ওয়ে (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(গ) নাগিব মাহফুজ (ঘ) অরহান পামুক

৬৩. "তিনি একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ।" – উক্তিটি কোন লেখক সম্পর্কে প্রযোজ্য? (প্রয়োগ)
(ক) প্রমথ চৌধুরী (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে যথাযথ উক্তি কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
(ক) তিনি ৭ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন
(খ) তিনিই একমাত্র নোবেল বিজয়ী বাঙালি কবি
(গ) তাঁর পিতার নাম প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর
(ঘ) তিনি শান্তিনিকেতনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন

৬৫. রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলার ক্ষেত্রে কোন মতবাদটি গ্রহণযোগ্য– (প্রয়োগ)
(ক) আধুনিক রুচিবোধসম্পন্ন সাহিত্য (খ) নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি
(গ) আন্তর্জাতিক দৃষ্টিসম্পন্ন (ঘ) বিশ্বব্যাপী সমাদৃত সাহিত্য

৬৬. 'বিসর্জন' ও 'রক্তকরবী'র মধ্যে মিল কিসে? (প্রয়োগ)
(ক) দুটিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক
(খ) দুটিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস
(গ) আঙ্গিক ভিন্ন হলেও দুটির বিষয়বস্তু অভিন্ন
(ঘ) দুটিই প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে

৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে ৭ই মে ও ৭ই আগস্ট কীভাবে সম্পর্কিত? (প্রয়োগ)
(ক) জন্ম ও মৃত্যুতে (খ) জন্ম ও বিবাহে
(গ) মৃত্যু ও নোবেল প্রাপ্তিতে (ঘ) নোবেল ও জমিদারি পত্তনে

৬৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞান)
(ক) ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে

৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন– (জ্ঞান)
(ক) কলকাতায় (খ) শান্তিনিকেতনে
(গ) উড়িষ্যায় (ঘ) ব্রিটেনে

মূলপাঠ ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ১১

৭০. 'সুভা' গল্পের মেয়েটির নাম কী রাখা হয়েছিল? (জ্ঞান)
(ক) হাসি (খ) সুভা (গ) সুহাসিনী (ঘ) সুভাষিণী

৭১. "তখন কে জানিত সে বোবা হইবে?" এখানে কার কথা বলা হয়েছে? (অনুধাবন)
(ক) সুভাষিণীর (খ) সুকেশিনীর
(গ) সুহাসিনীর (ঘ) সুনয়নার

৭২. সুভাষিণীরা কয় বোন? (জ্ঞান)
(ক) তিন (খ) চার (গ) পাঁচ (ঘ) ছয়

৭৩. সুভাষিণীর নাম কে রাখেন? (জ্ঞান)
(ক) তার মা (খ) সুভাষিণীর বাবা
(গ) তার বড় বোন (ঘ) তার মামা

৭৪. সুভাষিণীর বাবা কিসের ভিত্তিতে ছোট মেয়েটির নাম রাখেন সুভাষিণী? (জ্ঞান)
(ক) নিজের নামের ভিত্তিতে (খ) অন্যের কথায়
(গ) প্রতিবেশীর কথায় (ঘ) বড় দুই মেয়ের নামের ভিত্তিতে

৭৫. 'সুভাষিণী' অর্থ কী? (জ্ঞান)
(ক) মধুরভাষী (খ) সুন্দর মুখ (গ) উজ্জ্বল (ঘ) সুন্দর কথা

৭৬. সুভাষিণীকে সবাই সংক্ষেপে কী নামে ডাকে? (জ্ঞান)
(ক) সুভাষী (খ) ভাষিণ (গ) সুভা (ঘ) সুণী

৭৭. সুকেশিনী ও সুহাসিনীর সাথে সুভাষিণীর সম্পর্ক কী? (অনুধাবন)
(ক) বোন (খ) বান্ধবী
(গ) খালাতো বোন (ঘ) চাচাতো বোন

৭৮. দস্তুরমতো অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে কাদের বিয়ে হয়ে গেছে? (জ্ঞান)
(ক) সুভার (খ) সুভার বোনদের
(গ) সুভার বান্ধবীর (ঘ) প্রতাপের

৭৯. "এখন ছোটোটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মতো বিরাজ করিতেছে।" এখানে 'ছোটোটি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
(ক) সুকেশিনীকে (খ) সুহাসিনীকে
(গ) সুনয়নাকে (ঘ) সুভাষিণীকে

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

৫৪	গ	৫৫	ক	৫৬	ঘ	৫৭	খ	৫৮	গ	৫৯	ঘ	৬০	খ	৬১	ঘ	৬২	খ	৬৩	খ	৬৪	খ	৬৫	ঘ	৬৬	ক
৬৭	ক	৬৮	ক	৬৯	ক	৭০	ঘ	৭১	ক	৭২	ক	৭৩	খ	৭৪	ঘ	৭৫	ক	৭৬	গ	৭৭	ক	৭৮	খ	৭৯	ঘ

www.abswer.com

www.abswer.com

৮০. 'সে কথা বলতে পারে না'– এখানে যাকে নির্দেশ করা যায়– (উচ্চতর দক্ষতা)
ক সুকেশিনীকে খ সুহাসিনীকে
গ সুভাষিণীকে ঘ প্রতাপকে

৮১. কার সাক্ষাতেই সবাই তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে? (অনুধাবন)
ক প্রতাপের খ সুভার
গ সুহাসিনীর ঘ সুকেশিনীর

৮২. 'এইজন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত'– দুশ্চিন্তা প্রকাশের কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক সুভা জেদি খ সুড়া বোবা
গ সুভা অন্ধ ঘ সুভা কালো

৮৩. কে বুঝেছে যে সে বিধাতার অভিশাপরূপে জন্মগ্রহণ করেছে?(উচ্চতর দক্ষতা)
ক প্রতাপ খ সুভার মা
গ সুভা ঘ সুভার বোন

৮৪. সাধারণের দৃষ্টিপথ থেকে কে নিজেকে গোপন করে রাখতে সবসময় চেষ্টা করত? (জ্ঞান)
ক সুভার পিতা খ সুভার বোন
গ সুভার মা ঘ সুভা

৮৫. সুভা নিজেকে গোপন করে রাখতে সর্বদা চেষ্টা করত কেন? (অনুধাবন)
ক সুভা সুন্দর নয় বলে খ সুভা কথা বলতে পারে না বলে
গ সুভা শিক্ষিত নয় বলে ঘ সুভা ধনীর মেয়ে বলে

৮৬. সবাই ভুলে গেলে কে বাঁচে? (জ্ঞান)
ক সুভাষিণী খ সুহাসিনী
গ প্রতাপ ঘ সুকেশিনী

৮৭. কোনটি কেউ কখনো ভোলে না? (জ্ঞান)
ক মিথ্যা খ অপরাধ গ বেদনা ঘ অন্যায়

৮৮. পিতামাতার মনে সে সর্বদাই জাগরূক ছিল– কে? (জ্ঞান)
ক প্রতাপ খ বাণীকণ্ঠ
গ সুকেশি ঘ সুভা

৮৯. তাহার মা তাহাকে নিজের একটা ত্রুটিরূপ দেখিতেন– কাকে? (অনুধাবন)
ক সুকেশিকে খ সুহাসিকে
গ সুভাকে ঘ প্রতাপকে

৯০. মাতা পুত্র অপেক্ষা কাকে নিজের অংশরূপে দেখেন? (জ্ঞান)
ক স্বামীকে খ পিতাকে
গ দেশকে ঘ কন্যাকে

৯১. কন্যার কোনো অসম্পূর্ণ দেখলে কে সেটাকে নিজের লজ্জার কারণ বলে মনে করেন? (জ্ঞান)
ক পিতা খ মাতা
গ প্রতিবেশী ঘ আত্মীয়স্বজন

৯২. কে সুভাকে সুহাসিনী ও সুকেশিনী অপেক্ষা বেশি ভালোবাসেন? (জ্ঞান)
ক প্রতাপ খ সুভার মাতা
গ সুভার পিতা ঘ সর্বশী

৯৩. সুভার পিতার নাম কী? (জ্ঞান)
ক নীলকণ্ঠ খ বাণীকণ্ঠ
গ বংশীকণ্ঠ ঘ গোঁসাই মণ্ডল

৯৪. "কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড়ো বিরক্ত ছিলেন"– কার প্রতি? (অনুধাবন)
ক প্রতাপের প্রতি খ সুকেশির প্রতি
গ সুভার প্রতি ঘ সুনয়নার প্রতি

৯৫. সুভার কী ছিল না? (জ্ঞান)
ক কথা খ চোখ গ হাত ঘ পা

৯৬. সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড় বড় দুটি কালো চোখ ছিল কার? (অনুধাবন)
ক মমতাদির খ সুভার
গ অপুর ঘ অন্ধবধূর

৯৭. সুভার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্র কিসের মতো কেঁপে উঠত? (জ্ঞান)
ক হরিণের মতো খ কচি কিশলয়ের মতো
গ নির্জীবের মতো ঘ অসহায়ের মতো

৯৮. কথায় আমরা যে ভাব প্রকাশ করি তা আমাদের কী করতে হয়? (অনুধাবন)
ক ভুলে যেতে হয় খ ভালোবাসতে হয়
গ গড়ে তুলতে হয় ঘ তর্জমা করতে হয়

৯৯. মন আপনি কার উপর ছায়া ফেলে? (অনুধাবন)
ক কালো চোখের খ সুন্দর হাতের
গ মায়াবী হাসির ঘ সরল পথের

১০০. কখনো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া ওঠে– কী? (জ্ঞান)
ক নীল চোখ খ সুন্দর মুখ
গ কালো চোখ ঘ উদ্যত হাত

১০১. অস্তমান চন্দ্রের মতো অনিমেষভাবে চেয়ে থাকে কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক কালো চোখ খ নীল চোখ
গ বোবা চোখ ঘ নির্জীব চোখ

১০২. 'সুভা' গল্পে কালো চোখের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কিসের? (প্রয়োগ)
ক কচি কিশলয়ের খ ক্ষমতার
গ উজ্জ্বল মণির ঘ দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের

১০৩. মুখের ভাব বৈ আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই তাহার কিসের ভাষা অসীম উদার? (প্রয়োগ)
ক চোখের খ মুখের গ ঠোঁটের ঘ হাসির

১০৪. 'সুভা' গল্প অনুসারে অতলস্পর্শ গভীর কী? (জ্ঞান)
ক চোখের চাহনি খ চোখের ভাষা
গ চোখের রং ঘ চেতনা

১০৫. 'সুভা' গল্প অনুসারে স্বচ্ছ আকাশের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কিসের? (প্রয়োগ)
ক সুন্দর মুখের খ সুন্দর চুলের
গ চোখের ভাষার ঘ মুখের ভাষার

১০৬. ছায়ালোকের রঙ্গভূমি কেমন? (জ্ঞান)
ক সুন্দর খ নিস্তব্ধ
গ কোলাহলপূর্ণ ঘ নির্জীব

১০৭. বাক্যহীন মানুষের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন কী রয়েছে? (জ্ঞান)
ক বন খ মাঠ গ মহত্ত্ব ঘ আলো

১০৮. সাধারণ বালিকারা কাকে ভয় করত? (অনুধাবন)
ক প্রতাপকে খ সুভাকে
গ সুহাসিনীকে ঘ সুকেশিনীকে

১০৯. তাহার সহিত খেলা করিত না– এখানে তাহার বলতে কার কথা বোঝানো হয়েছে? (অনুধাবন)
ক সুহাসিকে খ সুবর্ণকে গ প্রতাপকে ঘ সুভাকে

১১০. নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন কে? (অনুধাবন)
ক প্রতাপ খ সুভা গ বাণীকণ্ঠ ঘ সুকেশিনী

১১১. নির্জন দ্বিপ্রহরের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কার? (প্রয়োগ)
ক প্রতাপের খ মিনুর গ সুবর্ণের ঘ সুভার

১১২. সুভার গ্রামের নাম কী? (জ্ঞান)
ক শ্যামপুর খ চণ্ডীপুর গ চন্দনপুর ঘ চম্পকপুর

১১৩. চণ্ডীপুর গ্রামে কার বাস? (অনুধাবন)
ক মমতাদির খ অন্ধবধূর গ সুভারা ঘ জরিমনের

১১৪. চণ্ডীপুর গ্রামের নদীটির সাথে কিসের সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক কচি কিশলয়ের খ স্বচ্ছ পদ্মার
গ গৃহস্থঘরের মেয়ের ঘ মায়াবী চোখের

১১৫. চণ্ডীপুর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটি কেমন? (জ্ঞান)
ক বড় খ খুব বেশি প্রসারিত নয়
গ ছোট ঘ খুব বেশি গভীর নয়

১১৬. নদীর একেবারে উপরেই কার ঘর? (জ্ঞান)
ক প্রতাপদের খ গোঁসাইদের
গ বাণীকণ্ঠের ঘ ইন্দ্রজিৎদের

১১৭. বাণীকণ্ঠর বাড়ির বেড়া কিসের? (জ্ঞান)
ক বাঁখারির খ কাঠের গ টিনের ঘ লোহার

১১৮. বাণীকণ্ঠর বাড়িটি কেমন? (জ্ঞান)
ক একচালা খ দোচালা গ আটচালা ঘ মাটির

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

৮০	গ	৮১	খ	৮২	খ	৮৩	গ	৮৪	ঘ	৮৫	খ	৮৬	ক	৮৭	গ	৮৮	ঘ	৮৯	গ	৯০	ঘ	৯১	খ	৯২	গ
৯৩	খ	৯৪	গ	৯৫	ক	৯৬	খ	৯৭	খ	৯৮	গ	৯৯	ক	১০০	গ	১০১	ক	১০২	ঘ	১০৩	ক	১০৪	খ	১০৫	গ
১০৬	খ	১০৭	গ	১০৮	খ	১০৯	ঘ	১১০	খ	১১১	ঘ	১১২	খ	১১৩	গ	১১৪	গ	১১৫	খ	১১৬	গ	১১৭	ক	১১৮	গ

www.abswer.com

www.abswer.com

১১৯. বাণীকণ্ঠর বাড়িটি কাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে? (জ্ঞান)
ক কৃষকের খ গ্রামবাসীর
গ নৌকাবাহীর ঘ জেলেদের

১২০. 'কাজকর্মে যখনি অবসর পায় তখনি সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।'— কার কথা বলা হয়েছে? (অনুধাবন)
ক বাণীকণ্ঠর খ সুভার
গ প্রতাপের ঘ সুভার মায়ের

১২১. সুভা অবসরে কোথায় বসে থাকে? (জ্ঞান)
ক রাস্তায় খ বাগানে গ নদীতীরে ঘ পুকুরপাড়ে

১২২. প্রকৃতি কার ভাষার অভাব পূরণ করে দেয়? (অনুধাবন)
ক প্রতাপের খ সুভাষিণীর গ সুহাসিনীর ঘ সুকেশিনীর

১২৩. সুভার হয়ে কথা বলে কে? (অনুধাবন)
ক সুভার মা খ সুভার পিতা
গ প্রকৃতি ঘ নদী

১২৪. 'সুভা' গল্প অনুসারে প্রকৃতির শব্দ এবং বিচিত্র গতি কী? (জ্ঞান)
ক অন্ধের চোখ খ বোবার ভাষা
গ সুভার কথা ঘ প্রকৃতির আর্তনাদ

১২৫. ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি থেকে শব্দাতীত কোন লোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গি, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস? (জ্ঞান)
ক ত্রিলোক খ ভূলোক
গ নক্ষত্রলোক ঘ সূর্যলোক

১২৬. বোবা প্রকৃতির মুখোমুখি চুপ করে বসে থাকে কে? (অনুধাবন)
ক বাণীকণ্ঠ খ প্রতাপ গ সুভা ঘ সুকেশি

১২৭. সুভাদের গোয়ালে কয়টি গাভী? (জ্ঞান)
ক দুইটি খ তিনটি গ চারটি ঘ পাঁচটি

১২৮. সর্বশী ও পাঙ্গুলি কিসের নাম? (জ্ঞান)
ক নদীর খ সুভার বোনদের
গ গাভীর ঘ গ্রামের

১২৯. কার পদশব্দ গাভী দুটি চিনত? (অনুধাবন)
ক সুকেশিনীর খ সুভার
গ সুহাসিনীর ঘ বাণীকণ্ঠের

১৩০. সর্বশীর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কার? (প্রয়োগ)
ক সুহাসিনীর খ সুকেশিনীর
গ পাঙ্গুলির ঘ ভাবনার

১৩১. সুভা নিয়মিত কত বার করে গোয়ালঘরে যায়? (জ্ঞান)
ক একবার খ দুইবার
গ তিনবার ঘ চারবার

১৩২. কারা সুভার মর্মবেদনা বুঝতে পারত? (অনুধাবন)
ক সুভার পিতা-মাতা খ সুভার বন্ধু প্রতাপ
গ সুভার গাভী দুটি ঘ সুভার বোনেরা

১৩৩. কে সুভার গরম কোলটি নিঃসংকোচে অধিকার করে সুখনিদ্রার আয়োজন করত? (জ্ঞান)
ক কুকুরছানা খ বিড়ালছানা
গ ছাগলছানা ঘ গরুর বাছুর

১৩৪. সুভার উন্নত শ্রেণির বন্ধুটি কে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক সর্বশী খ পাঙ্গুলি
গ প্রতাপ ঘ বিড়ালছানা

১৩৫. 'সুভা' গল্পে ভাষাবিশিষ্ট জীব বলা হয়েছে কাকে? (অনুধাবন)
ক সর্বশীকে খ পাঙ্গুলিকে
গ প্রতাপকে ঘ পাংঘুড়িকে

১৩৬. গোঁসাইদের ছোট ছেলেটির নাম কী? (জ্ঞান)
ক বাণীকণ্ঠ খ প্রতাপ গ মণি ঘ মনোহর

১৩৭. লোকটি নিতান্ত অকর্মণ্য— লোকটি কে? (অনুধাবন)
ক বাণীকণ্ঠ খ মনোহর গ মণি ঘ প্রতাপ

১৩৮. শহরের এক-আধটা গৃহসম্পর্কহীন সরকারি বাগানের সাথে কার সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক প্রতাপের খ সুকেশিনীর
গ বাণীকণ্ঠর ঘ মণিকণ্ঠর

১৩৯. 'সুভা' গল্প অনুসারে সহজে অনেক সময় কাটানো যায় কীভাবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক ঘুরে বেড়িয়ে খ গল্প করে
গ ছিপ ফেলে মাছ ধরে ঘ খেলাধুলা করে

১৪০. কখন প্রতাপকে মাছ ধরতে দেখা যায়? (জ্ঞান)
ক সকালে খ অপরাহ্নে
গ পূর্বাহ্নে ঘ রাতে

১৪১. প্রতাপের সাথে কার প্রায়ই সাক্ষাৎ হয়? (জ্ঞান)
ক সুকেশিনীর খ সুহাসিনীর
গ সুবর্ণার ঘ সুভার

১৪২. মাছ ধরার সময় কেমন সঙ্গী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? (জ্ঞান)
ক চালাক খ বাক্যহীন
গ অলস ঘ বাচাল

১৪৩. প্রতাপ অতিরিক্ত আদর সংযোগ করে সুভাকে কী বলে ডাকত? (জ্ঞান)
ক সু খ সুভাষী গ ভাষী ঘ সুনী

১৪৪. সুভা কোথায় বসে প্রতাপের মাছ ধরা দেখত? (অনুধাবন)
ক আমতলায় খ জামতলায়
গ তেঁতুলতলায় ঘ বকুলতলায়

১৪৫. প্রতাপের জন্য সুভা কী নিয়ে আসত? (জ্ঞান)
ক খাবার খ পান গ তামাক ঘ হুঁকা

১৪৬. সুভা মনে মনে কী প্রার্থনা করত? (জ্ঞান)
ক খাবার খ আদর
গ মমতা ঘ অলৌকিক ক্ষমতা

১৪৭. সুভা জলকুমারী হলে কী করত? (অনুধাবন)
ক প্রতাপকে ছিপে মাছ গেঁথে দিত খ কথা বলত
গ ভালো পোশাক পরত
ঘ একটা মণি প্রতাপের জন্য ঘাটে রেখে দিত

১৪৮. 'সুভা' গল্প অনুসারে পাতালের অট্টালিকা কিসের তৈরি? (জ্ঞান)
ক রুপার খ সোনার
গ পিতলের ঘ তামার

১৪৯. পাতালের রুপার অট্টালিকায় কিসের পালঙ্ক? (জ্ঞান)
ক সোনার খ রুপার
গ তামার ঘ পিতলের

১৫০. সুভা কাকে দেখানোর জন্য জলকুমারী হতে চায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক বাণীকণ্ঠকে খ মাকে
গ বোনকে ঘ প্রতাপকে

১৫১. সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে— কে? (অনুধাবন)
ক বাণীকণ্ঠ খ সুভা
গ প্রতাপ ঘ সুকেশিনী

১৫২. কখন সুভা শয়নগৃহের দ্বার খুলে ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে পূর্ণিমা দেখে? (জ্ঞান)
ক রাতে খ মধ্যরাতে
গ গভীর পূর্ণিমা রাতে ঘ সন্ধ্যেবেলায়

১৫৩. পূর্ণিমা প্রকৃতির সাথে নিঃসঙ্গতার দিক থেকে কার সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক প্রতাপের খ সুকেশিনীর
গ সুভার ঘ বাণীকণ্ঠের

১৫৪. কাদের একঘরে করে দেওয়ার জনরব শোনা যায়? (অনুধাবন)
ক প্রতাপদের খ গোঁসাইদের
গ মন্ডলদের ঘ বাণীকণ্ঠের

১৫৫. সম্বল ছিল বলে বাণীকণ্ঠের কী ছিল? (জ্ঞান)
ক বন্ধু খ শত্রু গ ছেলে ঘ অভাব

১৫৬. কিছু দিনের জন্য বাণীকণ্ঠ কোথায় গেলেন? (জ্ঞান)
ক মেয়ের বাড়ি খ বোনের বাড়ি
গ বিদেশ ঘ গ্রামের বাড়ি

১৫৭. বাণীকণ্ঠ ফিরে এসে সবাইকে নিয়ে কোথায় যাওয়ার কথা বলেন? (জ্ঞান)
ক গ্রামের বাড়ি খ বাংলাদেশ
গ বিদেশ ঘ কলকাতা

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

১১৯	গ	১২০	খ	১২১	গ	১২২	ঘ	১২৩	গ	১২৪	খ	১২৫	গ	১২৬	গ	১২৭	ক	১২৮	গ	১২৯	ঘ	১৩০	গ	১৩১	গ
১৩২	গ	১৩৩	খ	১৩৪	গ	১৩৫	গ	১৩৬	খ	১৩৭	ঘ	১৩৮	ক	১৩৯	গ	১৪০	খ	১৪১	ঘ	১৪২	খ	১৪৩	ক	১৪৪	গ
১৪৫	খ	১৪৬	ঘ	১৪৭	ঘ	১৪৮	ক	১৪৯	ক	১৫০	ঘ	১৫১	খ	১৫২	গ	১৫৩	গ	১৫৪	ঘ	১৫৫	খ	১৫৬	গ	১৫৭	ঘ

www.abswer.com

www.abswer.com

১৫৮. প্রতাপ সুভাকে কী পাওয়া গেছে বলে জানায়? (জ্ঞান)
ক মাছ খ বর গ বন্ধু ঘ বাড়ি

১৫৯. সুভা প্রতাপের দিকে কেমন করে তাকায়? (জ্ঞান)
ক নির্জীব জীবের মতো
খ মর্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেভাবে তাকায়
গ শিকারি বাঘের দিকে যেভাবে তাকায়
ঘ জেলে মাছের দিকে যেভাবে তাকায়

১৬০. সুভা কার পায়ের কাছে বসে কাঁদে? (অনুধাবন)
ক প্রতাপের খ প্রতিবেশীর গ বাণীকণ্ঠের ঘ পাঞ্চুলির

১৬১. সুভা রাতে ঘর থেকে বের হয়ে নদীতটে লুটিয়ে পড়ে। তখন ছিল–(অনুধাবন)
ক তৃতীয়া চতুর্দশী খ শুক্লাদ্বাদশীর রাত্রি
গ অমাবস্যার রাত্রি ঘ সাধারণ রাত্রি

১৬২. সুভা ঘর থেকে বের হয়ে কোথায় লুটিয়ে পড়ে? (জ্ঞান)
ক গোয়ালঘরে খ বাগানে
গ তেঁতুলতলায় ঘ নদীতটে

১৬৩. সুভা ঘর থেকে বের হয়ে নদীতটে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে কেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক নদীর প্রতি রাগে খ কথা বলতে না পারায়
গ কলকাতায় যেতে চায় না তাই ঘ প্রতাপের ওপর রাগ করে

শব্দার্থ ও টীকা ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ১৫

১৬৪. 'ঝিল্লিরব' অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ খ শব্দ
গ পাখির ডাক ঘ বাঘের ডাক

১৬৫. 'মূক' বলতে বোঝায়– (জ্ঞান)
ক অন্ধ খ চেহারাহীন গ বোবা ঘ অসহায়

১৬৬. চাঁদের পরিপূর্ণ রূপ হওয়ার সময়কে কী বলে? (অনুধাবন)
ক শুক্লাদ্বাদশী খ চতুর্দশী
গ একাদশী ঘ পূর্ণিমা তিথি

১৬৭. 'গন্ডদেশ' অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক গলা খ গাল
গ মাথা ঘ হাত

১৬৮. 'নেত্রপল্লব' বলতে কী বোঝ? (অনুধাবন)
ক চোখের পাতা খ নয়ন
গ গাছের পাতা ঘ হাতের পাতা

পাঠ পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ১৬

১৬৯. 'সুভা' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত? (জ্ঞান)
ক গল্পগুচ্ছ খ মানসী গ বলাকা ঘ বিচিত্র প্রবন্ধ

১৭০. কে কথা বলতে পারে না? (জ্ঞান)
ক সুহাসিনী খ সুভা গ সুকেশিনী ঘ বাণীকণ্ঠ

১৭১. মেয়ের বোবা হওয়ার পিছনে সুভার মা কার দোষ দেন? (অনুধাবন)
ক সুভার খ সুভার বাবার
গ নিয়তির ঘ পূর্বজন্মের

১৭২. বিপুল নির্বাক প্রকৃতির কাছে সে পায় মুক্তির আনন্দ– সে কে? (অনুধাবন)
ক প্রতাপ খ সুভা গ সুকেশিনী ঘ বাণীকণ্ঠ

১৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সুভা' গল্পটির মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী মানুষের আশ্রয়ের জন্য কী তৈরি করেছেন? (জ্ঞান)
ক জগৎ খ বাড়ি গ দেশ ঘ স্বপ্ন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৭৪. যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে ইহা সকলের মনে হয় না– এ বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে– (অনুধাবন)
i. বাক্‌প্রতিবন্ধীর প্রতি সমাজের মানুষের অবহেলা
ii. যে কথা বলতে পারে না তারও অনুভব শক্তি রয়েছে
iii. নির্বাক প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৫. সুভা বিধাতার অভিশাপরূপে পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, একথা সুভা শিশুকাল থেকে জানে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মায়ের বিরক্ত হওয়া দেখে
ii. সকলের কথা শুনে
iii. সকলের দুশ্চিন্তা দেখে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৬. কালো চোখকে তর্জমা করতে হয় না, কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মনের কথা চোখের ওপর ছায়া ফেলে
ii. চোখ হাসে
iii. ভাব নিজে থেকে এসে চোখে ধরা দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৭. প্রকৃতির সাথে সুভার সাদৃশ্য রয়েছে– (প্রয়োগ)
i. বিবিধ শব্দে
ii. বিচিত্র গতিতে
iii. নীরবতায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৮. বোবা প্রকৃতি এবং বোবা মেয়ে মুখোমুখি চুপ করে বসে থাকত, যখন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সমস্ত প্রকৃতি সরব থাকত
ii. যখন কোথাও কেউ থাকত না
iii. যখন সবাই বিশ্রামে থাকত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৯. সর্বশী ও পাঞ্চুলি সুভার কথা বুঝত, কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. তারাও ছিল বাকহীন
ii. তাদের প্রতি সুভার ভালোবাসা তারা বুঝত
iii. সুভা তাদের সাথে কথা বলত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮০. ইতর প্রাণীর সাথে সুভার বন্ধুত্ব প্রমাণ করে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ইতর প্রাণীর প্রতি সুভার মমত্ববোধ
ii. সুভার হৃদয় স্নেহপূর্ণ
iii. সুভার সঙ্গে প্রাণীগুলোর আত্মিক সংযোগ গভীর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮১. প্রতাপ সম্পর্কে সত্য হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সে ধনীর সন্তান
ii. সে অলস প্রকৃতির ছেলে
iii. মাছ ধরা তার নেশা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮২. ক্রমে সুভা নিজেকে অনুভব করতে পারছে– (অনুধাবন)
i. কারণ তার বয়স বাড়ছে
ii. কারণ সে নিজের পরিবর্তন বুঝতে পারছে
iii. কারণ তার শরীরের সাথে সাথে তার চেতনারও পরিবর্তন ঘটেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৩. 'লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে।' এ বাক্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. কন্যাভারগ্রস্ত পিতার অবস্থা
ii. সমাজের মানুষের চিন্তা-চেতনা
iii. সুভার অবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

১৫৮	খ	১৫৯	খ	১৬০	গ	১৬১	খ	১৬২	ঘ	১৬৩	গ	১৬৪	ক	১৬৫	গ	১৬৬	ঘ	১৬৭	খ	১৬৮	ক
১৬৯	ক	১৭০	খ	১৭১	গ	১৭২	খ	১৭৩	ক	১৭৪	ক	১৭৫	ঘ	১৭৬	খ	১৭৭	ঘ	১৭৮	গ	১৭৯	ক
১৮০	ঘ	১৮১	গ	১৮২	ঘ	১৮৩	ক														

www.abswer.com

www.abswer.com

১৮৪. সুভা নদীতটে শষ্পশয্যায় লুটিয়ে পড়ল, কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নদী তার ছোটবেলার সঙ্গী
ii. নদীর নীরবতার আর তার নীরবতা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়
iii. নদীর শূন্যতার মধ্যে নিজের নির্বাক দুঃখগুলো মিশিয়ে দিতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৫. সুভার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে– (প্রয়োগ)
i. প্রকৃতির
ii. নদীর
iii. প্রতাপের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮৬ ও ১৮৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
হঠাৎ পেছনে চেয়ে দেখি একটি কুকুর আমার পেছনে চলেছে।... বললাম তবে আয় আমার সঙ্গে... বাড়ির সম্মুখে এসে পৌঁছলাম। গেট খুলে দিয়ে ডাকলাম। ভেতরে আয়।
[তথ্যসূত্র : অতিথির স্মৃতি– শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

১৮৬. উদ্দীপকের কথকের সাথে 'সুভা' গল্পের কার মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক সুকেশিনীর খ সুহাসিনীর
গ সুবর্ণার ঘ সুভার

১৮৭. এ মিলের কারণ– (অনুধাবন)
i. ইতর প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা
ii. ইতর প্রাণীর যত্ন করা
iii. পোষা প্রাণীর প্রতি খারাপ আচরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮৮ ও ১৮৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
আরিফ সাহেবের দুই পুত্র, এক কন্যা। দুই পুত্র পড়ালেখায় খুব ভালো, কিন্তু মেয়েটি চোখে দেখতে পায় না। দিন দিন সে যত বড় হচ্ছে আরিফ সাহেব তত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন।

১৮৮. উদ্দীপকের আরিফ সাহেব 'সুভা' গল্পের কার প্রতিনিধিত্ব করেন? (প্রয়োগ)
ক বাণীকণ্ঠর খ গোঁসাইদের
গ সুভার বোনের ঘ প্রতাপের পিতার

১৮৯. উভয় পিতার মাঝে যেসব বিষয়ের মিল রয়েছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. উভয়েরই সন্তান প্রতিবন্ধী
ii. উভয়েই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত
iii. উভয়েই সুস্থ কন্যার পিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৯০ ও ১৯১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
মনিরা কথা বলতে পারে না। মা মনিরার এমন অবস্থার জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে। তাই মনিরাকে দেখতে পারে না। আত্মীয়-প্রতিবেশীরাও তাকে অবহেলা করে। অবলা জীব ও প্রকৃতির সাথেই মনিরা তার সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেয়।

১৯০. উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়? (প্রয়োগ)
ক মমতাদি খ অভাগীর স্বর্গ
গ সুভা ঘ নিমগাছ

১৯১. মনে করিয়ে দেওয়ার কারণ– (অনুধাবন)
i. প্রতিবন্ধিত্বের কষ্ট
ii. প্রকৃতির সাথে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়া
iii. আত্মীয়-স্বজনদের অবহেলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৯২ ও ১৯৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাজ্জাক অলস প্রকৃতির ছেলে। সারাদিন ঘুড়ি উড়িয়ে তার দিন কাটে। চাচাতো বোন মিতু তার একমাত্র সঙ্গী।

১৯২. উদ্দীপকের রাজ্জাকের সাথে 'সুভা' গল্পের কার সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক সুভার খ বাণীকণ্ঠর
গ প্রতাপের ঘ গোঁসাইদের বড় ছেলের

১৯৩. তারা দুজনই– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সংসার উদাসী
ii. অলস
iii. পরপোকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

১৮৪	ঘ	১৮৫	ক	১৮৬	ঘ	১৮৭	ক	১৮৮	ক	১৮৯	ক	১৯০	গ	১৯১	ঘ	১৯২	গ	১৯৩	ক

PART 04 এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স Exclusive Suggestions

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল অংশে সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত গুরুত্বসূচক চিহ্ন সংবলিত প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন অধ্যায়ের যেকোনো লাইন হতে আসতে পারে বিধায় প্রশ্নসংখ্যা উল্লেখ করে সাজেশন্স প্রদান করলে তা কমনের নিশ্চয়তা প্রদান করে না। এজন্য বহুনির্বাচনি অংশে ১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে PART 03 এর প্রশ্নোত্তরসমূহ ভালোভাবে অনুশীলন করবে এবং PART 05 এ পরীক্ষা দিবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	7☆ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	5☆ (তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	3☆ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯	৫, ৬, ৭, ১২, ১৪	১, ২, ৩, ৪, ১৫
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	৭, ৮, ১০, ১৩, ১৪, ১৮, ১৯, ২২, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৫০, ৫২	১, ২, ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ২৪, ২৬, ৩৬, ৩৭, ৪৫, ৪৬	৪, ৫, ১১, ১৬, ১৭, ২৭, ২৮, ৩০, ৪০
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৩, ৭, ১৪, ১৫, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮	৪, ৫, ৬, ১১, ১৬, ১৭	৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৮, ২০, ২১, ২২
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	PART 03 (অনুশীলন অংশ) এর সব বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।		

www.abswer.com